উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৪,১৬৯.৯৫ (+৩৪১.০৪)
নিফটি : ২২,৫০৮.৭৫ (+১১১.৫৫)

সুপ্রিম-সায়ে স্বস্তি
আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আর্জিতে সায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আরও তদন্ত চেয়ে আবেদন জানালে তা শুনতে পারবে কলকাতা হাইকোর্ট। » ৭

ফুরফুরা শরিফে মমতা
সোমবার বিকেলে ফুরফুরা শরিফে গিয়ে পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন

বুধবার ফিরতে পারেন সুনীতারা » ৭

৪ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 18 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 297

আর নেই হরিমাধব, স্তব্ধ নাট্যজগৎ

বালুরঘাট, ১৭ মার্চ : নক্ষত্র পতন। প্রয়াত বাংলা নাটকের কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। বাংলা নাটককে দিল্লির দরবারে নিয়ে গিয়ে খ্যাতি অর্জন করা এই প্রথিতযশা নাট্যকার সোমবার রাত দশটা নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন ফুসফুস জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। শেষ পর্যায়ে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের খবর পৌঁছাতেই উত্তরবঙ্গের নাট্য মহলে শোকের ছায়া নেমেছে। তার দেবীগর্জন দেবাংশী জল বিছন সহ একাধিক নাটকের হাত ধরেই বালুরঘাট নাটকের শহর তকমা পায়। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি-লিট পান তিনি।

প্রয়াত হরিমাধবের ত্রিতীর্থ সংস্থার প্রবীণ সদস্য দুর্গাদাস সাহা জানান হরিমাধববাবুকে নিয়ে আসা হচ্ছে। বালুরঘাটে তাঁর শেষকৃত্য হবে। নাট্য ব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ বলেন, হরিমাধবের প্রয়াণে বাংলা নাটকের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

চল আমরা শিমুল কুড়োই। স্কুল ছুটির পর। সোমবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পুরোনোদের বৈঠকে ডাক

সমন্বয়ের বার্তা শ্যামলের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : দায়িত্বভার হাতে পাওয়ার পর জেলা দলীয় কার্যালয়ে প্রথম বৈঠকে পুরোনো কর্মীদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির নতুন জেলা সভাপতি শ্যামল রায়। এদিনের বৈঠকে আসার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পুরোনো কর্মীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। ফলে জেলা সভাপতির সংবর্ধনা সভায় বসে যাওয়া নেতা-কর্মীদের অনেককেই দেখা গেল। পুরোনোদের কেউ এদিন বলছেন, ব্যক্তি শ্যামল রায়ের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে শ্যামল নিজেই তাঁকে আসতে বলেছিলেন। সেকারণেই এসেছেন। আবার পুরোনো কর্মীদের কেউ কেউ বলছেন, শ্যামল তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন এদিনের সভায় উপস্থিত থাকতে।

তবে, প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামীর সঙ্গে যে পুরোনোদের দূরত্ব রয়েছে তা এদিনও স্পষ্ট। অনেক পুরোনো কর্মী যাঁরা শ্যামলকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা দিলেও বাপির সঙ্গে তাঁদের কাউকেই তেমন কথা বলতে দেখা যায়নি। সভাপতি পদে না থাকলেও বাপিকে এদিনও তাঁর পুরোনো কায়দাতেই সভায় আসা বিভিন্ন ব্লকের নেতা-কর্মীদের সংগঠন নিয়ে বিভিন্ন নির্দেশ দিতে দেখা গিয়েছে। দলের অন্দরেই গুঞ্জন, বাপি পদে না থাকলেও বকলমে তিনিই জেলা সংগঠন পরিচালনা করবেন। ফলে এদিন দলের যে সমস্ত পুরোনো নেতা-কর্মীদের সভায় সক্রিয় উপস্থিতি দেখা গিয়েছে, তাঁরা এরপর দলীয় কার্যালয়ে আসবেন কি না, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

শ্যামল সভাপতি হওয়ার পর দলের যে প্রাক্তন বিক্ষুব্ধ নেতা অলোক চক্রবর্তীর মুখে সমালোচনা করতে শোনা গিয়েছিল এদিন তিনি নতুন সভাপতিকে ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্যামল বলেন, 'আমি নিজেই কর্মী-সমর্থকদের এদিনের অনুষ্ঠানে আসতে বলেছিলাম। সকলেই এসেছেন। *এরপর দশের পাতায়*

স্থানীয়দের চেষ্টায় ধরা পড়ল দম্পতি

'সন্তান' বিক্রি

সুশান্ত ঘোষ ও গোপাল মণ্ডল

মালবাজার ও বানারহাট, ১৭ মার্চ : বাড়ি বাড়ি ঘুরে এক মাসের 'সন্তানকে' বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক দম্পতি। তাদের নাম রাজেশ মিশ্র ও অনীতা ওরাওঁ মিশ্র। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মাল টাউন স্টেশন এলাকায়। শিশু সহ তাদের আটক করে মাল থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'আমরা তদন্ত শুরু করেছি।'

সোমবার সকালে রাজা চা বাগানের পাকা লাইন এলাকার কয়েকটি বাড়িতে রাজেশ এবং অনীতা ঘুরে ঘুরে কখনও লাখ টাকা, কখনও ৫০ হাজার টাকায় ১ মাস ২২ দিনের শিশুটিকে বিক্রি করার কথা বলে। শিশুটিকে নিজেদের সন্তান বলে দাবিও করে তারা। স্থানীয়রা বিষয়টিতে প্রথমে হতভম্ব হয়ে যান। কয়েকজন ওই দম্পতিকে প্রশ্ন করলে তারা ঘাবড়ে যায়। এতে সন্দেহ বেড়ে যায় লোকজনের। আশপাশে ভিড় জমতে দেখে রাজেশ এবং অনীতা বাগান ছেড়ে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী মাল টাউন স্টেশনে আশ্রয় নেয়। পাকা লাইনের কয়েকজন তাদের পিছু নেয়।

টাউন স্টেশন চত্বরের দোকানদার সঞ্জয় বাসফোর ও কুমার পাল জানান, স্টেশনের দোকানদাররা অনীতা এবং রাজেশকে ঘিরে ধরে সন্তান বিক্রি নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। ওই দম্পতির কথায় অসংগতি থাকায় ব্যবসায়ীরা মাল থানায় যোগাযোগ করেন। মাল থানার পুলিশ টাউন স্টেশনে এলেও রেলের এলাকা হওয়ায় তারা জিআরপির জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু ঘটনাস্থলে ক্রমশ ভিড় বাড়তে থাকায় পুলিশ আর ঝুঁকি না নিয়ে রাজেশ-অনীতা ও শিশুটিকে মাল থানায় নিয়ে যায়।

এদিন মাল স্টেশনে রাজেশ ও অনীতার কথায় প্রচুর অসংগতি ছিল। সন্তান বিক্রির বিষয়ে রাজেশ বলে, 'অনীতা জানে।' আবার অনীতার এ ব্যাপারে উত্তর, 'রাজেশ জানে।' ওই শিশুটি আদৌ তাদের কিনা, এনিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজেশের বক্তব্য, 'সন্তানের জন্ম হয়েছে শিলিগুড়িতে এক মাস বাইশ দিন আগে। তারপর আমরা আমাদের বাগানে ফিরে যাই। রবিবার মাল হাসপাতালে এসেছিলাম বাচ্চার ডাক্তার দেখাতে। রাতটা এখানে থেকে যাই।' রবিবার মাল হাসপাতালের আউটডোর খোলা না থাকায় এবং রাতে বাড়ি না ফিরে মালে থেকে যাওয়ার কথা বলাতেও সন্দেহ বেড়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অনীতার যে অ্যান্টিনেটাল ভ্যাকসিন কার্ড পাওয়া *এরপর দশের পাতায়*

স্থানীয় জনতা ঘিরে রেখেছে রাজেশ ও অনীতাকে। সোমবার।

মর্মান্তিক

- রাজা চা বাগানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একমাসের সন্তানকে বিক্রির চেষ্টা
- ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা দাম চায় দম্পতি
- স্থানীয়দের প্রশ্নে তারা মাল টাউন স্টেশনে পালিয়ে যায়
- সেখানে দোকানদাররা তাদের ধরে পুলিশে খবর দেয়

পিলখানা থেকে নিখোঁজ গর্ভবতী রামি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৭ মার্চ : দু'দিন ধরে নিখোঁজ গরুমারার গর্ভবতী হাতি রামি। রবিবার বিকেল থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার খোঁজে জঙ্গলে কুনকি নিয়ে তল্লাশি চালিয়েও বন দপ্তর তার হদিস পায়নি। প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে একটি গর্ভবতী কুনকি হাতি নজরদারি এড়িয়ে পিলখানা থেকে জঙ্গলে চলে গেল। যদিও এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন বন দপ্তরের কর্তারা থেকে বিশিষ্ট হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'এই ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এদিনও হাতিটির দেখা মিলেছে। হাতিটি আমাদের নজরেই রয়েছে। শীঘ্রই সেটিকে পিলখানায় ফিরিয়ে আনা হবে।'

পিলখানা ছেড়ে অবশ্য রামির জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকেও পিলখানা ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল রামি। ন'দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে ফের পিলখানায় ফেরাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। তবে এবার পরিস্থিতিটা অনেকটাই আলাদা। গরুমারার এই পূর্ণবয়স্ক কুনকি হাতিটি অন্তঃসত্ত্বা। যে কোনও সময় সে সন্তান প্রসব করতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। অন্তঃসত্ত্বা থাকার কারণে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

টয়ট্রেনের লাইনে ফিরছে টার্নটেবিল

মাঝপথে ঘুরবে কোচের অভিমুখ

চালুর অপেক্ষায় টার্নটেবিল। কার্সিয়াংয়ে।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ঐতিহ্য ফিরছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে-তে। পুরোনো প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আগামীর পথে হাঁটতে চলেছে ইউনেসকো (ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন)-র হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া ডিএইচআর। ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'টার্নটেবিল প্রোজেক্ট' ফিরিয়ে আনছে সংস্থাটি। মাঝে ৮১ বছরের ব্যবধান।

এর মাধ্যমে অনায়াসে টয়ট্রেনের কোচের মুখ ঘোরানো সম্ভব হবে। শুরুতে কার্সিয়াংয়ে টার্নটেবিল গড়ে তোলা হলেও, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে দার্জিলিং ও রংটংয়ের মতো বেশ কয়েকটি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ট্রেনের গতিমুখ পরিবর্তন দেখতে টার্নটেবিলের সামনে ভিড় জমে যেত আগে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে কোচের মুখ ঘুরিয়ে নতুন ইঞ্জিন জুড়ে উলটোপথে ট্রেন চালানো যেত সহজে। এতে সময়েরও সাশ্রয় হত। ইতিহাসের সাক্ষী- এমন বিভিন্ন প্রযুক্তিকে পর্যায়ক্রমে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা।'

বছর শুরুর আগেই নতুন রূপে 'বেবি সেবক'-কে সামনে আনে ডিএইচআর। ১৮৮০ সালে তৈরি হওয়া স্টিম ইঞ্জিন বেবি সেবক বাতিল হয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর মাঝপথে। বল-বেয়ারিং সহ নানা যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ঘটায় ওই স্টিম ইঞ্জিনকে সচল করতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা এবং ইউনেসকো'র সহযোগিতায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নতুন লুকে বেবি সেবককে সামনে আনা হয়। পর্যটকদের নজর কেড়ে এখন দার্জিলিং স্টেশনে চাকা গড়াচ্ছে ওই ইঞ্জিনের। প্রায় তিন মাস পর নয়া সিদ্ধান্তে ফের চমক।

এই প্রযুক্তি চালু হওয়ায় যেমন এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে পর্যটকদের, তেমন সময় সাশ্রয় হবে ডিএইচআর-এর। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বেশ কিছুক্ষেত্রে ঝক্কি এড়াতে পারবে রেল। মাঝেমধ্যেই মাঝপথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়া বা অন্য যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে সড়কপথে গন্তব্যে পাঠাতে হয়। পাশাপাশি, ট্রেনটিকে নিকটবর্তী স্টেশনে নিয়ে যেতে বেকায়দায় পড়ে রেল। রংটং ও চুনাভাটির মতো এলাকায় টার্নটেবিল তৈরি করা গেলে সমস্যা অনেকটাই মিটবে, মনে করেন কর্তারা।

তাঁদের বক্তব্য, নিকটবর্তী টার্নটেবিলে কোচ ঘুরিয়ে নতুন ইঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেন ফিরতি পথে চালানো সম্ভব। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর জানালেন, পুরোনো প্রযুক্তিকে ফের কাজে লাগাতে ত্রুটি রাখতে চাইছে না ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। পুরোনো আরও বেশ কিছু প্রযুক্তি নতুন মোড়কে লক্ষ করা হবে ভবিষ্যতে।

উত্তরের চা নিয়ে সাংবাদিকের বই

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : অসুস্থতা শরীরকে অনেকটাই কাবু করেছে। মনকে নয়। মনের সেই অদম্য জোরকে সঙ্গী করেই সাংবাদিক জ্যোতি সরকার মাত্র ৬০ দিনে লিখে ফেলেছেন তাঁর তৃতীয় বই 'চা এর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।'

প্রবীণ সাংবাদিক উত্তরবঙ্গ সংবাদের জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে। এর আগে তাঁর লেখা বই 'সাংবাদিকের ডাইরি' এবং 'বীরপাড়া হাইস্কুল স্বপ্ন ও বাস্তবতা' পাঠক মহলে সমাদৃত।

সোমবার জ্যোতির নবতম বইটি উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তীর হাত ধরে জলপাইগুড়ির স্টুডেন্ট হেলথ হোমে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে জ্যোতি চায়ের সমস্ত সমস্যাকে চোখের সামনে থেকে দেখেছেন। সে সমস্তই তিনি এই বইয়ের মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরেছেন।

ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডঃ নীলাংশুশেখর দাস, ডঃ রূপন সরকার, ডঃ জ্যোতির্ময় ঝম্পটি, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির রায় নাথের মতো বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বইটির বিষয়বস্তুর পাশাপাশি জ্যোতি যেভাবে নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন সবাই সেই উদ্যোগের খুবই প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, তাঁর দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেন।

সবকিছু দেখে লেখক আপ্লুত, 'সবাই এভাবে পাশে থাকায় অজস্র ধন্যবাদ। চা'কে নিয়ে লেখা বইটি আশা করি সবারই ভালো লাগবে।'

খদ্দেরের অপেক্ষায়... কোচবিহার ডোডেয়ার হাটে। ছবি : অর্পণ গুহ রায়

জঙ্গলের মাঝে বিকল বাস, এল হাতির পাল

রক্ষাকর্তা ট্যুরিস্ট বন্ধু

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৭ মার্চ : ফের জঙ্গলের মধ্যে ট্যুরিস্ট বন্ধু পুলিশ ত্রাতার ভূমিকা পালন করল। সোমবার লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে একটি যাত্রীবাহী বাস বিকল হয়ে যায়। সেই বাসের পাশে তখনই একদল হাতি চলে আসে। বাসে অন্যদের সঙ্গে কয়েকজন প্রাথমিকের পড়ুয়া ও বয়স্ক মানুষ ছিলেন। ফলে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সেই সময় লাটাগুড়িতে কর্তব্যরত ট্যুরিস্ট বন্ধুর পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। প্রথমে তাঁরা গাড়ির হুটার বাজিয়ে হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। তারপর নিজেদের গাড়ি করে যাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দেয় পুলিশ। এই সাহায্যের পরে পুলিশকে কুর্নিশ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।

এদিন মালবাজার থেকে একটি যাত্রীবাহী ছোট বাস লাটাগুড়ির দিক যাচ্ছিল। দুপুর দেড়টা নাগাদ জঙ্গলের মাঝে কলখাওয়া নজরমিনারে যাওয়ার রাস্তার পাশে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বাসটি হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। জাতীয় সড়কের পাশেই জঙ্গলে তখন একপাল হাতি ছিল। সেই সময় পুলিশের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যুরিস্ট বন্ধুর এএসআই সুরজিৎ মল্লিক জঙ্গলে রুটিন টহলদারি চালাচ্ছিলেন। তিনি তখন বাসটিকে দেখতে পান। সময় নষ্ট না করে প্রথমে সুরজিৎ তাঁর চালককে গাড়ির হুটার বাজানোর নির্দেশ দেন। হুটারের শব্দে অবশ্য হাতির পাল জঙ্গলে ফিরে যায়। তারপর তিনি ও তাঁর দুই সহকর্মী জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ির চালককে দিয়ে দুই দফায় বাসের যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন।

বাস থেকে যাত্রীদের নিজের গাড়িতে তুলছেন ট্যুরিস্ট বন্ধু পুলিশকর্মী।

বাসে থাকা লাটাগুড়ির এক মহিলা অঞ্জনা রায় সরকার তাঁর দুই ছেলেকে বাতাবাড়ির একটি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর কথায়, 'জঙ্গলের মাঝে এভাবে গাড়ি বিকল হয়ে যাবে এবং সেখানেই হাতির দল থাকবে তা ভাবতেই পারিনি। পুলিশ না থাকলে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হত।' অন্যদিকে, ক্রান্তি কাঠামবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রোকসানা পারভিন আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। তিনি এদিন পুলিশের সহযোগিতায় ক্রান্তি মোড় পর্যন্ত আসেন। গত ৩০ জানুয়ারি একইভাবে মেটেলির এক বাসিন্দা শুকরু মহম্মদ লাটাগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মহাকালধামের কাছে একটি হাতি তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। সেখানেও সুরজিৎ গাড়ির হর্ন বাজিয়ে হাতি তাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিন তাঁর তৎপরতায় কোনও দুর্ঘটনা ছাড়া যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। এবিষয়ে মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'এই ধরনের কাজই প্রমাণ করে যে মানুষকে সহায়তা করাই পুলিশের লক্ষ্য।'

আজ টিভিতে

সঞ্জনা আর রঘুর ফাঁদে পা দিয়ে উৎসবের মাঝে কোন বিপদ ডেকে আনতে চলেছে ঋক? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৪.২০ জোর, সন্ধে ৭.১০ সংগ্রাম, রাত ১০.১০ সহজ পাঠের গপ্পো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.০০ ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ পরিণাম, রাত ১০.০০ চৌধুরী পরিবার, ১.০০ মহালয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আবিষ্কার, ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১০.০০ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, ১.০০ তারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গো ফর গোলস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবিষ্কার

জি সিনেমা : দুপুর ১.১১ গদর-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.০৩ প্রলয় : দ্য ডেস্ট্রয়ার, রাত ৮.০০ ক্রু, ১০.১৬ কে থ্রি-কালী কা করিশ্মা

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ২.১৫ জম্বি রেড্ডি, বিকেল ৪.০৬ দ্য রিটার্ন অফ রেবেল, রাত ১১.২০ গুপ্ত

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৬ গদর-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১৩ দ্য রিটার্ন অফ রাজু, রাত ৮.০০ সূর্যবংশী, ১১.০০ অ্যাটাক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৬ জনহিত মে জারি, দুপুর ২.১৭ হোটেল মুম্বই, বিকেল ৪.২২ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.০৬ দিল ধড়কনে দো, রাত ৯.০০ ফ্যারে, ১০.৫৫ নীল বট্টে সন্নাটা।

এমএলএ ফাটাকেষ্ট দুপুর ১.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

জনহিত মে জারি বেলা ১১.৪৬ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

দ্য নাট জব সন্ধে ৬.০৩ **রমেডি নাউ**

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৬.২০ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

রেলের পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পণ্য পরিবহণের হার বাড়ল। গত বছরের ফেব্রুয়ারির তুলনায় চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে পণ্য পরিবহণ সামগ্রিকভাবে বেড়েছে ৪.৯ শতাংশ। যার মধ্যে কনটেনার ৪৪ শতাংশ, সিমেন্ট ৩৭.৫ শতাংশ, সার ৫ শতাংশ এবং ডলোমাইট পরিবহণ বেড়েছে ২৬.৭ শতাংশ। যদিও সব সামগ্রীর চেয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে কাঁচা বাঁশ পরিবহণ ৮০০ শতাংশ বেড়েছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান।

ABRIDGE NOTICE
Rate Quotation for different items is being invited by Block Development Officer, Kaliachak-II, Malda from bonafide suppliers vide Memo. No. 438/K-II Dt. 17-03-2025. Last Date of bid submission is 25th March, 2025 up to 15:00 hrs.
Details available at www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer, Kaliachak-II Dev. Block, Mothabari, Malda

থানা দখলে যুক্ত বিপ্লবীর বাড়িতে অশোক

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১৭ মার্চ : দেশ স্বাধীনের আগেই ব্রিটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে 'তেরঙা' উত্তোলন করে কুমারগ্রাম থানার দখল নিয়েছিলেন স্থানীয় বিপ্লবীরা। শুধু তাই নয়, খাজনা বয়কট করে কুলকুলি হাট স্থানান্তর, বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি পণ্য গ্রহণ সহ ব্রিটিশ বিরোধী একাধিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল কুমারগ্রামে। এসব ইতিহাসের খোঁজ নিতেই সোমবার কুমারগ্রামে আসেন রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুর দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন বঙ্গরত্ন তথা আলিপুরদুয়ারের লোকসাহিত্য গবেষক প্রমোদ নাথ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী মঘা দেওয়ানির বাড়িতে অশোক ভট্টাচার্য। সোমবার।

ব্রিটিশদের তৈরি কুমারগ্রাম থানা দখলের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে বড় দলদলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী মঘা দাস দেওয়ানির বাড়িতে গোপন বৈঠকে বসেছিলেন স্থানীয় দেশপ্রেমিকরা। সেই বাড়িটি ঘুরে দেখেন অশোক। কথা বলেন মঘার উত্তরসূরি প্রপৌত্র করুণাকান্তি দাস এবং বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। আগ্রহের সঙ্গে নির্ভীক দেশপ্রেমিক মঘার কর্মকাণ্ডের কথা শোনেন অশোক। তুলসীতলায় একটি, মঘা দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি এবং গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি, মোট তিনটি প্রদীপ রোজ সন্ধ্যায় জ্বলে দলদলির এই বাড়িতে। বাড়ির মন্দিরগুলিও ঘুরে দেখেন অশোক। ব্রিটিশ আমলে চুনসুরকির তৈরি শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কুমারগ্রাম থানা ভবন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কুলকুলি হাটও ঘুরে দেখেন। ফেরার পথে বারবিশা লালস্কুলে কবি শীলা দাসের সঙ্গে দেখা করেন। স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে আলোচনা সেরে আলিপুরদুয়ারে ফিরে যান।

অশোক বলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে কুমারগ্রামের মানুষের অবদানের কথা শোনার পর থেকেই এখানে আসার ইচ্ছে জাগে। ১৯৪২ সালের ৯ অগাস্ট দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় অধ্যায় রচিত হয়েছিল। সেই কর্মযজ্ঞে কুমারগ্রাম ছিল অন্যতম। বড় দুঃখের কথা, কুমারগ্রামের আদি বাসিন্দাদের দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা চাপা পড়ে গিয়েছে। তাই সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধা জানাতে কুমারগ্রামে এসেছি।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমে শুভ। **বৃষ :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। কোনও আত্মীয়ের সাহায্যে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। **কর্কট :** সংসারে কোনও গুরুজনের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। পথে চলতে সতর্ক থাকা দরকার। **সিংহ :** বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে। নতুন কোনও অফিসে যোগ দিতে পারেন। **কন্যা :** হারানো জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। **তুলা :** কাউকে বিশ্বাস করে ঠকবেন। ছেলে বিদেশে যাওয়ার জট কাটবে। **বৃশ্চিক :** বন্ধ হয়ে থাকা কোনও কাজ চালু করলে সাফল্য পাবেন। বেশি খেয়ে শরীর খারাপ। **ধনু :** রাজনীতির কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে সমস্যায়। জমি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। **মকর :** ঘাড় ও পিঠের ব্যথা ভোগাতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটবে। **কুম্ভ :** অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা তাঁদের কোনও স্বপ্নপূরণ করতে পারবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। **মীন :** যেচে কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ নথি বাইরের কাউকে দেখাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৭ ফাল্গুন, ১৮ মার্চ, ২০২৫, ৪ চ'ত, সংবৎ ৪ চৈত্র বদি ,১৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৯, অঃ ৫।৪৩। মঙ্গলবার, চতুর্থী রাত্রি ৭।১৭। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ৩।৩২। ব্যাঘাতযোগ দিবা ২।৪৯। ববকরণ প্রাতঃ ৬।১৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।১৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৩।৩২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদাষ, দিবা ৩।৩২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্‌ঋতে, রাত্রি ৭।১৭ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৪ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৩।৩২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৮।৪৪ গতে গর্ভাদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/027/BDOKNT/24-25 (Retender-NIT-26) Work Sl No 01 to 06, Dated : - 17-03-2025.** Last date of submission of bid through online 24-03-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 17-03-2025 from 17:00 hrs respectively.
Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Krnati :: Jalpaiguri

SHREE SHREE SUDIN KUMAR MITRA VIDYAPITH,
RANINAGAR, TEJPATA BAGAN, JALPAIGURI
TEACHERS REQUIRED
PRT/TGT-English, Science, Mathematics, Hindi, PET, IT Teacher.
Requirements :
1) Excellent communication skill in English.
2) Minimum 3 years' experience in CBSE/ICSE School.
3) Must have good interpersonal skills.
4) Salary commensurate based on qualification and experience.
Apply with detailed resume with latest Photo via email - info.ssskmv@gmail.com within 7 days.

NOTICE
NOTICE is hereby given that my client intends to purchase the below scheduled land from the present owner namely Sri Nani Gopal Paul, S/o Lt. Purna Chandra Paul, Raja Ram Mohan Roy Road, Hakimpara, Siliguri. If any person has any claim, objection, or right over the said property, they are requested to contact the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice along with proper supporting documents. **Land Schedule :** Mouza- Binnaguri, Sheet No-6, JL No. 3, Pargana- Baikunthapur, RS Khatian No.- 396, LR Khatian No. 1604, RS Plot No. 540, LR Plot No. 666, area 1.72 Acre and under the same RS Khatian No.396, LR Khatian No. 1604, RS Plot No. 544, LR Plot No. 669 area 0.46 Acre, measuring total land 2.18 acres. North : Land of Gopal Mishra & Others, South : Land of Harimohan Roy & Others, East : Land of 60' ft. wide Metal Road, West : Land of Raju Roy & Others. If no Claims or Objections are received within the Stipulated time, it shall be presumed that there are no disputes, and the transaction will proceed accordingly. For claims & queries, **contact Adv. JATIN AGARWAL,** 9832352487 & 8170013311

কর্মখালি
রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। বেতন-১০০০০/--১২০০০/, থাকা-খাওয়া ফ্রি। জায়গা- শিলিগুড়ি। M : 9832543559. (C/115251)
শিলিগুড়িতে সিমেন্টের ফ্যাক্টরিতে মাল লোডিং ও আনলোডিং কাজের জন্য প্রচুর লেবার চাই। M :- 77977 12224. (C/115253)
শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস-এর কাজ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/115252)

ভাড়া
শিলিগুড়ি গোপাল মোড়ে মেইন রাস্তায় নিজস্ব দোতলা বাড়ির নীচতলায় 2 BHK + ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, নীচে Tiles, ভাড়া দেওয়া হবে। Rs. 9500/-. M : 9474960541. (C/115250)

অ্যাফিডেভিট
আমি Manoj Kumar Goyal, পিতা - Omprakash Agarwal 12.03.2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manoj Agarwal নামে পরিচিত হলাম। (C/115507)

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Tender are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-006/2024-25 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০০০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সি.এফ.২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা
General Duty Assistant (HSS/Q5101)V-3.0	দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ

বয়:সীমা - বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। পারিবারিক বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	আসন সংখ্যা
কোচবিহার	মিত্র মার্কেট কমপ্লেক্স, দ্বিতীয় তলা, নিকট হলদিবাড়ি রেল গেট, হলদিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৫১২২	General Duty Assistant	১৮০

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায় : www.wbbcdev.webstep.in
বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন
+91 9641965190, +91 9263004128
আবেদনের শেষ তারিখ 10-04-2025
প্রশিক্ষণদাতা:
Medhavi Foundation
IA 208, IA Block, Sector 3, Salt Lake, Kolkata, West Bengal-700097
Contact: +919088261566 / +918910934270

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্কুলের বই রাখার ঘরে মজুত চল্লিশ বস্তা চালে ধরেছে পচন ও পোকা।

স্কুলের ৪০ বস্তা চালে পোকা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ মার্চ : বিদ্যালয়ে বই রাখার ঘরের মেঝেতে প্রায় ৪০ বস্তা মিড-ডে মিলের চাল ফেলে রাখা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, অনেকদিন ধরে মিড-ডে মিলের বাড়তি চাল এভাবে জমিয়ে রাখা হচ্ছে। এর জেরে চালে পচন ও পোকা ধরেছে। পচা, পোকাধরা চাল পড়ুয়াদের রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয়ের ঘটনা। সোমবার অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলেন।

এদিন দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষে প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের সেই চাল দেখান। এই ঘটনায় অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ। প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ভৌমিক অবশ্য এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'বাড়তি চাল আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। পোকাধরা চাল বাতিল করে দেওয়া হবে। যদিও সেগুলি খাওয়ানো হয়নি। নতুন চাল রান্না করে পড়ুয়াদের খাওয়ানো হয়েছে।'

একটি বস্তায় প্রায় ৫০ কেজি চাল আছে। এই পরিমাণ মিড-ডে মিলের চাল কীভাবে বেশি হল, তা নিয়ে অভিভাবক থেকে স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেন। অভিভাবক কানাই রায়ের কথায়, 'অনেকদিন ধরে এভাবে চাল ঘরে জমিয়ে রাখা হয়েছে। সুযোগ বুঝে পচা ও পোকাধরা চাল রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে।'

অভিযোগ

- অভিভাবকদের অভিযোগ, অনেকদিন ধরে মিড-ডে মিলের বাড়তি চাল জমিয়ে রাখা হচ্ছে
- এর জেরে পচন এবং পোকা ধরেছে চালে
- পচা, পোকাধরা চাল পড়ুয়াদের রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ
- ঘটনায় ক্ষোভ জমেছে অভিভাবকদের মধ্যে

আরেক অভিভাবক মিঠু অধিকারীর অভিযোগ, এই বিষয়টি তাঁরা আগে থেকেই জানতেন। অনেক আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কারও তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মেঘলাল সরকারের বক্তব্য, 'এই চাল দেড় থেকে দু'বছর ধরে জমছে। পরিচালন কমিটির সভায় জানানো বা আলোচনা করা হয়নি। দুটি কারণে এমন হতে পারে। পড়ুয়া সংখ্যা বেশি করে দেখানো বা মিড-ডে মিল রান্নার পর যদি অনেকে না খায়। যতদূর জানি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

অভিভাবক মলেন রায় জানান, ২০২২ সাল থেকে ঘরের ভেতরে এভাবে বাড়তি মিড-ডে মিলের চাল ফেলে রাখা হয়েছে। সেই চাল বাড়তে বাড়তে এখন ৪০ বস্তায় দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট ১৬/৪২ নম্বর বুথের বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য চঞ্চল রায়ের মন্তব্য, 'এদিন আমরা গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। বিস্তারিত জানতে চেয়েছি। সন্তোষজনক কোনও উত্তর মেলেনি। তবে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।'

রাস্তায় পড়ে রক্তাক্ত তরুণ, পরে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ফের শহরে অমানবিকতার ছবি। রবিবার রাতে সেবকগামী জাতীয় সড়কে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কাছে পথ দুর্ঘটনায় জখম এক তরুণ রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রইলেন। তাঁকে দেখেও এগিয়ে আসেননি ফোর লেনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। দূর থেকে এলাকার এক তরুণ অজয় রাই ছুটে এসেছিলেন বটে। তবে তিনি পাশে পাননি ওই নির্মাণকর্মীদের কাউকেই। সহযোগিতা পাওয়ার জন্য অজয় ১০০ নম্বরে ফোন করলেও সংযোগ পাননি। অ্যাম্বুল্যান্সের নম্বরে ফোন করলেও সংযোগ হয়নি। অজয়ের এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। মরিয়া হয়ে তাঁকে ফোন করেছিলেন অজয়। সোমবার অজয় বলেন, 'পুরো বিষয়টি শোনার পর ওই পুলিশকর্মী আমাকে বলেন, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।'

অজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক সেনাকর্মী। একটি গাড়িকে কোনওভাবে ওই দুজন দাঁড় করিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই তরুণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। চালক রাজি হওয়ায় অজয় আহত তরুণকে সেই গাড়িতেই সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে পেরিয়ে গিয়েছিল কুড়ি মিনিটেরও বেশি সময়। জখম ওই তরুণকে শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। মৃত্যু হয় বছর পঁচিশের জলেশ্বরীর বাসিন্দা বিক্রম রায়ের।

হতাশ অজয় বলেন, 'ওই জায়গায় ফোর লেনের কাজ চলায়, নির্মাণকর্মীরা অনেকে ছিলেন। কিন্তু কেউই এগিয়ে এলেন না। কেউ এগিয়ে এলে আরও আগেই ছেলেটাকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসা যেত। হয়তো ছেলেটা বেঁচে যেত।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর স্বীকার করেন, 'বিএসএনএলের তারের সমস্যার কারণে রবিবার ১০০ ডায়াল বন্ধ ছিল। আমরা বিষয়টা বিএসএনএলকে জানিয়েছিলাম। সোমবার সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ওই পুলিশকর্মী দুর্ঘটনার কথা জানার পরেই স্থানীয় থানাকে জানিয়েছিলেন। আরটি ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ওই তরুণকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর পুলিশ সেই নার্সিংহোমে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।'

পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত বাসিন্দারা

'চাতক' বানারহাট

জিষ্ণু চক্রবর্তী ও গোপাল মণ্ডল

গয়েরকাটা ও বানারহাট, ১৭ মার্চ : বানারহাট ব্লকে বিভিন্ন এলাকাজুড়ে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। চা বলয় থেকে শুরু করে কৃষিবলয় সব জায়গাতেই রয়েছে জলের সমস্যা। পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে বাসিন্দারা দূষিত জল খাচ্ছেন। আবার বানারহাট ও চামুর্চির কিছু এলাকার বাসিন্দারা বাইরে থেকে জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বছর পাঁচেক আগে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে এতদিন হয়ে গেলেও মোগলকাটা, তোতাপাড়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ শালবাড়ি, পূর্ব দুরামারি সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন রায় বলেন, ব্যাপারটি পিএইচই কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কয়েকটি সাব-রিজার্ভার তৈরির কাজ চলছে। আশা করছি সেগুলি তৈরি হলে সমস্যা মিটে যাবে।

বানারহাট ব্লকে বিন্নাগুড়ি, বানারহাট-১ ও ২ এবং চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। চা বাগান মহল্লার বাসিন্দাদের পানীয় জলের জন্য বাগানের দেওয়া জলের ট্যাংকারই ভরসা। শুধু তাই নয়। ভুটান সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জলের জন্য কয়েক কিমি দূরে গিয়ে জল বয়ে আনতে হচ্ছে।

কল বসলেও জল আসে না বানারহাটের দুরামারিতে।

বিন্নাগুড়িতে প্রায় ১৮ কোটি টাকার কাজ ছয় বছরেও শেষ হয়নি। ভুটান সীমান্ত চামুর্চি চেকপোস্ট এলাকাতেও একই ছবি। অন্যদিকে, বানারহাটে জলপ্রকল্পের কাজ না হওয়ায় চা বাগান ও বানারহাট কলোনির বাসিন্দারা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

পিএইচইর জলপাইগুড়ির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরী বললেন, 'বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছে। কিছু জায়গায় টেন্ডারের কাজ শুরু হয়েছে। আবার রিজার্ভার তৈরির জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। দ্রুত সমস্যা মেটাতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।'

স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরাও একাধিক প্রশাসনিক মিটিংয়ে জলের সমস্যাটি তুলে ধরেছেন। তবে সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। এজন্য বাসিন্দারা দপ্তরের ঢিলেমিকে দায়ী করেছেন। বানারহাট-১ পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবিকা বিশ্বকর্মার বক্তব্য, 'এলাকায় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় এমন সমস্যা হচ্ছে। আমরা পঞ্চায়েতের তরফে প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য জেলা পিএইচই দপ্তরকে লিখিতভাবে অনেকবার জানিয়েছি। এছাড়াও বানারহাট বিডিও অফিসে বিভিন্ন মিটিংয়ে তুলে ধরেছি। আশা করছি কাজ শেষ হলে সমস্যা মিটে যাবে।'

সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সাঁকোয়াঝোরা মৌজায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কাজ এখনও শুরু হয়নি। ওই পঞ্চায়েতের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় জলাধার ও পাইপলাইনের কাজ শেষ হলেও বেশ কিছু জায়গায় বাড়ি বাড়ি জল আসছে না। বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা ঝোরার জল থেকে তেষ্টা মেটাচ্ছেন। শালবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পাইপলাইনের কাজ শেষ হলেও বেশ কিছু জায়গায় এখনও বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি।

অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নির্দেশ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষ শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। অথচ এখনও বহু গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ খরচ করতে পারেনি। অবিলম্বে তাদের সেই টাকা খরচের নির্দেশ দিলেন জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও এখনও বহু উপভোক্তা প্রথম দফার কাজ শেষ করতে পারেননি। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিওদের বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেন মহকুমা শাসক। সোমবার জেলা শাসকের আরটিসি প্রেক্ষাগৃহে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক বৈঠকে তিনি এমন নির্দেশ দেন।

সদর মহকুমার তিন ব্লক রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর ও ময়নাগুড়ি থেকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজে ঢিলেমি দেওয়া তিনটি করে মোট ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে এদিন বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, ওই পঞ্চায়েতগুলির কয়েকটি দেরিতে কাজ শুরু, টেন্ডার ডেকেও কাজ শুরু না করা, কোথাও বা ঠিকাদারের উদাসীনতায় কাজ এগোয়নি। সেজন্য অর্থ কমিশনের টাকা সম্পূর্ণ খরচ করা যায়নি। সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জানান, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। এই মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, জেলার বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ ভালোভাবে চলছে। ওই বৈঠকে রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর ও ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের ডাকা হয়েছিল।

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর,
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বই
ফোন: 022-22820427
আবেদন করার জন্য QR স্ক্যান করুন

স্থায়ী বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ

স্থায়ী নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/35 (স্থায়ী অবস্থান)

পদের নাম / গ্রেড	শূন্যপদ	সর্বোচ্চ বয়স (কাট অফ 31.12.2024)
ম্যানেজার (খুচরা পণ্য)/ এমএমজিএস-III	স্থায়ী-3 ব্যাকলগ-1	40

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্য পদের বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/careers/current-openings-এ লগ ইন করুন। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি, আবেদনের অনলাইন অর্থপ্রদানের দিকে ফি পাঠানোর আগে, বিশদে বিজ্ঞাপন পড়ে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করে নিন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক (https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)-এ গিয়ে "CONTACT US" —> "Post Your Query"-তে লিখে জানান।

- অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 05.03.2025 থেকে 26.03.2025 পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বই
তারিখ: 05.03.2025
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

For more information give a missed call on 7230032200

*Terms and Conditions apply. #The Instant Cashback Offer of ₹5100 is available on purchase of OBD2A Honda2wheelers models which includes Activa 110, Activa 125, Dio 110, Dio 125, Shine 100, SP 160, Hornet 2.0, CB 200 X and Livo 110. #The Instant Cashback is valid until stocks last or 31st March 2025, whichever is earlier. #The offer may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #The scheme is offered by Authorised Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of above mentioned models from Authorised Main Dealers and Associate Dealers. *The finance scheme is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. *The offers may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Additional 5% Cashback Offer up to a maximum of Rs. 5000 available on all Honda2wheelers models for EMI transactions made using HDFC Bank & IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only which is valid on one transaction per card/order during the offer period and is valid till 31st March 2025. The scheme is available in selected outlets only. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

For dealer details scan the QR Code

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

বিয়ে রুখল প্রশাসন

বেলাকোবা, ১৭ মার্চ : প্রেমিকের বয়স ২০ বছর হলেও প্রেমিকার মাত্র ১৬ বছর। সে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। দুজনের মধ্যে তিন বছরের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ককে বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রশাসন খবর পেয়ে যাওয়ায় সেই বিয়ে ঠেকানো হয়েছে। বেলাকোবার স্টেশন কলোনি এলাকার ঘটনা।

ওই তরুণ রবিবার রাতে শিকারপুরের সাহেববাড়ির বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। গোপনে হতে চলা সেই বিয়ের খবর রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের কাছে পৌঁছোয়। এলাকার যুগ্ম বিডিও সৌরভ মণ্ডলের নির্দেশে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার প্রেমিকের বাড়িতে যায়। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটির নোডাল অফিসার নীলিমা রায় অধিকারীও সঙ্গে ছিলেন। তিনি জানান, মেয়েটিকে বাড়ি থেকে তুলে আনার খবর তাঁদের কাছে ছিল। পরে দুই পরিবারের অভিভাবকদের পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে থানার ওসি কেসাং টি লেপচা ও শিকারপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি নারায়ণ বসাকের উপস্থিতিতে আলোচনা চলে। ওসি বলেন, 'ছেলের মা ও মেয়ের বাবা মুচলেকা দিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন।' যুগ্ম বিডিও বলেন, 'আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছিলাম। সেইমতো পদক্ষেপ করা হয়। প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করে বিয়ে ঠেকানো হয়েছে।'

গ্রেপ্তার ১

ধূপগুড়ি, ১৭ মার্চ : বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করল। ওই নাবালিকাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, হোলির দিন গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষম ওই নাবালিকাকে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী এক তরুণ ধর্ষণ করে। কাউকে এবিষয়ে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার পর ওই নাবালিকা অসুস্থবোধ করায় বাড়িতে সবকিছু জানিয়ে দেয়। এরপর সোমবার মেয়েটির পরিবার ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।'

দেহ উদ্ধার

রাজগঞ্জ, ১৭ মার্চ : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর। রবিবার রাত নয়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে আমবাড়ি-ফালাকাটার বিজনেস কলোনিতে। মৃতের নাম অনু শিকদার (১৪)। সে আমবাড়ি চিন্তামোহন হাইস্কুলে পড়ত। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে শোয়ার ঘরে অনুর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাকে উদ্ধার করে পুলিশের পেট্রলিং ভ্যানে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক অনুকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সওয়ারি উৎসব

বড়দিঘি, ১৭ মার্চ : গোপবাড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সওয়ারি উৎসব পালিত হল মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তদিঘি কুমারপাড়া এলাকায়। দোলপূর্ণিমার পরে ওই উৎসব হয়। দোলের দিন রাধাকৃষ্ণ পালকিতে সওয়ার হয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পৌঁছে যান গোপবাড়িতে। আগে পালকির সংখ্যা ১৫ থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি পালকিতে রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাধাকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের পর কীর্তনে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা। কয়েকদিন ধরে চলবে ওই কীর্তন।

আমাদের পরীক্ষা শেষ... সোমবার আবির খেলায় মেতেছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। ছবি : রহিদুল ইসলাম

ট্রেনের স্টপের দাবি জোরালো ধূপগুড়িতে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ মার্চ : রেল পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে ধূপগুড়ির মানুষের মনে। ট্রেনের স্টপ নিয়ে বঞ্চনার কারণেই মূলত ক্ষোভ। আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমেই গুরুত্ব বাড়ছে ধূপগুড়ির। তাই স্থানীয় নানা মহলের দাবি, যত শীঘ্র সম্ভব এখানে বন্দে ভারত সহ রাতের শিয়ালদাগামী ট্রেনের স্টপ দেওয়া হোক।

ধূপগুড়িতে সবচেয়ে বড় দুটি দাবি হল দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেসের মতো শিয়ালদাগামী রাতের ট্রেন এবং অসমগামী বন্দে ভারতের মতো হাইস্পিড ট্রেনের স্টপ। এছাড়া নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসের স্টপের দাবিও কয়েক দশকের। সাম্প্রতিককালে ধূপগুড়ি স্টেশনের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে অমৃত ভারত স্টেজ টু প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও সেই কাজের শ্লথগতি নিয়ে ক্ষোভের অন্ত নেই। ধূপগুড়ি থেকে কলকাতাগামী সর্বশেষ ট্রেন সন্ধ্যার সরাইঘাট এক্সপ্রেস। সন্ধে ৬টা নাগাদ ধূপগুড়ি ছেড়ে যাওয়া সরাইঘাটের স্টপ চালু হয়েছিল ২০২৩ সালের ২ মে। সেই ট্রেন হাওড়া পর্যন্ত চলে। ধূপগুড়িতে দাবি রয়েছে রাত ৮-৯টা নাগাদ এমন ট্রেনের স্টপ যা শিয়ালদা পর্যন্ত চলে।

ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত বলেন, 'নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসের স্টপ না মেলায় আমরা হতাশ। দার্জিলিং মেল আমরা পাব না। পদাতিকের মতো নতুন প্রস্তাবিত মদনমোহন এক্সপ্রেসও শুনছি অন্য রুটে চলবে। ধূপগুড়ির মতো এলাকায় রাতের শিয়ালদাগামী ট্রেন চালু না হলেই নয়।'

> ধূপগুড়ির কোনও সংগঠন বা সংস্থার তরফে বন্দে ভারত বা রাতের ট্রেন নিয়ে আমার কাছে কোনওদিন দাবি জানানো হয়নি। সরাইঘাটের স্টপের দাবি জানানো হয়েছিল, সেটা করে দিয়েছি। বন্দে ভারত বা রাতের ট্রেন নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেলে আদায়ের চেষ্টার কসুর রাখব না।
>
> **-জয়ন্তকুমার রায়**
> *সাংসদ, জলপাইগুড়ি*

জেলা সহ গোটা উত্তরবঙ্গের আলুকেন্দ্রিক বিশাল আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র ধূপগুড়ি। বাৎসরিক দুই হাজার কোটি টাকার এই কারবারের বড় অংশ হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে। সেজন্যে ধূপগুড়ি থেকে অসমে ব্যবসায়িক কারণে বহু মানুষের নিত্য যাতায়াত। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হওয়ায় এই ট্রেনের স্টপ নিয়ে আশা জেগেছিল ধূপগুড়ির মানুষ বিশেষ করে আলু কারবারিদের মনে। ২০২৩ সালের ২৯ মে এনজেপি-গুয়াহাটি বন্দে ভারতের যাত্রা শুরুর দিনে ধূপগুড়িতে স্টপ দেওয়ায় এই ট্রেন ঘিরে আশার পারদ তুঙ্গে উঠেছিল। তবে পরে আর স্টপ পায়নি ধূপগুড়ি। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'বন্দে ভারতের মতো ট্রেনের স্টপ পেলে আমাদের দারুণ উপকার হয়। বহু ব্যবসায়ী আছেন, যাঁরা অসমগামী ট্রেন না পেয়ে বাধ্য হন ব্যক্তিগত গাড়িতে যাতায়াত করতে।'

ধূপগুড়ি স্টেশনে বন্দে ভারতের স্টপের দাবি রেলের নজরে আনা হয়নি এমনটাও নয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ক কমিটিতে ধূপগুড়ি থেকে একমাত্র প্রতিনিধি তথা ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেবাশিস দত্তর কথায়, 'এনজেপি এবং নিউ কোচবিহারের ঠিক মাঝামাঝি ধূপগুড়িতে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপ কতটা দরকারি, তা রেল কর্তৃপক্ষকে লিখিত জানিয়েছি। সেটা রেল কীভাবে দেখছে জানি না। তবে এই ট্রেনটির স্টপ ধূপগুড়ির পক্ষে ভীষণ জরুরি।'

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়কে প্রায়ই দেখা যায় রেল সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নিয়ে সোচ্চার হতে এমনকি নানা কাজ করতে। রেল পরিষেবা নিয়ে ধূপগুড়ির ক্ষোভ ও দাবি সম্পর্কে সাংসদ বলেন, 'ধূপগুড়ির কোনও সংগঠন বা সংস্থার তরফে বন্দে ভারত বা রাতের ট্রেন নিয়ে আমার কাছে কোনওদিন দাবি জানানো হয়নি। সরাইঘাটের স্টপের দাবি জানানো হয়েছিল, সেটা করে দিয়েছি। বন্দে ভারত বা রাতের ট্রেন নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেলে আদায়ের চেষ্টার কসুর রাখব না।'

এবার নিমতিতে গন্ডারের আবাস

আলিপুরদুয়ার, ১৭ মার্চ : বক্সার জঙ্গলে থাকবে গন্ডার। বাঘবনে হাতি, বাইসনের সঙ্গে সহাবস্থান করবে জলদাপাড়ার গন্ডারও। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। আপাতত একেবারে প্রাথমিক কিছু কাজ হয়েছে। আরও কয়েকটি কাজের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে অরণ্য ভবনে। তবে কবে জলদাপাড়ার গন্ডার এই জঙ্গলে আসবে, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। বনকর্তাদের কাছেও এই নিয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নেই।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজের এই নিয়ে বক্তব্য, 'সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম-এর (সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকারের টাকায়) আওতায় প্রোজেক্ট রাইনো বলে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে বক্সায়। ডিপিআর অনুযায়ী কাজের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ধীরে ধীরে কাজ শেষ হলে বন দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হবে, এরপরই গন্ডার আনা হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় চিলাপাতা ও জলদাপাড়ায় গন্ডার রয়েছে। এই দুই জঙ্গলের খুব কাছেই কোচবিহার জেলায় পাতলাখাওয়া। সেখানে গন্ডারের আবাসস্থল তৈরির কাজ চলছিল। ২০১২ সাল থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে। তবে এখনও ওই প্রকল্প নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পাতলাখাওয়ায় গন্ডারের আবাসস্থলের ভবিষ্যৎ কী, বনকর্তারা বলতে পারছেন না। গন্ডারের আবাস হিসেবে বন দপ্তর বিকল্প জায়গার কথা ভাবা শুরু করে। সমীক্ষায় উঠে আসে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের নিমতি রেঞ্জে গন্ডারের আবাসস্থল তৈরি করা যেতে পারে। সেই প্রস্তাবে ওপর মহলের সম্মতি পাওয়ার পর নিমতির জঙ্গলে গন্ডারের আবাসস্থল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডার শুমারি হয়েছে। সেই শুমারির ফল বন দপ্তরের কাছে আশাব্যঞ্জক।

তদন্ত শুরু

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : সদ্যোজাত মৃত্যুর ঘটনায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করল। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অপরিণত ওই শিশুর ওজন ৪৫০ গ্রাম ছিল। একদিকে ওজন কম ও প্রসূতির শারীরিক কয়েকটি সমস্যা থাকায় অবশেষে সদ্যোজাতটি মারা যায়। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, শিশুটির মৃত্যুর আগে তার পরিবারকে সে মারা গিয়েছে বলা হয়নি। তাই মৃত্যু শংসাপত্র ইস্যু করা হয়নি। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'আমি সমস্ত রিপোর্ট দেখেছি। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি নেই। স্বাভাবিকের থেকে ওই শিশুটির ওজন অনেক কম ছিল। তাও এসএনসিইউতে রেখে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। মৃত্যুর আগে কোনও শংসাপত্র ইস্যু হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'এসব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার একটি তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করে জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে পাঠাব।'

নাগরাকাটা শিবচু ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ফের হাতির তাণ্ডব

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ মার্চ : জোড়া হাতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড স্কুল ভবন। রবিবার গভীর রাতে নাগরাকাটার শিবচু ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। পরিস্থিতি এমন যে মিড-ডে মিল থেকে শুরু করে পঠনপাঠন কার্যত শিকেয় ওঠার জোগাড়। চাপড়ামারির জঙ্গল ঘেরা ওই সরকারি স্কুলটি এনিয়ে এক সপ্তাহে দু'বার হাতির হামলার শিকার হল। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। প্রধান শিক্ষক শিবু সুনুয়ার বলেন, 'ভয়ংকর পরিস্থিতি। ছাত্রছাত্রীদের বসার ডেস্ক, বেঞ্চ থেকে শুরু করে মিড-ডে মিলের বাসন কোনওকিছুই অক্ষত নেই। রান্নাঘর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। কীভাবে পড়াশোনা ও মিড-ডে মিল চলবে তা বুঝতে পারছি না।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, গত বছর ৯ নভেম্বর সেখানে একবার হাতির হামলা হয়। তখন হাতি অফিস ঘরটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর চলতি বছরে ৯ মার্চ দ্বিতীয় দফার হামলা হয়। সেদিন রান্নাঘরটি ভেঙে দেয়। এরপর ওই ভাঙা ঘর জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে একদিকে রান্নাবান্না ও আরেক অংশে পড়ুয়াদের বসে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু রবিবার রাতে জোড়া হাতির হামলায় সব তছনছ হয়ে যায়। উমেশ গিরি নামে এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'সম্প্রতি এলাকায় হাতির অত্যাচার চরমে উঠেছে। খুব তাড়াতাড়ি বন দপ্তরের এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

বিদ্যালয় সূত্রে খবর, ওইদিন রাতে রান্নার হাঁড়ি, কড়াই সহ অন্য বাসন হাতি তছনছ করে দিয়েছে। পাশপাশি হাতি দুটি পড়ুয়াদের জন্য রাখা আলু, সয়াবিন, মশুর ডাল, লবণ, ফুলকপি ও বাঁধাকপি সাবাড় করেছে। রান্নাঘরের পেছনে একটি কিচেন গার্ডেন তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে মুলো, পেঁয়াজ, রসুন, গাজর ও বেগুন গাছ পদপিষ্ট করেছে। স্কুলটির জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে দিয়েছে। সংলগ্ন বন দপ্তরের বিট অফিস থেকে সেখানে পাইপযোগে জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সেসব জলের পাইপ ও কল হাতি ভেঙে ফেলেছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পুনম ওরাওঁয়ের কথায়, 'প্রত্যন্ত এলাকাটির দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার একমাত্র অবলম্বন এই স্কুল। এভাবে বারবার হাতির হামলা চলতে থাকলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। আশা করছি বন দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ করবে।'

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল। -সংবাদচিত্র

যা ঘটেছে

- চলতি বছরে ৯ মার্চ দ্বিতীয় দফার হামলা হয়
- সেদিন হাতিটি রান্নাঘর ভেঙে দেয়
- ভাঙা ঘর মেরামত করে একদিকে রান্নাবান্না ও আরেক অংশে পড়ুয়াদের বসে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হয়
- রবিবার রাতে জোড়া হাতির হামলায় সব তছনছ

ভিড়ের মাঝে।। জল্পেশ মন্দির প্রাঙ্গণে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির সঞ্জয়কুমার লালা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নাবালিকার খোঁজ

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : নাবালিকা নিখোঁজ বলে অভিযোগ জমা পড়ার প্রায় ছয় ঘণ্টার মধ্যে কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করল। বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই নাবালিকাকে শহর সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই নাবালিকার মা বললেন, 'এক তরুণের সঙ্গে মেয়ের এক বছরের সম্পর্ক বলে ও আমাকে জানিয়েছে। ওই তরুণ গাড়ি নিয়ে বাড়ির সামনে এসে ফোন করার পর মেয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমরা ঘটনাটি টের পাইনি।' পরিবারের তরফে অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

ছোট তারা

বানারহাটের বাসিন্দা দয়িতা মৈত্র বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-১'এর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি গান, নাচ এবং হাতের কাজে সমান পারদর্শী ওই খুদে। স্কুল এবং স্থানীয় ক্লাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেকবার পুরস্কৃত হয়েছে।

কামতাপুর আন্দোলনকে কটাক্ষ উদয়নের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ মার্চ : পৃথক কামতাপুর রাজ্য চেয়ে নতুন করে আন্দোলন সংগঠিত করতে চাইছেন দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সদস্যরা। গত রবিবার অসমের হালাকুড়ায় কামতাপুর ছাত্র সংগঠন ও সেখানকার কোচ রাজবংশী জনজাতিকে নিয়ে সভাও করেছেন তাঁরা। ওই সভায় যে সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বংশপরিচয় নিয়ে এবার কটাক্ষ করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীকে পালটা তোপ দেগেছেন রাজপরিবারের উত্তরাধিকারিরাও। কোচবিহার রাজপরিবারের প্রতি উদয়নের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা।

উদয়ন বলেছেন, 'কোচবিহারের ভারতভুক্তি চুক্তিতে রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সই করেছিলেন। তাহলে রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ বড় নাকি কুমার জীতেন্দ্রনারায়ণ বড়? কেউ নামের পাশে ভূপবাহাদুর লাগিয়ে দিলেই রাজা হয়ে যান না! আর এরা নিজেদেরকে রাজ পরিবারের সদস্য বলে আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। কিন্তু আসল রাজার সঙ্গে এদের আত্মীয়তা দূরবিন দিয়েও দেখা যাবে না।'

পৃথক রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন, কেপিপি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠন। এবার একই দাবিতে সামিল হয়েছেন কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সদস্যরাও। সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁরা দাবিপত্র দিয়ে এসেছেন। আগামী দিনে আন্দোলনের রূপরেখাও তৈরি করছেন। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল।

রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে উদয়নের খোঁচা, 'আসলে সমাজে এদের কোনও মূল্য নেই। তাই নিজেদের রাজ পরিবারের সদস্য বলে আলাদা রাজ্যের দাবি করেন। এসব করে কোনও লাভ হবে না। সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো গুরুত্বহীন। নগেন রায় সহ হাতিঘোড়া গেল তল, এখন জীতেন মহারাজ বলে কত জল।'

উদয়নের এই কটাক্ষের পালটা জবাব দিতে ছাড়েননি দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জীতেন্দ্রনারায়ণ। তিনি বলেছেন, 'উদয়ন বামপন্থী নেতা কমল গুহর ছেলে। যে কমল গুহ একসময় রাজবংশীদের রক্তে স্নান করবেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। কোচবিহারের ইতিহাসকে তিনি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন। উদয়ন তো তারই সুযোগ্য সন্তান। ফলে তার থেকে এর বেশি আমরা কী আশা করব?'

তাঁর সংযোজন, 'উদয়ন এসব বলবেন এটাই স্বাভাবিক। ফলে তাঁর কথার উত্তর দেওয়া মানে আমাদের রাজ ঐতিহ্যকে অসম্মান করা।'

তিস্তার চরে তরমুজের ফলন নজর কাড়ছে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৭ মার্চ : ২০২৩-এ সিকিম লেক বিপর্যয়ের পর হড়পায় ভেসেছিল সেনাছাউনি। সেখান থেকে ভেসে আসা গোলাবারুদ মিলছিল তিস্তা নদীর পাশের ময়নাগুড়ি সহ নানা এলাকায়। দুর্ঘটনা এড়াতে সেজন্য গত বছর তিস্তার চরে তরমুজ চাষ করা হয়নি। কিন্তু এ বছর ময়নাগুড়ির তিস্তা লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় ফের ব্যাপক হারে তরমুজের চাষ হয়েছে। ফলনও হয়েছে নজরকাড়া।

তরমুজ অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গ্রীষ্মকালীন সুস্বাদু রসালো ফল। তীব্র গরমে পুষ্টিগুণে ভরা এই ফল দেহ-মনে প্রশান্তি আনে। বৈশাখের চাঁদিফাটা রোদে মানুষের ক্ষণিক স্বস্তি ও ডিহাইড্রেশনমুক্ত হতে ভরসা তরমুজ। এর জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই প্রায় দুই দশক আগে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশে তিস্তার চরে শুরু হয়েছিল তরমুজ চাষ। পরবর্তীতে তিস্তা ঘেঁষা ধর্মপুর, পদমতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও বালির চরে বিঘার পর বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করা হয়। এ বছর তার ব্যতিক্রম হয়নি। মূলত পোখরাজ ও বেঙ্গল টাইগার এই দুই প্রজাতির তরমুজ চাষ চলছে। গত বছরের নভেম্বরের শেষ দিকে হায়দরাবাদ থেকে আনা বীজ লাগানো হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি গাছেই ফলন শুরু হয়েছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ কিংবা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফলন ওঠা শুরু হবে।

ময়নাগুড়ির বার্নিশে তিস্তা নদীর চরে তরমুজ চাষ।

ময়নাগুড়িতে তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় উৎপাদিত তরমুজের গুণমান অত্যন্ত ভালো হওয়ায় ভিনরাজ্যে এর ব্যাপক চাহিদা। কালচে সবুজ ধরনের ছোট আকারের ফলন হওয়া পোখরাজ তরমুজের স্থানীয় বাজারে ভালো চাহিদা। অপেক্ষাকৃত হালকা সবুজ রংয়ের যথেষ্ট বড় আকারের বেঙ্গল টাইগার তরমুজের ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই প্রজাতির তরমুজ ওজনে ১৮-২০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাইকারদের হাত ধরে ৭-৮ টাকা কেজি দরে সেই তরমুজ ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়।

তিস্তার চরের তরমুজচাষি সঞ্জয় কীর্তনিয়া, সুজিত কীর্তনিয়ারা জানান, এ বছর তাঁরা প্রায় ৯০ বিঘা জমিতে তরমুজের চাষ করেছেন। এখন অবধি যে ফলন হয়েছে তাতে ভালো লাভের ব্যাপারে উভয়েই আশাবাদী। ওই এলাকার তরমুজচাষি প্রকাশ ব্যাপারী বলেন, 'সবজি চাষের তুলনায় তরমুজ চাষের খরচ অনেকটাই বেশি। চাষের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'মাস সময় দরকার। এবছর ফলন বেশ ভালোই হয়েছে।' একই সুর শোনা গেল আরেক চাষি শংকর সরকারের গলাতেও।

এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'তিস্তার চরে উৎপাদিত তরমুজের সুনাম রয়েছে। এই চাষে উৎসাহিত হয়ে এখন বহু মানুষ আয়ের মুখ দেখছেন।'

কম্বল বিতরণ

নাগরাকাটা, ১৭ মার্চ : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইচ্ছেডানার তত্ত্বাবধানে ও ইফকোর সহযোগিতায় কম্বল বিতরণ করা হল। সোমবার নাগরাকাটা ব্লকের ক্যারন চা বাগানের কারি লাইনে ৩০০ স্থানীয় শ্রমিকের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ওই এলাকাটিতে মূলত অসুর জনজাতিদের বসবাস। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁরা নিজস্ব ঘরানার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন ইফকোর সিনিয়ার মার্কেটিং ম্যানেজার অজিত ভট্টাচার্য, ডিভিশনাল অফিসার দেবাশিস মণ্ডল প্রমুখ।

রূপশ্রীর টাকা না পেয়ে মারধর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : রূপশ্রীর টাকা পায়নি মেয়ে। এমন অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিসে তুলকালাম কাণ্ড ঘটালেন বাবা। পঞ্চায়েতের এক কর্মীকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।

ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যান বিডিও। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। অবশেষে পুলিশ গিয়ে আটক করেছে এনামূল হক নামে এক ব্যক্তিকে।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। জানা গিয়েছে, এনামূল মদ্যপ অবস্থায় পঞ্চায়েত অফিসে যান। সেখানে গিয়ে মেয়ে রূপশ্রীর টাকা কেন পায়নি বলেই কর্তব্যরত এক পঞ্চায়েত কর্মীর গায়ে হাত তোলেন। এমন খবর পেয়ে পঞ্চায়েত অফিসে আসেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার। কিন্তু তাঁর পক্ষেও কোনওভাবেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এরপর বাধ্য হয়ে বিডিও পুলিশকে খবর দেন।

এবিষয়ে বিডিও বলেন, তাঁর মেয়ে রূপশ্রীর টাকা পাননি এমন অভিযোগ তিনি আগে কখনও করেননি। উলটে মদ্যপ অবস্থায় পঞ্চায়েতের এক কর্মীকে মারধর করেন। আমাকেও হুমকি দেন। পুলিশকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি পারভিনের বক্তব্য, রূপশ্রীর টাকা না পাওয়ার বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। লকডাউন সময়ের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। যদিও আমরা ২০২২ সালে বোর্ড গঠন করেছি। তবুও আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। একজনকে আটক করা হয়েছে। এবিষয়ে ওই পঞ্চায়েতকর্মীর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এনামূলকে থানায় নিয়ে আসার সময় তিনি বললেন, আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে লকডাউনের সময়। এখনও ওই প্রকল্পের টাকা পায়নি। তাই পঞ্চায়েত অফিসে ওই ব্যাপারে জানতে গিয়েছিলাম। এছাড়া আমি কিছু করিনি।

নিউ মার্কেট সংস্কার

ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেট সংস্কারের জন্য ২৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য। সোমবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

আর্জি খারিজ

বগটুই গণহত্যা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেনের জামিনের আর্জি খারিজ করল হাইকোর্ট। এর আগে নিম্ন আদালতেও তাঁর আবেদন খারিজ হয়।

উদ্ধার শিশু

৫ মার্চ হাওড়া স্টেশন থেকে চুরি যাওয়া তিন বছরের শিশুকন্যাকে রাজস্থান থেকে উদ্ধার করা হল। রাজ্য পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

কেস ডায়েরি

কৃষ্ণনগরে দুর্গামণ্ডপের পাশে তরুণীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারে সোমবার কেস ডায়েরি তলব করল হাইকোর্ট। চার্জশিটে ধর্ষণের ধারা যোগ করা হয়নি। তাই ফের তদন্তের আর্জি পরিবারের।

শিকড়ের খোঁজে আমেরিকা থেকে খড়দায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : স্বপ্নের মতো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি। বুকে চাপা অব্যক্ত বেদনা। মনে একরাশ কৌতূহল ও কিছু পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এসব কিছুকে সম্বল করে প্রায় অর্ধশতক পর সুদূর আমেরিকা থেকে ১৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায় নিজের শিকড় খুঁজে বেড়ালেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহিলা টেম্পরি টমাস।

১৯৭৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর লোকাল ট্রেন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন টেম্পরি। তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। কী নাম ছিল, তা স্মরণ নেই। একজন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে খড়দা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে সেই স্মৃতি হাতড়ে গেলেন খড়দায়। পুলিশ স্টেশনের পিছনের দরজা দিয়ে সেদিন ঢুকেছিলেন। সেখানে একটি কল ছিল। তাতে হাত-মুখ ধুয়েছিলেন। সেই স্মৃতি আজও টাটকা। থানায় দু'দিন কাটানোর পর তাঁকে হোমে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ঠাঁই হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এরপর 'ইন্টারন্যাশনাল মিশন অফ হোপ' নামে এক সংস্থার মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকার মিনেসোটায়। ওখানেই নতুন অভিভাবক পান তিনি। কালের প্রবাহে এগোয় জীবন। এখন তাঁর বছর ৫৬। বিবাহিতা টেম্পরির দুই মেয়ে আছে। তাঁরা হলেন এসতেলি ও অ্যাশলে।

হারিয়ে যাওয়া জীবনের খোঁজে বর্তমানে তাঁর সঙ্গী রেবেকা পিকক ও মানু এরিকসন। আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসার পর গুগল আর্থ-এর সাহায্যে খোঁজ করে খড়দায় যান। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করেন। কখনও-কখনও

খড়দার রাস্তায় সঙ্গী সহ টেম্পরি টমাস।

ঝলকের মতো ছোটবেলার নানা স্মৃতি মনে জানান দেয়। নিজের পরিবার সম্পর্কে খুব একটা মনে নেই। তবে তাঁর বাবা যে বিড়ি কারখানায় কাজ করতেন, তা মনে আছে। ছিল এক দিদি ও দাদা। দাদা খানিকটা তোতলা ছিলেন। একবার মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি গিয়েছিলেন ডবল-ডেকার বাসে চেপে। ফেরার সময় পাঁচিল-ঘেরা একটি বড় চার্চের পাশ দিয়ে এসেছিলেন, সেইসব মনে আছে। যেমন মনে আছে ব্যারাকপুরের চিড়িয়া মোড়, খড়দা রেলস্টেশনের কথাও।

টেম্পরি বর্তমানে বাড়িঘর পরিষ্কার করার ব্যবসা চালান। দেশের প্রতি তাঁর এই টানের অন্যতম অনুপ্রেরণা অমিতাভ বচ্চন। আমেরিকায় থাকাকালীন তাঁর বাড়ির পাশের একটি দোকান থেকে অমিতাভ বচ্চনের শোলে, কুলি, অমর-আকবর-অ্যান্টনি ছবির ক্যাসেট কিনে দেখতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বছর বারো। তখন থেকেই ঠিক করেছিলেন সুযোগ পেলে দেশে গিয়ে মা-বাবাকে খুঁজবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অস্ট্রেলীয় লেখক সারো ব্রিয়ারলির 'এ লং ওয়ে হোম' বইটির কথা বলেন। লেখকও শৈশবে হারিয়ে গিয়েছিলেন। পরে ঠাঁই হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি ২৫ বছর পর ভারতে এসে জন্মদাত্রী মায়ের খোঁজ পেয়েছিলেন। এই বিষয়ে পরিচালক গ্রথ ডেভিডস ২০১৬ সালে 'লায়ন' নামে একটি ছবিও করেছিলেন।

বাংলায় এলেও বাংলা ভাষাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলেছেন টেম্পরি। ভাষা ভুললেও অতীতকে ভোলেননি। সেই ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি নিয়েই মা-বাবা, দাদা-দিদিদের খুঁজতে এতদিন পর ফের এসেছেন বাংলায়। এবার খোঁজ না পেলে আগামী বছর ফের আসবেন। না পাওয়া অবধি নিরন্তর চলবে এই খোঁজ।

নিউ মার্কেটের সামনে ইফতার। সোমবার বিকেলে। -আবির চৌধুরী

ফুরফুরা শরিফের উন্নয়নে বহু প্রকল্প মমতার

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিন থেকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত কেটেছে ধর্ম-যুদ্ধ নিয়ে। এই আবহেই গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন ফুরফুরার পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। ঠিক তারপরই সোমবার বিকালে ফুরফুরা শরিফে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক করলেন তাঁর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন আইএসএফ বিধায়ক

ফুরফুরা শরিফে ইফতারে মমতা।

নৌশাদ সিদ্দিকীও। ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠকের পর নৌশাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপর ফুরফুরা শরিফের জন্য একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করলেন মমতা।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে সংখ্যালঘু ভোটের একটি বড় অংশ তৃণমূলের পক্ষে যাচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনেও সংখ্যালঘু ভোটের ৩১.৫ শতাংশ তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট নিয়ন্ত্রণে যে পীরজাদাদের ভূমিকা থাকে বলে মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে ত্বহা সিদ্দিকী অন্যতম। এদিন মূলত তাঁর আমন্ত্রণেই মুখ্যমন্ত্রী ফুরফুরা গিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই ফুরফুরার অনুষ্ঠান থাকার জন্য তিনি সেখানকার অন্যতম পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকীকেও আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণ মেনে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বেলা তিনটের মধ্যেই পৌঁছে যান নৌশাদ। বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে ইফতার পার্টিতে যোগ দেন। ধর্মগুরুদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'এখানে একটি বাসস্ট্যান্ড ও পলিটেকনিক কলেজ করার দাবি আমার কাছে এসেছে। আমি দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি। দ্রুত এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে।'

এদিন দিল্লি যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছর ভোটের আগে ফুরফুরা শরিফ যান। ২০১৬ সালেও গিয়েছিলেন। মাঝে পাঁচটা বছর ফুরফুরার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এবার চাপে আছেন। তাই আবার গিয়েছেন।' নৌশাদকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারের লড়াই ছেড়ে যেদিন নৌশাদ চলে গিয়েছিলেন সেদিনই মানুষ বুঝে গিয়েছেন, তিনি আসলে তৃণমূলের বি টিম।'

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে হিন্দু তাস খেলছেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার মোকাবিলা করার জন্য হিন্দু এবং মুসলিম দুই তাসই খেলতে হবে। আগামী অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে। পয়লা বৈশাখ কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হবে। এই দুটি বড় প্রকল্প করে মুখ্যমন্ত্রী যেমন হিন্দু ভোটারদের কাছে 'আমি তোমাদেরই লোক' প্রমাণ করতে চাইছেন, তেমনই সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক অটুট রাখতে বেছে নিয়েছেন ফুরফুরা শরিফকে। গত কয়েকটি বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী প্রকাশ্যে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ রুখতে মমতার একদিকে যেমন লক্ষ্য দিঘার জগন্নাথ মন্দির, অন্যদিকে লক্ষ্য ফুরফুরা শরিফ।

দিল্লিতে সুকান্তর বাসভবনে বৈঠকে বঙ্গ বিজেপি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

দখলদার উচ্ছেদে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি শংকরের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)-র অধীনে থাকা জমি থেকে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ ইস্যুতে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানাল বিজেপি। বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও দখলদারদের উচ্ছেদ নিয়ে কোনওরকম তৎপরতা দেখাচ্ছে না পুলিশপ্রশাসন। সোমবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় এসজেডিএ-র অধীনে

এসজেডিএ নিয়ে সরব

থাকা জমিতে বেআইনি দখলদারির বিষয়ে সরকারের কাছে কোনও তথ্য আছে কি না তা জানতে চান শংকর। তিনি আরও বলেন, 'বেআইনি দখলদারি নিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভাতেই এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।' সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে জমি উদ্ধারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানান তিনি। পরে বিধানসভার বাইরে শংকর বলেন, 'মাটিগাড়া, কাওয়াখালি, গজলডোবা, নকশালবাড়িতে একের পর এক জমি দখল করে তৃণমূলের নেতারা ব্যবসা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রং না দেখে দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে এবং গ্রেপ্তার করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পর কয়েক মাস কেটে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। বরং ঘুরপথে দখলদারদের ওই জমি লিজ দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে। এবিষয়ে সরকার অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ না করলে এবং শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তা না জানালে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি। যদিও বিধানসভায় শংকরের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই মাটিগাড়ায় জমি দখলদারিদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপরও যদি নির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ থাকে তা জানালে অবশ্যই পদক্ষেপ করবে সরকার।' ঘুরপথে লিজ দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্য সরকারের জমি নীতি অনুযায়ী এক ছটাক জমি কাউকে লিজ দিতে গেলে তা নিলাম করে মন্ত্রীসভার অনুমোদন নিয়ে তবেই তা করা যাবে। ফলে এভাবে লিজ দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

এদিন পুর বাজেট বিতর্ক বয়কট করে বিধানসভায় আম্বেদকরের মূর্তির নীচে ধর্নায় বসেন বিজেপি বিধায়করা। উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'অবিলম্বে উত্তরবঙ্গের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে উদ্যোগী হতে হবে রাজ্য সরকারকে। আলাদা ক্যানসার ও আইডি হাসপাতাল তৈরি করতে হবে।' অভিযোগ, মেডিকেল কলেজগুলি থেকে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের বদলি করে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে।

দিল্লিতে বৈঠক

হাজির শুভেন্দু, সমন্বয়ের চেষ্টা সুকান্তর বাসভবনে

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : জল্পনা উসকে বিধানসভায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে আমন্ত্রণ জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর আমন্ত্রণে মঙ্গলবার বিধানসভায় যাবেন দিলীপ। রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার মুখে সোমবার জরুরি তলবে দিল্লি গিয়েছেন শুভেন্দু। দিল্লিতে এদিন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বাড়িতে সন্ধ্যায় রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন শুভেন্দু। এদিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে তিনি একাই দেখা করেন। পরে গভীর রাতে কলকাতায় ফেরার কথা তাঁর।

চলতি মাসের শেষেই রাজ্যে আসছেন অমিত শা। শা-র সফরের আগেই বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। জরুরি তলব পেয়ে দিল্লি গিয়েছেন শুভেন্দু। দিল্লিতে রাজ্য সভাপতি সুকান্তর বাড়িতে বৈঠকে নতুন রাজ্য সভাপতির নাম নিয়েই চর্চা হয়। সেই বৈঠকের পরই অমিত শা-র সঙ্গে সুকান্ত, শুভেন্দুর দেখা করার কথা। এই আবহে মঙ্গলবার বিধানসভায় দিলীপকে শুভেন্দুর আমন্ত্রণে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এদিন দিল্লিতে বৈঠক শেষে সুকান্তর বাসভবনে নৈশভোজ সারেন তাঁরা। সুকান্ত জানিয়েছেন, 'এটা রুটিন বৈঠক, এবার থেকে সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সাংসদদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে এরকম বৈঠক নিয়মিত করা হবে। এর মধ্যেই দিল্লিতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর শুভেন্দু ও রাজ্য নেতৃত্বের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন দিলীপ। সেই সময় একবার আচমকাই বিধানসভায় হাজির হন দিলীপ। কিন্তু বিধানসভায় গিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের ঘরে একজন বিজেপি বিধায়ককেও দেখতে না পেয়ে বাধ্য হয়েই বিধানসভার সাংবাদিকদের ঘরে গিয়ে বসতে হয়েছিল দিলীপকে। সেই যাত্রায় তাঁর বিধানসভা সফর সুখকর না হলেও পরে দিলীপের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিধানসভায় তাঁকে আমন্ত্রণ করে বিরোধী দলনেতার ঘরে জন্মদিন পালন করা হয়। কিন্তু এবার আচমকা দিলীপকে বিধানসভায় আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে নতুন কোনও রাজনৈতিক সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল। দিলীপ বলেন, 'প্রতি বছরই আমি একবার করে বিধানসভায় যাই। দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করা ও সৌজন্য বিনিময়ই এর উদ্দেশ্য।' তবে মুখে দিলীপ যাই বলুন না কেন, হাওয়ায় ভাসছে বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে জল্পনা। সেই জল্পনায় শুভেন্দুর এই আমন্ত্রণ ঘি ঢালল বলেই মনে করছেন অনেকে।

অভিষেকের নির্দেশের পর তৎপরতা

নজরে উত্তরবঙ্গের তিন হাজার বুথ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে প্রায় ১৭ হাজার বুথে বিপুল ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল শাসকদল তৃণমূল। ওই কেন্দ্রগুলিকেই এবার পাখির চোখ করে সংগঠনে নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বুথগুলিতে দলের দুর্বলতা কাটাতে পারলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ২৩৫টি আসন নিশ্চিত বলেই মনে করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কোন কোন বুথে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, তার তালিকাও জানিয়েও দিয়েছেন অভিষেক। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জের মতো বিধানসভা কেন্দ্রগুলি রয়েছে শাসকদলের নজরে। রাজ্যে ৮০,৪৯৯টি বুথের মধ্যে এই ১৭ হাজার বুথে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য বুথভিত্তিক কর্মী সম্মেলন করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক যে তালিকা জেলা নেতৃত্বকে দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ারের ১৮২টি বুথ, বালুরঘাটের ১৮১টি বুথ, গঙ্গারামপুরের ১৪১টি বুথ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ২৭৭টি বুথ, গোয়ালপোখরের ১৩২টি বুথ, চাকুলিয়ার ১৪৩টি বুথ, করণদিঘির ১৮৭টি বুথ, কালিয়াগঞ্জের ২১২টি বুথ, রায়গঞ্জের ১৬৮টি বুথ। গত লোকসভা নির্বাচনে এই বুথগুলিতেই ব্যাপক ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তবে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, খাস কলকাতায় জোড়াসাঁকো ও চৌরঙ্গী আসনের বুথেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কারণ, গত লোকসভা নির্বাচনে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তাই বুথ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

গত শনিবারই ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক জানিয়ে দিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত ইলেক্টোরাল রুরাল সুপারভাইজার এবং টাউন ইলেক্টোরাল সুপারভাইজার তৈরি করা হচ্ছে। জেলাস্তরে কমিটি গঠনও ২০ মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বুথভিত্তিক রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। তার প্রেক্ষিতেই বুথভিত্তিক এই অভিযান চালানো শুরু হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালেই জেলা সভাপতিদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন অভিষেক। সন্দেহজনক কোনও কিছু মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের নজরে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রানাঘাট, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, আসানসোল, আলিপুরদুয়ারের মতো যেসব বিধানসভার বুথে ৫০টির বেশি ভোটে দল হেরেছে, সেখানে পরিস্থিতি আরও খতিয়ে দেখতে হবে। ওই বুথগুলিতে কীভাবে ভোটারদের ফেরানো যায়, তার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। শনিবারের বৈঠকে যেহেতু অঞ্চল সভাপতিরা ছিলেন না, তাই তাঁদের বৈঠকের নির্যাস এবং নির্দেশাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জেলা সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিলের মাঝামাঝি ফের জেলা, ব্লক নেতৃত্ব, রাজ্যস্তরে কোর কমিটি এবং সমস্ত জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে বৈঠকে বসতে পারেন অভিষেক। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ, কত ভূতুড়ে ভোটার ধরা পড়ল এই নিয়ে তিনি জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নেবেন। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও থাকার কথা রয়েছে। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে তৃণমূল যে এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা স্পষ্ট।

পুলিশের মারে মৃত্যু, হাইকোর্টে মামলা

কলকাতা, ১৭ মার্চ : পুলিশের মারে ৫৫ বছর বয়সি এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে গত জানুয়ারি মাসে উত্তাল হয়ে উঠেছিল কোচবিহারের হরিণচওড়া। এই ঘটনায় এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করল মহিলার পরিবার। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলা দায়ের করে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন করেন আইনজীবী শামীম আহমেদ। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হরিণচওড়া বাঁধের এলাকায় পুলিশের গাড়ির চালকের সঙ্গে মৃতার বড় ছেলে আমজাদ আলির বচসা বাধে। সেই ঘটনার জেরেই দু'দিন পর রাত ১২টা নাগাদ বিশাল পুলিশ বাহিনী আমজাদ আলির বাড়িতে হানা দেয়। পরিবারের তিন সদস্য আমজাদ আলি, তাঁর ভাই এমজাদ আলি ও তাঁর বাবা হাফেজ আলিকে আটক করে নিয়ে যায়। সেই সময় মৃতা আম্বিয়া বিবি বাধা দিতে গেলে পুলিশের মারে মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। আইনজীবী শামীম আহমেদ ও আইনজীবী রেশমা খাতুন বলেন, 'সার্কিট বেঞ্চ এখন বসবে না। এপ্রিল মাসে বসার কথা রয়েছে। তাই মূল বেঞ্চেই মামলা দায়েরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।'

শিয়ালদায় আগ্নেয়াস্ত্র

কলকাতা, ১৭ মার্চ : বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে শিয়ালদা স্টেশনে ধরা পড়ল এক দুষ্কৃতী। সোমবার ভোরে ডাউন হাটেবাজারে এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকার পরেই ধরা পড়ে সে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকে। আগাম খবর থাকায় রেল পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্সের তল্লাশিতে ওই ব্যক্তির ব্যাগ থেকে ৬টি দেশি বন্দুক ও ৮টি কার্তুজ উদ্ধার হয়। ওই দুষ্কৃতী জানিয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিহারের খাগাড়িয়ায় তৈরি। পাঠানো হয় মালদায়। তারপর শিয়ালদায়। কী কারণে এই অস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাগান বাঁচাতে কোর্টে

কলকাতা, ১৭ মার্চ : আমবাগান বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টে ছুটলেন মালদার ইংলিশ বাজার থানার সাঁকো পাড়ার এক বাসিন্দা। তাঁর আমগাছ কেটে ওই জমি কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন আবেদনকারী দীপক কুমার সরকার। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই মামলায় পুলিশকে নিরাপত্তা রক্ষার নির্দেশ দিলেন।

আবেদনকারীর অভিযোগ, মানিকচক থানা এলাকায় এনায়েতপুরে তাঁর জমি রয়েছে। সেই জমিতে আম বাগান রয়েছে। কিন্তু এনায়েতপুর মসজিদ কমিটির পাশে থাকা ওই জমি কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে কমিটি। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেনি পুলিশ। শেষ পর্যন্ত মামলাটির নিষ্পত্তি করে বিচারপতি জানান, দুই পক্ষের মধ্যে যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে তার পদক্ষেপ করতে হবে পুলিশকে।

মহিলাকে মারধরে উদ্বেগ বিচারপতির

কলকাতা, ১৭ মার্চ : পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের ঘটনায় মালদার চাঁচল থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলাকে মারধরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। চাঁচল থানা এলাকার ঘটনা শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, 'এটা চাঁচল থানার ঘটনা না? এইজন্য মালদায় ঝামেলা হচ্ছে এত! এখান থেকে উঠতে উঠতে এখন নেতাদের গায়ে ঠেকে গিয়েছে। পুলিশ যদি কাজ না করে, সেখানেই আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়।' এই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, দু'বছরের বেশি মামলাটি চলছে। তাই উপযুক্ত এক্তিয়ারভুক্ত বা বিচারবিভাগীয় আদালতের দ্বারস্থ হতে বলা হয়েছে যাতে যথাযথ ফলাফল পেতে পারেন আবেদনকারী। সংশ্লিষ্ট আদালতেই তাঁর সমস্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি (মেডিকেল ডকুমেন্ট) পেশ করতে বলা হয়েছে।

আবেদনকারী সায়রা খাতুন ও তাঁর স্বামীর সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা সংক্রান্ত একটি মামলা ২০২০ সাল থেকে মালদার চাঁচলের নিম্ন আদালতে বিচারাধীন ছিল। ২০২২ সালে ওই মামলার বিবাদী পক্ষের বেশ কয়েকজন আবেদনকারীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। আবেদনকারীর অভিযোগ, ২০২২ সালের ২ জুলাই বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, তখন অভিযুক্তরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

যাদবপুরে ১৭ দিন পর দপ্তরে উপাচার্য

কলকাতা, ১৭ মার্চ : সোমবার ফের দপ্তরে এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। কাজে যোগ দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, সহ উপাচার্য সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ঠিক হয়, সাম্প্রতিক আন্দোলনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে যে পরীক্ষাগুলি হয়নি সেগুলি দ্রুত নেওয়া হবে। পরীক্ষার দিনক্ষণও ঠিক হয়েছে। তবে এদিন বেশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না তিনি।

১ মার্চের ঘটনার ১৭ দিন পর এদিনই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন উপাচার্য। সকাল ১০.৫০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। এরপরই আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেন। সেখানে ঠিক হয় ২১, ২২ ও ২৮ মার্চ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক সাত্যকি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অধিকাংশই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরীক্ষা বাকি আছে। তিনি জানান, অধিকাংশ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খোলাই

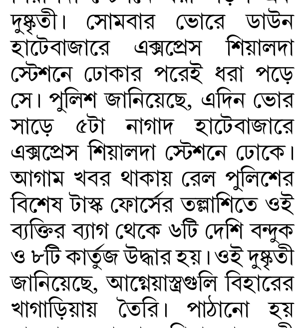

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। সোমবার।

হয়নি। বেশিরভাগ পড়ুয়াই পরীক্ষা দেননি। যদি দু-চারজন পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হবে। যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের আবার পরীক্ষা দিতে হবে কি না, তা নিয়ে তিনি কিছু বলেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক তৈরির কথা বলা হয়েছে। উপাচার্য বলেন, 'কর্মসমিতির বৈঠকে বিষয়টি তোলা হবে। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে এজন্য ৪ হাজার বর্গফুট জায়গা চেয়েছে পুলিশ। অত জমি আমাদের নেই।' আন্দোলনরত ছাত্রদের অন্যতম দাবি ছিল, কর্মসমিতির বৈঠক ডাকা। সেই বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কর্মসমিতির বৈঠক ডাকতে গেলে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। শীঘ্রই সরকারের কাছে এই বিষয়ে আবেদন করা হবে। অনুমতি মিললে কর্মসমিতির বৈঠক ডাকা হবে।' ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমিও ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাই। সরকারের কাছে এই নিয়ে বহুবার দাবি জানানো হয়েছে। অনুমতি মিললেই নির্বাচন হবে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ চৈত্র ১৪৩১

বিহারে পদ্ম-পথ

বিহারের গত নির্বাচনে নীতীশ কুমারের জেডিইউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবুও তিনি মুখ্যমন্ত্রী। গত ২০ বছর ধরে ওই পদে। যদিও এখন জনপ্রিয়তা তলানিতে। তবে মাস ছয়েক বাদে বিহারের বিধানসভা ভোটে জিতে ফের মুখ্যমন্ত্রী হতে তিনি আবার তৈরি হচ্ছেন। বিহারে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলও (আরজেডি) যথেষ্ট শক্তিশালী। নীতীশের শক্তি বিজেপির সঙ্গে জোট। তবে বিজেপি যে এবার মুখ্যমন্ত্রীর পদটি দখলে মরিয়া, তা নীতীশের কাছে স্পষ্ট।

ইতিপূর্বে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ওড়িশায় বিজু জনতা দলকে উৎখাত করেছে বিজেপি। অন্ধ্রপ্রদেশে জগন্মোহন রেড্ডিকে দূরে সরিয়েছে। বিহারেও সেই মিশন বিজেপির আছে, তা নীতীশের মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ বোঝেন না, তা নয়। কেননা, বিহারই একমাত্র হিন্দিভাষী রাজ্য, যেখানে বিজেপি এখনও সরকার তৈরিতে ব্যর্থ। এবারের ভোট তাই নীতীশের অগ্নিপরীক্ষা।

২০২০ সালের বিহার বিধানসভা ভোটে এককভাবে দুই তৃতীয়াংশ আসন পেলেও বিজেপি মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে দর কষাকষি করেনি। সেবার বিজেপি পেয়েছিল ৭৪টি আসন। জেডিইউ-র দখলে ছিল মাত্র ৪৩টি। মনে করা হয়েছিল যেহেতু বিজেপির বেশি বিধায়ক, তাই নীতীশের সমর্থন চাওয়া হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে নীতীশকেই সমর্থন করেছিল বিজেপি।

হরিয়ানায় ২০১৪ থেকে বিজেপি এককভাবে সরকার গড়ছে। ওড়িশায় ১৯৯৭ থেকে অপরাজিত নবীন পট্টনায়েককে হারিয়েছে। দিল্লিতে ২৭ বছর পর সরকার গড়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় অবশ্য তারা সাফল্য পেতে ব্যর্থ। উত্তরপ্রদেশে ১৯৯০-এর গোড়ায় প্রাথমিক সাফল্যের পরে ২০১২-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ। কিন্তু ২০১৪-র লোকসভা ভোটে তাদের সাফল্য চমকে দিয়েছিল। ৮০টি আসনের মধ্যে ৭৩টিতেই জিতেছিল।

গত বিধানসভায় তিনশোর বেশি আসন জিতেছে। একমাত্র বিহারে এককভাবে ভোটে লড়া এড়িয়েছে বিজেপি। বলা হয়, নীতীশের কুর্মি, কোইরি, কুশওয়াহ, ওবিসি ও দলিত ভোটব্যাংকের সমর্থন পেতে বিজেপি আত্মবিশ্বাসী নয় বলে একক ক্ষমতায় সরকার গড়েনি। অথচ বিহারের মতো উত্তরপ্রদেশও বর্ণবাদী রাজনীতির ঘাঁটি। তবে সেই মিথ ভাঙছে। ওবিসি ও দলিতদের একটি বড় অংশ এখন বিজেপিমুখী। এজন্য ২০১৭ ও ২০২২ সালে ওই রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়েছে।

কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে, ওবিসি ও দলিতরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়েছে। যার প্রভাবে উত্তরপ্রদেশে আসন কমে ৩৩-এ দাঁড়িয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিহারে বিজেপি উপযুক্ত মুখহীন। একসময় উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ওড়িশাতেও ছিল না। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি মুখ ছাড়াই লড়েছিল। ফল ঘোষণার পর যোগীকে মোদি-অমিত শা'রা বেছে নেওয়ায় প্রাথমিকভাবে সবাই অবাক হন। আজ যোগী বহুলপরিচিত।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো বিহারে বিজেপি এবার একা লড়ার দিকে এগোচ্ছে। নীতীশের অন্য বিরোধীরা বিহারে যথেষ্ট শক্তিশালী। সি-ভোটারের সর্বশেষ সমীক্ষায় তেজস্বী যাদব ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নীতীশের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বিহার এখনও দরিদ্রতম রাজ্য। মাথাপিছু আয় ৮১৩ টাকা, দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। বিহারের প্রায় ৫১.৯ শতাংশ মানুষ দরিদ্র।

যদিও এনআইটিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, নীতীশ আইনশৃঙ্খলা ও রাস্তাঘাটের উন্নতি করেছেন। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের প্রথম মেয়াদে তিনি মহিলা ও শিশুশিক্ষায় ভালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে থমকে যান। বিহারে এখনও কোনও বড় শিল্প হয়নি। প্রচুর বিহারবাসী আজও পরিযায়ী শ্রমিক। তেজস্বীর নেতৃত্বে মহাগঠবন্ধনে বিহার সাড়া দেয়নি। বিজেপি জোট মহাগঠবন্ধনের চেয়ে ০.০৩ শতাংশ ভোটে এগিয়েছিল।

বিজেপি জানে, এখন নীতীশের সঙ্গে গেলে ধাক্কা খেতে হতে পারে। তবে এককভাবে এগোলে কতটা সাফল্য মিলবে, সেটা নিয়ে ধন্দ পুরোপুরি কাটেনি বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের। তাই সম্ভবত সব রাস্তা খোলা রেখে এগোচ্ছে পদ্ম শিবির।

অমৃতধারা

দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, - তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে- তাই প্রায়ই রুগ্ন, কুটিল, ইন্দ্রিয়পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। শেষে অশান্তিতে সুখ-দুঃখ ডুবে যায়- কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে 'বেশ', তাও অশান্তি, অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। দুর্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান, তারা যাই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা- বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মিল-অমিলের যুদ্ধে যাদবপুর-জেএনইউ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঝামেলার প্রেক্ষাপটে নাম উঠছে জেএনইউয়ের। দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহু ফারাক ও মিল।

জয়ন্ত ঘোষাল

জেএনইউ এবং যাদবপুর যেন দু'ভাই। যদিও দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানটা অনেক। একজনের জন্ম এদেশের স্বাধীনতারই অনেক বছর আগে। আর অন্যজন দেশের অভিজাত রাজধানীতে জন্মেছে ষাটের দশকে। তখন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হয়েছে।

দু'ভাইয়ের মধ্যে ডিএনের মিল তো থাকবেই। তা বলে দুজনের মধ্যে তফাত কী নেই? তফাতও তো আছে। দুজন যমজ শিশুও কখনও একরকম হয় না। তাদের চরিত্র আলাদা হয়। আবার দুই অপত্যের মধ্যে চারিত্রিক সাযুজ্যও কম থাকে না। জেএনইউ আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এই দুই ভাইয়ের কাহিনী শোনাতে বসে প্রথমেই মনে হল, এই দুজনেরই জন্মলগ্নে আছে দ্রোহ। আছে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট। আছে শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার ক্ষমতা। ওই যে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'আঠারো বছর বয়সে জানে না মাথা নত করতে'। নজরুলের লেখা, 'আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। সেই নজরুল-সুকান্তের বিরোধী প্রত্যাঘাত মনে পড়ে।

তবে কী, এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে আছে রোমান্টিসিজম। অধুনা এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি আন্দোলনের নামে বিপথগামী হচ্ছে অনেকটা। আমরা দেখছি অনেক। মূল্যবোধের বিচ্যুতি। স্বার্থান্বেষী। কায়েমি শক্তির নিদারুণ অনুপ্রবেশ। গোটা দেশের মানুষকে কি বিচলিত করছে না?

যাদবপুর আর জেএনইউ মানেই কি তাহলে বামপন্থা? যাদবপুর আর জেএনইউ মানেই কমিউনিজম? নয়াদিল্লিতে একটা চলতি রসিকতা হল, গোটা দেশে কমিউনিস্টরা জুরাসিক পার্কের ডাইনোসর হয়ে গেল। অবলুপ্তপ্রায় প্রাণী। শুধু আগে ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ত্রিপুরা। এখন ত্রিপুরায় শাসন ক্ষমতায় বিজেপি। কেরলে এখন ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টরা। কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল। তবে আগের মতো শক্তি নেই, তবু কেরলে কমিউনিস্টরা শাসকদল। বাংলায় তারা বিধানসভায় শূন্যতায়।

রসিকতা করে নয়াদিল্লিতে বলা হত, এই তিনটি রাজ্যের পাশাপাশি জেএনইউ একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, যেখানে কমিউনিস্টরা আছে। আর আছে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু গোটা দেশের মধ্যে এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। সংসদের আইন করে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল, গবেষণা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, উৎকর্ষকে বাড়ানো।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা। সেটাও ছিল একটা মস্ত বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জওহরলাল নেহরুর উদারবাদ, শিক্ষার আলোয় গোটা দেশকে আলোকিত করার ব্রতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মানবতাবাদ, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান- এই সমস্ত কিছুর বিকাশে জেএনইউ'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস কিন্তু আরও প্রাচীন। ১৯০৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়। তখন অবশ্য বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠা হয়। তখন সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তন হয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাইরে অন্য শাখাতেও পড়াশোনা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেধার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরিসর তৈরি করার কাজ এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেন অনেকে। কাজেই এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী গিয়ে থাকেন।

যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিংসার আগমন ঠিক কীভাবে ঘটল, কবে থেকে ঘটল সেটাও একটা গবেষণার বিষয়। হিংসা-সংস্কৃতি একটা চূড়ান্ত জায়গায় গেল, যখন কিছুদিন আগে ভয়ংকর র‍্যাগিংয়ের শিকার হল একটি ছাত্র। র‍্যাগিংয়ের ফলে ছাত্রের মৃত্যু হচ্ছে, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশে এমনকি পৃথিবীতে যারা পঠনপাঠন জগতের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে দুঃখের এবং বিস্ময় সৃষ্টিকারী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কমিটি আছে। অভিযোগ উঠেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। যথেষ্ট ব্যবস্থা র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি। যেটা নেওয়া উচিত, সেটা নেওয়া হয় না। কেন র‍্যাগিং হবে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটাকে বলা হয় 'হট সিট'। কোনও উপাচার্যের পক্ষেই এই হিংসার আবহাওয়াকে বদলানো সম্ভব নয়।

এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেই চারদিকে দেখা যায় নানা রকম পোস্টার, ব্যানার। সেইসব পোস্টার ব্যানারের মধ্যে স্লোগানে ভাষায় বুদ্ধির ছাপ আছে। সাহিত্যগুণও যথেষ্ট। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান অনুন্নত হয়ে গিয়েছে, তাও বলা যায় না। কেননা, পরীক্ষার ফল এখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট ভালোই। এতদসত্ত্বেও এখানে রাজনৈতিক হিংসা-সংস্কৃতির রাজনীতি গড়ে উঠেছে, এটাই বড় ভয়ংকর।

জেএনইউতে ক্যাম্পাসের ভেতর 'গঙ্গাধাবা' খুব বিখ্যাত। 'গঙ্গাধাবা' সবুজ গাছগাছালির ভিতর পাথরের স্ল্যাপ বসানো একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা আসে। সংস্কৃতির চর্চা হয়। নানা ভাষা, নানা মতের আদানপ্রদান এবং বুদ্ধির চর্চা হয়। অন্তত উদ্দেশ্য তাই-ই ছিল। ক্রমে এই গঙ্গাধাবা হয়ে উঠেছে রাজনীতির আখড়া। সেখানে সিনিয়ার ছাত্ররা জুনিয়ার ছাত্রদের রাজনীতির প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। বাম রাজনীতির 'হাব' হিসেবে জেএনইউ পরিগণিত হয়। এই জেএনইউ থেকেই এসেছেন প্রভাত পট্টনায়েকের মতো অর্থনীতিবিদ। প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি তো এই প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসারিত।

ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতেই হিংসা এবং অতি বামপন্থী রাজনীতির একটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়। জেএনইউয়ের প্রোডাক্ট কানহাইয়া কুমার। একদা খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দলিত রাজনীতি। তবে যাদবপুরে যেভাবে হিংসার ঘটনা নজির গড়েছে, তা বোধহয় জেএনইউ পৌঁছোয়নি। ইতিহাসের পাতায় দেখেছি, যখন গান্ধিজি অনশন করছেন, নেহরু যখন সক্রিয় রাজনীতিতে, তখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভ প্রধান। তাদের জন্য কংগ্রেস রাজনীতিকরাও বিড়ম্বনার শিকার হয়েছিলেন, তখনও যাদবপুরে মারমুখী মেজাজ ছিল। কিন্তু আজকের এই বামপন্থী রাজনীতির শিকার তো তখন ছিল না।

বামপন্থী রাজনীতি যখন নকশাল আন্দোলনের রূপ নিল, তখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সাংঘাতিক হিংসার ক্ষেত্রস্থল। যাদবপুরে মার্কসবাদ এবং হিংসা কেন মিলেমিশে যায়, তার তাত্ত্বিক আলোচনা করার পরিসর এটা নয়। তবে হারবার্ট আপথেকারের হিংসা সংক্রান্ত বইতে বলা হয়েছে, মার্কসবাদ হিংসাকে উপায় হিসেবে দেখে, লক্ষ্য হিসেবে দেখে না। অর্থাৎ ডাক্তারের হাতে ছুরি আর ঘাতকের হাতে ছুরি তো এক হতে পারে না। কাজেই লক্ষ্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেখানেই মার্কসবাদের সঙ্গে গান্ধিবাদের তফাত।

গান্ধিবাদ উপায় এবং লক্ষ্য দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে চেয়েছিল। তত্ত্বকথা থাক। আসলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গোটা দেশ চিন্তিত। বিজেপি সভাপতি তাঁদের রাজনৈতিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করেছেন। যেভাবে জেএনইউতে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি বসেছে, যেভাবে জেএনইউতে প্রশাসনিক রদবদলের মাধ্যমে বামপন্থী সংস্কৃতিকে বদলের চেষ্টা হয়েছে।

জেএনইউতে এসেছে পালটা আখ্যান। যাদবপুরে এখনও হামলা হয়নি। এখানেও বিজেপি বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করছে। ২০২১ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, সেরকম সময় ভোট কভার করতে গিয়েছিলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢুকতেই বিরাট সরোবর। সেই সরোবরে পদ্মফুল ফুটেছিল। আমার গাড়ির অবাঙালি ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, ইহাপেও কমল খিলরাহা হ্যায়?

রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাক। আমরা চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় খুব দ্রুত তার হৃত গৌরব ফিরে পাক।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১২

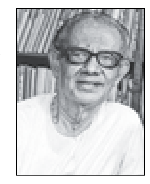

লেখক বিমল মিত্রের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শশী কাপুর।

আলোচিত

তসলিমা নাসরিন কলকাতায় ফিরতে চান, বাংলায় কথা বলতে চান, বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। পশ্চিমবঙ্গ মানে কাজী নজরুলের শ্যামা মায়ের বর্ণনা, নারী আন্দোলনের পটভূমি। ছদ্ম প্রগতিশীলতার আড়ালে মুসলিম মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন শেষ হোক। তসলিমার প্রত্যাবর্তন হোক।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ। যেন কথার কথা। হায়দরাবাদের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে ক্যাবচালক গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইলে পাবজি খেলতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং ছেড়ে দুই হাতে গেম খেলছেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন চালকের ওপর চটে লাল নেটনাগরিকরা।

ভাইরাল/২

ট্রেন আসছে দেখেও এক তরুণ লাইনের মাঝে শুয়ে পড়েন। ট্রেনটি দ্রুত তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায়। তরুণ শুয়ে থাকেন। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই তিনি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতেন। ট্রেন চলে যেতে উঠে পড়েন। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন

জনমত

যাত্রীবাহী যানে বিপদ অনেক

সম্প্রতি ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনায় মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি বাস সাধারণ মানুষ নিয়মিত ব্যবহার করেন সময়ানুবর্তিতা ও সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য। তবে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলির জন্য যাত্রীসুরক্ষা নিয়ে রাজ্যের আপামর জনগণ সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সরকারি বাসগুলোর অধিকাংশের বিমা নেই। বিমার পরিবর্তে দুর্ঘটনার জন্য একটি তহবিল তৈরি করা হয়েছে, যা নিগমের চেয়ারম্যানের মতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ক্ষতিপূরণে ব্যবহৃত হয়। তবে এই পদ্ধতি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এ তো হল অনেকটা ওই গাছের গোড়ায় জল না ঢেলে পাতায় জল ঢালার মতো অবস্থা। তার ওপর উত্তরবঙ্গের পরিবহণ নিগমের ডিপোগুলোর জীর্ণ দশা এবং অব্যবস্থা আরও বড় সমস্যার ইঙ্গিত দেয়।

দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গ সংবাদের তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির ডিপোতেই যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাসটি কেন রওনা দিল, তা পরিষ্কার নয়। এমন অসাবধানতা মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা ছাড়া কিছু নয়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। এজন্য-

২. ডিপোগুলোর আধুনিকীকরণ জরুরি, বিশেষ করে যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, র‍্যাম্প প্রতিস্থাপন এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।

৩. প্রত্যেক ডিপো থেকে বাস ছাড়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করে ফিটনেস শংসাপত্র নিশ্চিত করা উচিত।

১. বাস ডিপোগুলিতে দক্ষ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা উচিত। কারণ বর্তমানে বেশিরভাগ ডিপোতে চুক্তিভিত্তিক মিস্ত্রিরাই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন।

এইসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হলে বাস পরিষেবা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হবে, এবং যাত্রীদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

শ্রেয়ম পাল, নবম শ্রেণির ছাত্র, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পনেরোর নামতায় বুধরামদের দুঃস্বপ্ন

উত্তরবঙ্গের বহু রুগ্ন চা বাগানে প্রথম প্রশ্ন, জমি দখল করে কি সত্যিই রিসর্ট, হোটেল হবে? তা নিয়ে আতঙ্ক অনেকের।

সুকান্ত নাহা

বুনোট ন্যাড়া হয়ে যাওয়া জমিটা এখন প্রায় ফাঁকা ময়দান। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরা জরায় জীর্ণ, ইতিউতি গুটিকয় চা গাছ শুধু মৃত্যুর প্রহর গুনছে। গোরু, ছাগল চরে বেড়ায় সেখানে।

কয়েক একরজুড়ে ফাঁকা পড়ে থাকা জমিটার এ হাল অবশ্য একদিনে হয়নি। এমনিতেই গাছগুলোর বয়স অর্ধশতক পেরিয়ে গিয়েছে। তারপরেও ক্রমাগত বুড়ি গাই দুইয়ে গিয়েছে মনিব। দিনের পর দিন পোকা ধরে, অপুষ্টিতে শীর্ণকায় হয়ে, একটা একটা করে উজাড়। সেখানে নতুন গাছ লাগানোর আগ্রহ দেখায়নি মনিব। বুড়ো দফাদার বুধরাম মাঝি লাঠি ঠুকঠুক করে জমিটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, সময়মতো বুড়ো গাছগুলো তুলে নতুন আবাদ করলে এতদিনে ফলত সোনা। হায় রে মনিব, তুমি কৃষিকাজ জানো না।

কিন্তু সত্যিই কি মনিব কৃষিকাজ জানে না? বুধরাম ভেবে পায় না। এককালে তো অন্য সব হত। বুড়ো গাছ তুলে নতুন গাছ রোপণ হবে। ফসল বাড়বে। ফসল বাড়লে মনিব চাকর সকলের লাভ। এটাই তো সহজ অঙ্ক। কিন্তু বুধরাম তো আর ১৫-র ঘরের নামতা জানে না। কীভাবে ১৫ দু'গুণে ৩০, চার পনেরোং ৬০ হয়ে যায়। ক্যাঙ্গারুর লাফিয়ে চলার সমানুপাতিক হারে কার কোথায় কতটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অঙ্ক যে জটিল, কাকা। তোমার সেসব জানার কথাও নয়।

এমন দৃশ্য অনেক চা বাগানেই দেখা যাবে উত্তরবঙ্গে। এমন বুধরামও অনেক। চা বাগান নিয়ে বিজ্ঞপ্তি কাজে পরিণত করতে হ্যাপা অনেক। নানা শর্ত রয়েছে। পূরণ হওয়া

কঠিন অনেক জায়গাতেই।

সরকারি এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর কিছু রাজনৈতিক মহল ও ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি জানানো শুরু হয়। কেননা বড় বাগান মালিকরা অনেকেই আর খালি জমিতে নতুন রোপণে আগ্রহী নন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য দ্রুত বলেছেন, যে সমস্ত বাগান বন্ধ, অথবা আর্থিক সমস্যায় ধুঁকছে, সে সমস্ত বাগানেই ৩০ শতাংশের অনুমোদন দেওয়া হবে ধাপে ধাপে।

তবু বুধরামদের ভয় কি যাবে? মনে রাখা প্রয়োজন, অসাধু চা ব্যবসায়ী অতীতেও চা পর্ষদের ভরতুকির টাকা যেমন ভিনরাজ্যে অন্য ব্যবসায় খাটিয়েছে, তেমনই সর্ষের ভূতেদের যোগসাজশে তারা যে আবার চায়ের জমি লোপাট করার চক্রান্তে মেতে উঠতে পারে। বুধরামদের তাই অঙ্ক না মেলার অস্বস্তি তাড়া করে। ঘরে ফিরেই বুধরাম তাই কথাটা পাড়ে ছেলের কাছে। কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া ছেলে সদ্য ফিরে এসেছে। বাপের কথা শুনে সে হাসে। বলে, 'ওই ফাঁকা জায়গায় আর নয়া-রোপাই হবে না, বাবা। সরকার নতুন নোটিশ জারি করেছে। ৩০ শতাংশ ফাঁকা জমিতে হোটেল হবে, রিসর্ট হবে। ব্যাংক, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ফ্ল্যাটবাড়ি, পশুখামার, ফুল চাষ, ফল চাষ- কত কী যে হবে, তোমার ধারণাই নেই। এখানে চাকরিও মিলবে।'

বুধরাম আতান্তরে পড়ে যায়। তাহলে তো চা বাগান 'টাউন' হয়ে যাবে। চা গাছগুলোর কী হবে তবে? মানুষ কি আর চা খাবে না?

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে বুধরাম। সকালে ছেলেকে শুধোয় 'তুই কি তবে এখানেই রয়ে যাবি রে, বেটা।' ছেলের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'পাগল'!

(লেখক চা কর্মী ও প্রবন্ধকার। নাগরাকাটার বাসিন্দা)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বিনা চেষ্টা, অল্প আয়াস, অল্প ক্লেশ ৩। তানপুরা ৫। বিধি-ব্যবস্থা, রীতি-পদ্ধতি ৬। কন্যা ৭। জল গড়িয়ে পড়ছে এমন, অঝোরে ৯। ঘটনা ব্যাপার এবং তার আয়োজন ও সমারোহ, অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার ১২। পয়গম্বর, নবি, হজরত মহম্মদ, আল্লার প্রেরিত পুরুষ ১৩। বেশি ভেজার অনুভব, আর্দ্রতার ভাব।

উপর-নীচ : ১। খানিকটা, কিছু পরিমাণে ২। দয়ালু, প্রসন্ন ৩। নৌকো, ডিঙি, মার্গ, পথ ৪। রাজা, রাজাকে সম্বোধন ৫। শরীর, দেহ ৭। আক্রমণ, ছোড়া ৮। আশুতোষ, মহাদেব, আনন্দময় ও ক্রোধহীন লোক ৯। পালকি বা ডুলি বাহক হিন্দু তপশিলি জাতিবিশেষ, কার ১০। যোগ্য, সমর্থ, লায়েক, উপযুক্ত ১১। বাতিল অগ্রাহ্য।

সমাধান ■ ৪০৯০

পাশাপাশি : ১। খাণ্ডব ৪। গরিমা ৫। বিপ্র ৭। কপিলা ৮। রাজিনামা ৯। বিনায়ক ১১। নর্তক ১৩। পয়া ১৪। শরিক ১৫। লিপিকা।

উপর-নীচ : ১। খাতক ২। বগলা ৩। ধামাধরা ৬। প্রতিমা ৯। বিটপ ১০। কতশত ১১। নকলি ১২। কলকা।

বিন্দুবিসর্গ

বিপাকে ভারতীয় গবেষক

লন্ডন, ১৭ মার্চ : ব্রিটেনে গবেষণারত ভারতীয় মণিকর্ণিকা দত্তের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নিয়ম ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে ব্রিটেন থেকে বহিষ্কারের তোড়জোড় চলছে। এখানকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ই-মেলে জানিয়েছে, মণিকর্ণিকাকে আর ব্রিটেনে থাকতে দেওয়া হবে না। তিনি স্বেচ্ছায় না গেলে আগামী ১০ বছর ব্রিটেনে আসার ব্যাপারে তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। ই-মেল পাওয়ার অবাক মণিকর্ণিকা দত্ত বলেছেন, 'কখনও ভাবিনি আমার সঙ্গে এমন কিছু ঘটবে।'

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী, ব্রিটেনে ১০ বছর বসবাসের পর গবেষণা কিংবা অন্য কোনও কাজে অনির্দিষ্টকালীন ছুটিতে থাকার সময় (আইএলআর) কোনও ব্যক্তি ৫৪৮ দিনের বেশি ব্রিটেনের বাইরে থাকতে পারবেন না। মণিকর্ণিকার গবেষণার বিষয় ভারতের শহর। ছুটিতে থাকাকালীন তিনি ভারতের ঐতিহাসিক আর্কাইভগুলি পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি ৬৯১ দিন ভারতে কাটিয়েছেন। আইএলআর-এর নির্ধারিত সীমা পেরিয়ে যাওয়াতেই তিনি ফাঁপরে পড়েছেন। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, গবেষণা ও শিক্ষাগত প্রয়োজনে ভারতে যাওয়া তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল।

মণিকর্ণিকা ২০১২ সালে শিক্ষার্থী ভিসায় ব্রিটেনে গিয়েছিলেন। পরে বিয়ে করেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার লেকচারার ড. শৌভিক নাহাকে। নাহা গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসায় ব্রিটেনে আছেন। স্বামীর সঙ্গে মণিকর্ণিকা থাকেন দক্ষিণ লন্ডনে। তিনি এক দশকেরও বেশি যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। তার পরেও যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, মণিকর্ণিকা গবেষণা-ভ্রমণে নির্দিষ্ট দিনের অনেক বেশি অন্য দেশে থেকেছেন। ব্রিটেনে তাঁর 'পারিবারিক জীবন' নেই। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন স্কুল অফ হিস্ট্রির সহকারী অধ্যাপক। তার আগে অক্সফোর্ড ও ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিচালক ছিলেন। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ভারতীয় মহিলা। দেখা যাক আদালত কী বলে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন উদ্বিগ্ন আমেরিকা

ভারতে জানালেন তুলসী গাবার্ড

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : একদিকে সংখ্যালঘু নির্যাতন, অন্যদিকে মৌলবাদী এবং জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে যুগপৎ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুলসী গাবার্ড। আড়াই দিনের ভারত সফরে বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন তুলসী। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন তিনি। ২টি বৈঠকেই গুরুত্ব পেয়েছে ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সম্পর্ক, গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান, বিদেশের মাটিতে বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারত-বিরোধী শক্তিগুলির সক্রিয়তা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ।

সূত্রের খবর, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে। পাকিস্তানের মদতে খালিস্তানপন্থীদের সক্রিয়তা নিয়েও তুলসীকে অবগত করেছেন রাজনাথ সিং। আমেরিকা যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন ও ইসলামি মৌলবাদকে হালকাভাবে নিচ্ছে না, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমকে তা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন তুলসী গাবার্ড। তিনি বলেন, 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চলা দুর্ভাগ্যজনক। এ ধরনের খুন ও হিংসা মার্কিন সরকার, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের জন্য উদ্বেগের বিষয়।' বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ভগবৎ গীতায় উল্লিখিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তাঁকে শক্তি জোগায় বলে জানিয়েছেন আমেরিকার প্রথম হিন্দু গোয়েন্দা প্রধান। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থানের কথা বলতে গিয়ে তুলসী বলেন, 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের হুমকি এবং বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী সক্রিয়তা একই আদর্শ এবং লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। সেটি হল ইসলামি খিলাফতের মাধ্যমে শাসন কর্তৃত্ব কায়েম করা। এটি স্পষ্টতই অন্য যে কোনও ধর্মের মানুষকে প্রভাবিত করে, যেটিকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।' এর আগে বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওয়াশিংটন সফরের সময় তিনি বলেছিলেন, 'এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী (মোদি) দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। সত্যি বলতে, আমি এটি সম্পর্কে পড়ছি। আমি বাংলাদেশকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দেব।'

ট্রাম্পের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানের মন্তব্য বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মত কূটনৈতিক মহলের। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে পাকিস্তানের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একের পর এক পাক আধিকারিক, সেনা ও আইএসআইয়ের কর্তা বাংলাদেশ সফর করছেন। বাংলাদেশের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয় করার চেষ্টা করছে আইএসআই। চলছে প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সমর্থন।

বাংলাদেশে আইএসআইয়ের সক্রিয়তা নিয়ে সতর্ক করেছেন খোদ ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। গত মাসে তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বিশেষ করে শিলিগুড়ি করিডর সংলগ্ন বাংলাদেশে আইএসআই কর্তাদের উপস্থিতি উদ্বেগজনক। বাংলাদেশের সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ভারতবিরোধী উপাদানগুলি যাতে কোনওভাবে সেদেশের মাটি ব্যবহার করতে না পারে। এবার কার্যত ভারতের সুরেই বাংলাদেশকে বার্তা দিয়েছেন তুলসীও।

মার্কিন বার্তা

- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন দুর্ভাগ্যজনক
- খুন ও হিংসা মার্কিন সরকার, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের জন্য উদ্বেগের বিষয়
- ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের হুমকি এবং অন্য জঙ্গিগোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী সক্রিয়তা একই আদর্শ এবং লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। সেটি হল ইসলামি খিলাফতের মাধ্যমে শাসন কর্তৃত্ব কায়েম করা

বৈঠকের পর রাজনাথ সিং ও তুলসী গাবার্ড। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার।

ইন্দোরের এক গোডাউনে আগুন লাগার পর গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকেছে। তবে কেউ হতাহত হননি।

বুধবার ফিরতে পারেন সুনীতা

ওয়াশিংটন, ১৭ মার্চ : রিটার্ন অব শার্লক হোমসের চেয়ে বহু লক্ষগুণ উত্তেজক হয়ে উঠেছে সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গীদের মর্ত্যে ফেরার মুহূর্ত। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দেবেন সুনীতারা। নাসার বিবৃতি অনুযায়ী, ক্রু ড্রাগন ক্যাপসুল ফ্লোরিডা উপকূলের কাছাকাছি কোনও একটি জায়গায় পৃথিবীর জল ছোঁবে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিটে। ভারতের ঘড়িতে তখন দেখাবে বুধবার ভোর ৪টে ২৭ মিনিট। সুনীতা ও বুচ ছাড়াও তাতে থাকবেন আরও দুই নভশ্চর। তবে গোটা বিষয়টাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। প্রকৃতি বাধ সাধলে ফের বদলে যেতে পারে সুনীতাদের ফেরার দিনক্ষণ। সুনীতাদের অবতরণের গোটা প্রক্রিয়াটি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে নাসা। সম্প্রচার শুরু হয়েছে স্থানীয় সময় সোমবার রাত পৌনে এগারোটা থেকে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী সম্প্রচার শুরু হবে ১৮ মার্চ সকাল ৯টা১৫ মিনিটে।

নিরাপত্তা বাড়ল হাফিজের

ইসলামাবাদ, ১৭ মার্চ : হাফিজ-শাগরেদ আবু কাতাল পাকিস্তানে খুন হওয়ায় নিরাপত্তা বাড়ানো হল মুম্বই সন্ত্রাসের প্রধান চক্রী লস্কর প্রধান হাফিজ সঈদের। সন্ত্রাসে অভিযুক্ত হাফিজ পাক কারাগারে রয়েছে। সেখানে অষ্টক্ষণ প্রহরা। একটি সূত্র জানিয়েছে, আশঙ্কা করা হচ্ছে, হাফিজও খুন হয়ে যেতে পারে। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই হাফিজ সঈদের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছে। শুধু হাফিজ নয়, হাফিজের ছেলে তালহা সঈদের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে।

হুথির হামলা

সানা ও ওয়াশিংটন, ১৭ মার্চ : হুথিদের ওপর হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লোহিত সাগরে বিমানবাহী মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস হ্যারি ট্রুম্যানের ওপর হুথিরা দ্বিতীয় আঘাত হানল। সোমবার এমনই দাবি করেছে তারা। ১৮টি ক্ষেপণাস্ত্র ও একটি ড্রোন ছুড়েছে তারা। তবে সেই দাবি খারিদজ করে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এদিকে ইয়েমেনে মার্কিন আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৩।

বাবা-মায়ের আর্জিতে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতা তরুণীর বাবা-মায়ের আর্জিতে সাড়া দিল শীর্ষ আদালত।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় আরও তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার। কিন্তু মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় ওই সময়ে পরিবারের আর্জি শুনতে চায়নি হাইকোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, পরিবার

আরজি কর মামলা

আবেদন জানালে তা শুনতে বাধা নেই হাইকোর্টের। সোমবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই রায় দেয়। ওই বেঞ্চে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও।

আরজি করে সিবিআই তদন্তের হালচাল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মৃত চিকিৎসকের বাবা-মা। তাঁদের বক্তব্য, আরজি কর কাণ্ডে অনেক রহস্যের উদঘাটন হয়নি সিবিআই তদন্তে। তাই তাঁরা চাইছেন, মামলায় আরও তদন্ত করে দেখুক সিবিআই।

শিয়ালদা আদালত আরজি কর মামলায় রায় দেওয়ার আগে কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়ে আবেদন করেছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা। সিবিআই তদন্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে উচ্চ আদালতের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে আবেদন করা হয়। যদিও বিচারপতি ঘোষ সেই সময় নির্যাতিতার পরিবারের আবেদন শুনতে চাননি। তিনি জানান, শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া শুনানি সম্ভব নয়। সেই মতো শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় পরিবার।

২৯ জানুয়ারি আরজি কর মামলা শীর্ষ আদালতে শুনানির জন্য ওঠে। ওই সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি খান্না পরিবারের কাছে জানতে চান, তারা কোন আদালতে ওই মামলাটি রাখতে চায়। তারা জানায়, সিবিআই তদন্তে ত্রুটির বিষয়টির বিচার হোক হাইকোর্টে। সোমবার নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী করুণা নন্দী আদালতে অনুরোধ করেন যাতে হাইকোর্টের একক বেঞ্চকে বলা হয়, সিবিআইকে এই মামলায় আরও তদন্ত করার জন্য। ওই অনুরোধে সাড়া দেয়নি শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি খান্না বলেন, 'আমরা এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। হাইকোর্টের একক বেঞ্চ আবেদন শুনতে পারে।'

একনজরে

- শীর্ষ আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট পরিবার ও জুনিয়ার ডাক্তাররা। তরুণীর বাবা বলেন, 'আশা করছি, এবার তাড়াতাড়ি শুনানি ও ন্যায়বিচার হবে। মেয়ের বিচার চেয়ে আর এখানে-ওখানে ঘুরে মরতে হবে না।' অনিকেত মাহাতো বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক খবর। এবার হাইকোর্টে ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে হলে এবং অপরাধের কারণ ও প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটলে তখন হাইকোর্টের সদর্থক ভূমিকার কথা বলা যাবে।'
- রায়কে স্বাগত সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী, কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর
- আরজি কর কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটি শীর্ষ আদালতেই চলবে। তার পরবর্তী শুনানি মে'র দ্বিতীয় সপ্তাহে

ট্রাম্প-পুতিন কথা আজ

ওয়াশিংটন, ১৭ মার্চ : রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করতে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হওয়ার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির জন্য ইউক্রেনের সম্মতি আদায় করেছে আমেরিকা। এখন পুতিন সরকারের তরফে সবুজসংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। তবে সোমবার পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে সরকারিভাবে কিছু জানায়নি রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তিনি নিজে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'মস্কোয় আমাদের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমরা যত দ্রুত সম্ভব ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছি। এই উদ্যোগ সফল বা ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু আমাদের সামনে একটি সুযোগ এসেছে। গত সপ্তাহে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেয়েছি। আগামী মঙ্গলবার আমি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলব।'

বাংলায় সর্বশক্তি নিয়ে নামতে তৈরি কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় আশানুরূপ ফল করতে না পারায় বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কংগ্রেস হাইকমান্ড। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করছে দল। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব- রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়গে বাংলায় টানা প্রচার চালাবেন। প্রায় পাঁচ দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক খরা কাটাতে তাঁরা রাজ্যজুড়ে জনসংযোগ করবেন।

প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হবে কংগ্রেসের ঐতিহ্যবাহী ঘাঁটি মালদা। মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সর্বশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি সহ শীর্ষনেতারা বিধানসভা ভোটের প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন। তাঁর বক্তব্য, 'মালদা দিয়ে শুরু হলেও আমাদের মূল লক্ষ্য রাজ্যে কংগ্রেসের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করা। বিধানসভা নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবে দল।'

গত লোকসভা ভোটের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডের প্রচার কার্যত ছিল না বললেই চলে।

নজরে ২৬-এর বিধানসভা ভোট

তবে বিধানসভা ভোটে সেই অবস্থান বদলাচ্ছে শতাব্দীপ্রাচীন দল। এবার প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরীর দুর্গ বলে পরিচিত মুর্শিদাবাদেও জোরকদমে প্রচারে নামতে চলেছে কংগ্রেস। সূত্রের খবর, রাহুল ও প্রিয়াংকা সেখানে বড় জনসভা করবেন।

কংগ্রেসের এহেন পদক্ষেপের পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ইন্ডিয়া জোটে ফাটল ধরল? এই বিষয়ে এক কংগ্রেস সাংসদ বলেছেন, 'জোট হয়েছিল লোকসভা ভোটের জন্য। বিধানসভা ভোটে সেই বাধ্যবাধকতা নেই।' অর্থাৎ এবার বাংলার মাটিতে শুধু বিজেপির সঙ্গে নয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধেও সরাসরি লড়াইয়ে নামছে কংগ্রেস।

দলীয় সূত্রের খবর, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। দিল্লিতে বসেই তাঁরা নির্বাচনি 'হোমওয়ার্ক' সেরে ফেলতে চাইছেন। পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রচারের জন্য আর্থিক সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে। কারণ এককভাবে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে গেলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তা দলের রাজ্য শাখার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের কৌশল, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে তারা এবার আর দ্বিতীয় সারির প্রতিপক্ষ হতে রাজি নয়। হারানো জমি ফিরে পেতে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে দল। তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে সমানভাবে আক্রমণ শানিয়ে তারা নিজেদের জনভিত্তি শক্তিশালী করতে চাইছে। বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের এই আগ্রাসী মনোভাব যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে, তা বলাই বাহুল্য।

কেন্দ্রের অনুমোদন পেল চন্দ্রযান-৫

চেন্নাই, ১৭ মার্চ : পঞ্চম চন্দ্রাভিযানে আর কোনও বাধা রইল না ইসরোর। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন জানিয়েছেন, চন্দ্রযান-৫ মিশনের জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন মিলেছে। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানব অবতরণে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরির দায়িত্বও ইসরো পেয়েছে।

রবিবার চেন্নাইয়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ইসরো চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যের পরে চন্দ্রযান-৪ অভিযানের জন্য গত বছরেই অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। সব ঠিক থাকলে ২০২৭ সালে সেটি উৎক্ষেপণ করা হতে পারে। এর মধ্যেই চন্দ্রযান ৫-এর জন্যও ইসরোকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়ে রাখল কেন্দ্র। চন্দ্রযান-৫ বা লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন (লুপেক্স) মিশন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ডারের পরীক্ষা চালাবে, যা ভবিষ্যতে চাঁদে মানব মিশন পাঠানোর ক্ষেত্রে

সহায়ক হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে অন্তত একজন ভারতীয় নভশ্চরকে পাঠানোর স্বপ্ন রয়েছে ইসরোর।

চাঁদে অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোভার 'প্রজ্ঞান'কে পাঠানো হয়েছিল চন্দ্রযান ৩-এর সঙ্গে। ওই রোভার যন্ত্রটির ওজন ছিল ২৫ কেজি। এবার আরও বেশি ওজনের রোভার যন্ত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে পাঠাতে চায় ইসরো। ইসরো-কর্তা জানান, চাঁদের পিঠে অনুসন্ধানের জন্য চন্দ্রযান-৫ যে রোভারটি নিয়ে যাবে, সেটির ওজন হবে ৩৫০ কেজি। বস্তুত, চাঁদের পিঠ নিয়ে গবেষণার জন্যই চন্দ্রযান কর্মসূচি শুরু করে ইসরো। ২০০৮ সালে প্রথমবার চন্দ্রযান পাঠিয়েছিল ইসরো।

সুপ্রিমে শপথ জয়মাল্যর

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন জয়মাল্য বাগচি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০৩১ সালের মে মাসে জয়মাল্য বাগচি সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হবেন। প্রয়াত বাঙালি প্রধান বিচারপতি আলতামাস কবিরের পর শীর্ষ আদালতে কোনও বাঙালি প্রধান বিচারপতি হতে পারেননি। আলতামাস অবসর নেন ২০১৩ সালে। এদিন জয়মাল্য শপথ নেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ৬ মার্চ জয়মাল্যকে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করে। তাতে সিলমোহর দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এতদিন সুপ্রিম কোর্টে একমাত্র বাঙালি বিচারপতি ছিলেন দীপঙ্কর দত্ত। এবার যুক্ত হলেন জয়মাল্য।

তসলিমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়ে রাজ্যসভায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র একটি বই লেখার কারণে এক মহিলাকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। বামেরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের অধিকারের কথা বলেন, কিন্তু তসলিমা নাসরিনের প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। তিনি কলকাতায় ফিরতে চান, বাংলায় সাহিত্য ও কবিতা লিখতে চান। মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন শেষ হওয়া উচিত। তাঁর প্রত্যাবর্তন হোক।' তসলিমা অবশ্য নিজের ফেসবুক পোস্টে কলকাতায় তাঁর ফেরা আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শমীকবাবুকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ করে বই লেখার কারণে তসলিমা নাসরিনকে জন্মস্থান বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছিল। এরপর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। তবে ২০০৭ সালে তাঁর বই 'দ্বিখণ্ডিত' নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হলে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সেই থেকে তিনি বসবাস করছেন দিল্লিতে।

সোমবার সংসদে তসলিমাকে কলকাতায় ফেরানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে বিজেপি সাংসদ জানান, 'উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তসলিমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হোক। বন্ধ হোক মৌলবাদী তোষণ।'

কংগ্রেস ও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর অভিযোগ, 'বামেদের বন্ধুরা সেদিন নীরব ছিলেন। তৃণমূলও কেন তসলিমাকে ফেরানোর জন্য কোনও উদ্যোগ নিল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।' কলকাতার প্রতি তসলিমার প্রবল ভালোবাসার প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, 'তিনি কলকাতাকে ভালোবাসেন, বাংলায় সাহিত্য রচনা করতে চান, বাংলায় কথা বলতে চান।' গত বছরের জুলাই মাসে ভারতে থাকা তসলিমার রেসিডেন্স পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে আবেদন জানালে তাঁর পারমিটের মেয়াদ বাড়ানো হয়। তবে ২০০৭ সালের পর থেকে তিনি আর কলকাতায় ফিরতে পারেননি।

কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বললেন, 'তসলিমা কবি-লেখিকা, ঠিকই আছে। তাঁর পারদর্শিতা নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই। প্রত্যেকেরই মতপ্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে নতুন করে কন্ট্রোভার্সি তৈরি করে বাংলার পরিবেশটাকে নষ্ট করা ঠিক না। তাঁকে নিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্ব তৈরির পরিস্থিতি হলে সেটা রাজ্য, কেন্দ্র উভয়েরই উপেক্ষা করা উচিত।'

অন্যদিকে নির্বাসিত তসলিমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বিজেপি সাংসদের বক্তব্য শুধু মানবিক আবেদন নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাকস্বাধীনতা রক্ষার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কৌশল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তসলিমাকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিজেপি বাংলার শাসকদল তৃণমূলকে চাপে ফেলতে চাইছে।

ফেসবুক পোস্টে কৃতজ্ঞতা

রাজ্যসভার সাংসদ কমিউনিস্ট পার্টির গুরুদাস দাশগুপ্ত ২০০৭ সালে আমাকে নিয়ে প্রথম কথা বলেছিলেন ভারতের সংসদে। আমি তখন সবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত। বাংলার টানে, প্রাণের টানে যে শহরে বসবাস শুরু করেছিলাম, সেই শহর থেকে কখনও যে বিতাড়িত (হতে) হবে, কল্পনাও করিনি। শ্রদ্ধেয় গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি দাবি জানিয়েছিলেন আমাকে যেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে দেওয়া হয়। তারপর দীর্ঘ বছর কোনও রাজনৈতিক আমার কলকাতায় ফেরা নিয়ে কোনও কথা বলেননি। মাঝখানে আকাশ আট টিভি চ্যানেল থেকে সম্প্রচার হতে যাচ্ছিল 'দুঃসহবাস' নামে আমার লেখা যে মেগাসিরিয়ালটি, সেটির সম্প্রচার বর্তমান সরকার বন্ধ করে দেয়। আজ ১৮ বছর পর রাজ্যসভার সাংসদ ভারতীয় জনতা পার্টির শমীক ভট্টাচার্য আমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবি জানালেন সংসদে। জানি না, কলকাতায় শেষ পর্যন্ত আমার ফেরা হবে কি না, তবে তিনি যে আমার কথা মনে করেছেন, মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে নিজের জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত আমি, বাংলায় লেখালেখি চালিয়ে যেতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিবেশে বাস করা আমার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

মোদির সঙ্গে একমত চিন

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : আমেরিকার পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গালওয়ান সংঘাতের আগের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে 'সহমত' প্রকাশ করল চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'চিন ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক মন্তব্য ইতিবাচক এবং প্রশংসার যোগ্য।' তিনি বলেন, 'পারস্পরিক লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করা এবং ড্রাগন ও হাতির সহযোগিতাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার উপলব্ধিই হল সঠিক পথ।' এ প্রসঙ্গে গত অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈঠকে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নতি করার কথা তোলেন তিনি।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

পডকাস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে দু-দেশের মধ্যে বিশ্বাসের আবহ তৈরি হচ্ছে। এতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে একটি টানাপোড়েন চলছে। আমাদের সহযোগিতা শুধু উপযোগী নয়, এটি বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।' এবার মোদির সেই বক্তব্যে কার্যত সিলমোহর দিল চিন।

সিকন্দর নাচে সলমন, রশ্মিকার রসায়ন

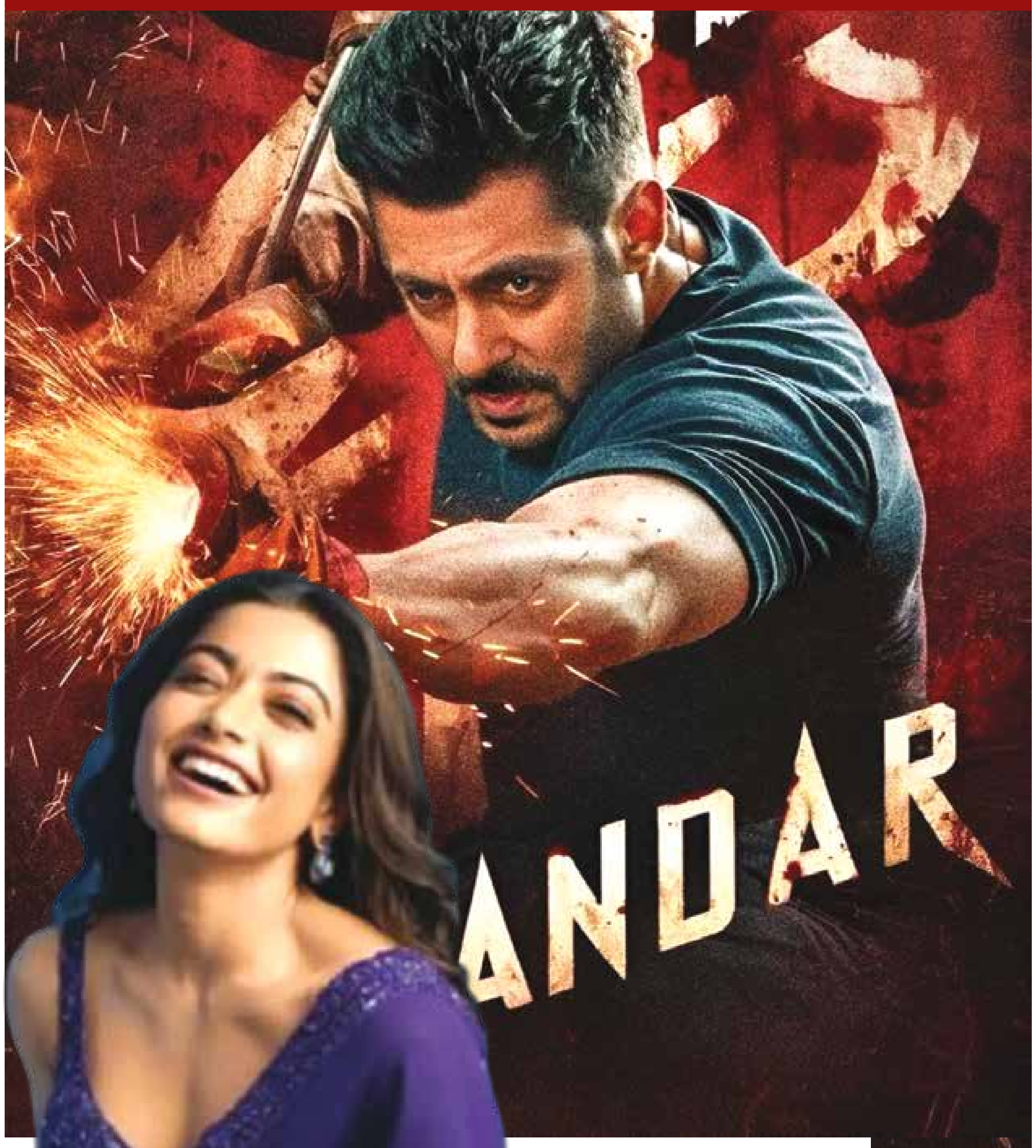

২৮ মার্চ মুক্তি পাবে সলমন খান ও রশ্মিকা মন্দানার সিকন্দর। ইতিমধ্যেই জোহরা জবিন ও বম বম বোলে গানে দুজনের রসায়ন দেখা গিয়েছে। এই রসায়ন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে ছবির সাম্প্রতিক গান সিকন্দর নাচে-তে। এর টিজার বেরিয়েছে, রীতিমতো অপ্সরার মতো লাগছে রশ্মিকাকে, সলমন তো রাজাই। সলমন তাঁর অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে এই টিজার পোস্ট করেছেন। সলমন আবার সেই টাইগার-এর দিনেই ফিরিয়ে দিয়েছেন ফ্যানদের। তিনি পরে আছেন পুরো কালো পোশাক, সঙ্গে এক থা টাইগার-এর সেই চেনা চেক স্টোল। রশ্মিকার আবেদনময় নাচ সলমনের সঙ্গে যোগ্য সংগত করেছে। নেটমহল বলছে, এক থা টাইগার-এর মাসাল্লাহকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ওই গান। কমেন্ট বক্স শুভেচ্ছায় ভরা।

চলতি আর্থিক বছরে অমিতাভের রেকর্ড

আর্থিক বছর ২০২৪-'২৫-এ বলিউডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপার্জন কার জানেন? তিনি অমিতাভ বচ্চন। চলতি আর্থিক বছরে তাঁর মোট উপার্জন ৩৫০ কোটি টাকা। বেশ কয়েকটি মেগা বাজেট সিনেমা, টেলিভিশন শো, বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে এই বিরাট অঙ্ক আয় করেছেন অমিতাভ। কর দেওয়াতেও তিনি সকলকে ছাপিয়ে এগিয়ে আছেন।

২০২৪-'২৫ সালের আর্থিক উপার্জনের নিরিখে তাঁকে ১২০ কোটি টাকা কর দিতে হবে। এর মধ্যে অগ্রিম কর বাবদ ৫০ কোটি টাকার শেষ ইনস্টলমেন্ট জমা দিয়ে দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কর প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁকেই আইকন বলা চলে।

উল্লেখ্য, ৮২ বছর বয়সে এই তুমুল জনপ্রিয়তা এবং তার হাত ধরে এই বিরাট অঙ্কের উপার্জন বিশ্বের আর কোনও তারকার নেই। সুতরাং সেদিক থেকেও অমিতাভ বচ্চনের নাম এখনো অবধি সারা বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় প্রথমদিকেই।

একনজরে সেরা ৫

ওয়ার ২ নির্দিষ্ট দিনে

১৪ অগাস্ট ২০২৫ নির্ধারিত দিনেই অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ওয়ার ২ মুক্তি পাচ্ছে। যশ রাজ ফিল্মসের অফিশিয়াল সাইটে এই খবর দেওয়া হয়েছে। ছবির নায়ক হৃতিক রোশন, ভিলেন জুনিয়ার এন টি আর। যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সের এই ওয়ার-এর আত্মপ্রকাশ হয় ২০২৯-এ। সেবার হৃতিকের সঙ্গী ছিলেন টাইগার শ্রফ।

অপ্রতিহত ছাওয়া

১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল ছাওয়া। মুক্তির ৩১তম দিনে বিশ্বজুড়ে তার ব্যবসার পরিমাণ ৫৬২.৬৫ কোটি টাকা। এর ফলে শাহরুখ খান অভিনীত পাঠান ও রণবীর কাপুর অভিনীত অ্যানিম্যাল-এর সম্পূর্ণ ব্যবসা যথাক্রমে ৫৪৩ কোটি ও ৫৫৩ কোটিকে ছাড়িয়ে গেল ছাওয়া। ভিকি কৌশল ও রশ্মিকা মানদানা অভিনীত ছবির পরিচালক লক্ষ্মণ উটেকর।

অস্কারে না

কঙ্গনা রানাওয়াতকে এক অনুরাগী তাঁর এমারজেন্সি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ছবিটি অস্কার পেতে পারে। অভিনেত্রীর উত্তর ওসব ফালতু জিনিস আমেরিকা রাখুক, আমার জাতীয় পুরস্কারই ভালো। প্রসঙ্গত, কঙ্গনা চারবার সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ছবিটি প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধি প্রযুক্ত এমারজেন্সি নিয়ে তৈরি। এতে কঙ্গনা ইন্দিরা চরিত্রে। পরিচালনাও তাঁরই।

মালাইকার শিক্ষা

হিপ হপ ইন্ডিয়া সিজন ২-এর অন্যতম বিচারক মালাইকা অরোরা। শো-তে এক ১৬ বছরের প্রতিযোগী তাঁকে দেখে উড়িয়ে দেওয়া ফ্লাইং কিস, এক চোখ ছোট করা এবং আরও কিছু খারাপ আচরণকে লক্ষ্য করে বেশ রেগে যান। প্রতিযোগীকে বলেন মায়ের ফোন নম্বর দাও। এক নাবালকের এই অপ্রত্যাশিত আচরণ বদলানোর শিক্ষা দেন মালাইকা।

সত্যি ঘটনায় আদিত্য

আদিত্য ধরের আগামী ছবি পাকিস্তানের হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ আবু কাতলের আচমকা নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে, তেমনই গুঞ্জন। জানা গিয়েছে, পুরোপুরি এই ঘটনা-নির্ভর হবে না ছবি। তবে আদিত্য বাস্তব ঘটনাকে কল্পনার মিশেলে কীভাবে পর্দায় আনেন, তার প্রমাণ উরি। তেমনই এখানেও হবে, মনে করা হচ্ছে। প্রধান চরিত্রে রণবীর সিং।

শাহরুখ আবার অ্যান্টি হিরো

শাহরুখ খান এখন ব্যস্ত কিং ছবি নিয়ে। তার মধ্যেই তিনি ব্লক বাস্টার হিট ছবি পুষ্পা-র পরিচালক সুকুমারের তরফে একটি ছবিতে অ্যান্টি-হিরো হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছেন। প্রাথমিক খবর, শাহরুখ নাকি রাজিও হয়েছেন। এটি একটি গ্রাম্য রাজনৈতিক থ্রিলার।

এর আগে শোনা গিয়েছিল, সুকুমারের একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারে নাকি শাহরুখ অভিনয় করবেন। যাই হোক, গ্রামের ছবিতে সমাজের শ্রেণিবিন্যাস ও জাতপাতের বিষয়ে বার্তা দেওয়া হবে। চরিত্রটি বেশ রাফ অ্যান্ড টাফ। এখানে তাঁর জনমোহিনী আবেদন ও বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা ব্যবহার করা হবে।

সুকুমার এখন ব্যস্ত আর সি ১৭ নিয়ে, যার নায়ক রামচরণ। এছাড়া তাঁর হাতে আছে পুষ্পা ৩, যেটি ২০২৮-এ মুক্তি পাবে সম্ভবত। শাহরুখ কিং-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবিতে সুহানা খান, অভিষেক বচ্চনও আছেন। শাহরুখ-সুকুমার দুজনের হাত খালি হবে প্রায় দু বছর পর, অর্থাৎ দুজনের এই ছবি হতে দু বছর অপেক্ষা করতে হবে। যদি এই ছবি হয়, তাহলে মণি রত্নম ও অ্যাটলির পর তিনিই তৃতীয় দক্ষিণী পরিচালক, যিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করবেন।

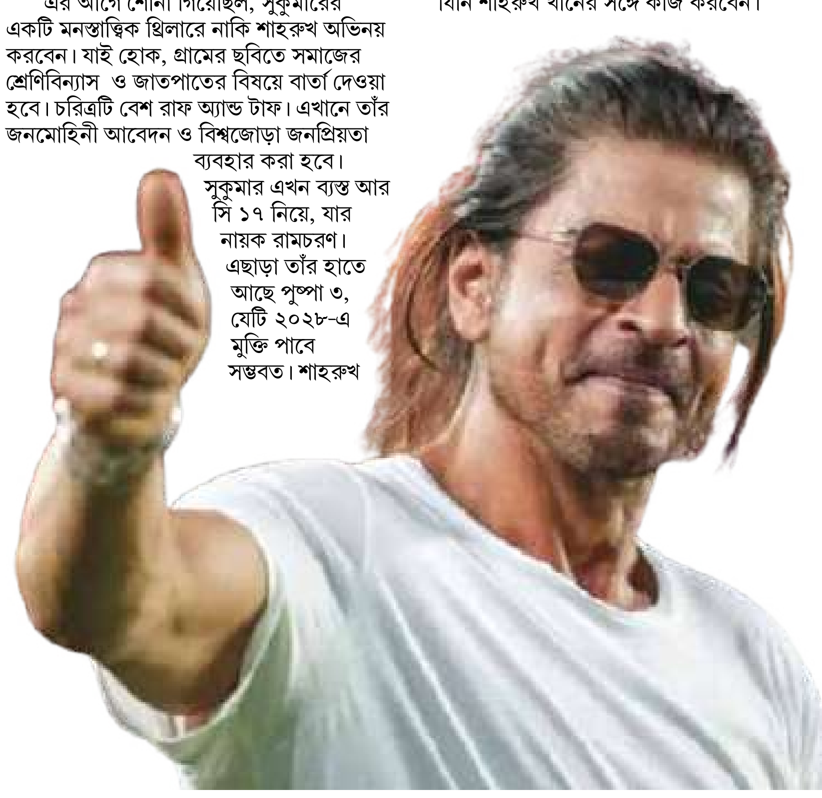

লোকনৃত্যের আড়ালে অপরাধ দমন

গোমিরা লোকনৃত্যকে আরও আধুনিক এবং প্রাসঙ্গিক করে তাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে অধ্যাপিকা সুহিতা ও তাঁর গোমিরা ডান্স ট্রুপ নাচের মুখোশের আড়ালে বেআইনি ওষুধের ট্রায়ালের প্রতিবাদ করেন। এবং এই কাজের পিছনে যারা আছে তাদের সমূলে উপড়ে ফেলতে চেষ্টা চালিয়ে যান। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন তদন্তকারী অফিসার ইন্দ্রজিৎ আহুজা। প্রত্যেক পদক্ষেপে ওঁরা বাধার সম্মুখীন হন। ওঁরা কি পারবেন রহস্যের সমাধান করতে? তাই নিয়েই ছবি 'ভামিনি'। পরিচালক ডা. স্বর্ণায়ু মিত্র। অভিনয়ে প্রিয়াংকা সরকার, উমাকান্ত পাতিল, তথাগত মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। ওংকার ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই ছবির প্রযোজক সন্দীপ সরকার।

পুষ্পা ৩, তিন বছরের অপেক্ষা?

পুষ্পা ১ ও ২-এর দারুণ সাফল্যের পর দর্শকরা অপেক্ষা করছেন এর তিন নম্বর ভাগের জন্য। তাদের জন্য সুখবর, পুষ্পা ৩-- দ্য রামপেজ আসবে ২০২৮-এ। রবিবার নির্মাতাদের তরফে এই খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযোজক রবি শঙ্কর বলেছেন, পুষ্পার নায়ক অল্লু অর্জুন আগে পরিচালক অ্যাটলির প্যান ইন্ডিয়া

প্রোজেক্ট ও ত্রিবিক্রম শ্রীনিবাসের ছবি শেষ করবেন, তারপর পুষ্পা-তে হাত দেবেন। প্রথমোক্ত দুই ছবি শেষ হতে ২ বছর লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুষ্পা-র পরিচালক সুকুমারও এখন রাম চরণের সঙ্গে ছবি নিয়ে ব্যস্ত। পুষ্পা-র সংলাপ লেখক শ্রীকান্ত ভিস্সা বলেছেন, পুষ্পা ৩ আরও বড় ক্যানভাসের এবং আগের দুই পুষ্পার থেকে আরও ভালো হবে। ছবিতে অনেক নতুন চরিত্র আসবে। বলিউডের বড় স্টারকে ভিলেন হিসেবে আনার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি কে, এখনও জানা যায়নি। পুষ্পা ১,৩৫০ কোটি, পুষ্পা ২, ১,৭৫০ কোটি ব্যবসা করেছিল বিশ্বজুড়ে। পুষ্পা ৩ নিয়েও প্রত্যাশার পারদ চড়ছে।

ডাইনির মুখোমুখি দেবী

এ গল্প কালবুনি গ্রামের মায়ার। তার স্বপ্ন সে পৃথিবীর সেরা 'ডাইনি' হবে। পিশাচসিদ্ধ হওয়ার সাধনায় সে ১০০ শিশুর বলি দেয়। পিশাচ তাকে শক্তি দিলেও জানিয়ে দেয় এক জাদু-কন্যার হাতেই তার মরণ হবে। মায়া তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে কলকাতায় সূর্য আর মণিমালার সন্তান হয়ে জন্ম নেয় সেই জাদু-কন্যা, নাম দেবী। মণিমালা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারিণী, সূর্য মানুষ। মেয়েকে জন্ম দেওয়ার জন্যই মণিমালার শারীরিক মৃত্যু হয়। সূর্য মেয়ের অতিপ্রাকৃত শক্তিকে লুকিয়ে রেখে বড় করে, তবুও মায়া দেবীর কথা জানতে পেরে যায়। দেবীর কি ধ্বংস অনিবার্য নাকি মায়ারই বিনাশ হবে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বাংলা ছবি 'দেবী' থেকে। গল্প ও পরিচালনায় সৌপ্তিক সি। প্রধান ভূমিকায় রঞ্জিতা দাস, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা বসু, সোমরাজ মাইতি প্রমুখ। ছবি প্রসঙ্গে সৌপ্তিক বলেছেন, 'দেবী মণিহারা-র সিক্যুয়েল। মণিহারা ছিল হরর কমেডি। দেবী বাংলার প্রথম হরর ফ্যান্টাসি। আমি ভূত, পেত্নি, ব্রহ্মদৈত্য নিয়ে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি বানাচ্ছি। আমরা মনে করি, দর্শকরা আবার তাদের শৈশবে ফিরে যাবেন এই ছবি দেখে।'

রঞ্জিতা বলেছেন, 'চরিত্রটা বেশ ইন্টারেস্টিং, এতে অনেক শেড আছে। এই সুপারউওম্যান চরিত্র বাংলা ছবিতে আগে দেখা যায়নি।' রাহুল অরুণোদয়ের বক্তব্য, 'আমি এখানে সূর্য, দেবী-র বাবা। মেয়ের সুপারপাওয়ারকে লুকোবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সৌপ্তিকের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা দারুণ। ও নিজে ভালো অভিনেতা, চরিত্রের ডিটেলিং ও যেভাবে করেছে, আমি তাকেই অনুসরণ করেছি। রঞ্জিতা এবং আরও অনেক কমবয়সীদের সঙ্গে কাজ করেছি। সেটা দারুণ অভিজ্ঞতা।' অঞ্জনা বলেছেন, 'এই ধরনের চরিত্র প্রথম করছি। সৌপ্তিকের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। ওর সঙ্গে কাজ করা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। রঞ্জিতার সঙ্গে এই প্রথম কাজ করলাম। ছবির মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছি।' স্ক্রিনপ্লে ও ডায়লগ স্ক্রিপ্ট সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনা ইকো ফিল্মস ও এসএফইএল।

বৈষ্ণোদেবীর কাছে মদ্যপান, বলিউডের ইনফ্লুয়েন্সারকে আইনি নোটিশ

'মদ্যপান নিষিদ্ধ।'

আর সেই নিষিদ্ধ জায়গায় বসেই অপকর্মটি করেছেন বেশ কয়েকজন। বৈষ্ণোদেবীর কাছে নিষিদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বসে মদ্যপান করা যাবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! নিষিদ্ধ তকমাকে তোয়াক্কা না করে মদ্যপানের অপরাধে মামলা রুজু হল বলিউডের জনপ্রিয় এক ইনফ্লুয়েন্সারের নামে।

সোশ্যালাইট ইনফ্লুয়েন্সার ওরহান আওয়াত্রামণি অর্থাৎ ওরি। ওরহান সহ আরও সাত জনের বিরুদ্ধে কাটরার একটি হোটেলে বসে মদ্যপানের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

অন্য অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন একজন রাশিয়ান নাগরিক আনাস্তাসিলা আরজামাস্কিনা, তিনি ওরি এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কাটরায় গিয়েছিলেন।

কাটরা থানায় এই কারণে একটি এফআইআর (নং ৭২/২৫) দায়ের করা হয়েছে, যেখানে ওরি, দর্শন সিং, পার্থ রায়না, ঋত্বিক সিং, রাশি দত্ত, রক্ষিতা ভোগল, শাগুন কোহলি এবং আরজামাস্কিনাকে প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ লঙ্ঘন এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

রিয়াসি পুলিশের একজন কর্মকর্তা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বিষয়টি তদন্তের জন্য এসপি কাটরা, ডেপুটি এসপি কাটরা এবং এসএইচও কাটরার তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। ওরি সহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিস পাঠানো হবে। সেই নোটিসে তাঁদের তদন্তে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

পুলিশের কর্মকর্তা আরও বলেছেন, যে যত বড়ই হোমরাচোমরা হোক না কেন, সে যদি আইন লঙ্ঘন করে, বিশেষ করে ধর্মীয় স্থানে মদ্যপান বা মাদক সেবনের মতো কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় চাউর হতেই নানা জনের নানা মন্তব্য উড়ে বেড়াচ্ছে।

খুচরো নিয়ে টালবাহানা শহরে

দানবাক্স প্রতি মাসে খুলে দেখা যায় ভর্তি ১ টাকা ২ টাকার কয়েনে। কিন্তু আমরা সেগুলো নিয়ে বাজারে গেলে দোকানদাররা নিতে চান না।

-রঞ্জিত রায়, পুরোহিত

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : চার নম্বর রেল গুমটি থেকে থানা মোড়ে এসে টোটো থেকে নেমে চালককে দশ টাকার নোট এবং ১-২ টাকা মিলে পাঁচ টাকা, মোট ১৫ টাকা ভাড়া দিলেন সুমন চৌধুরী। কিন্তু টোটোচালক সেই টাকা নিতে নারাজ। তাঁর চাই পাঁচ টাকার কয়েন। আবার দিনবাজারের এক ওষুধের দোকান থেকে ১১৬ টাকার মাথা ব্যথা, জ্বর, অ্যালার্জির ওষুধ কিনে ১২০ টাকা দোকানদারকে দেন শহরের বাসিন্দা অমিত সরকার। 'চার টাকা নেই, এই লজেন্সগুলো রাখুন', বলেন দোকানের কর্মচারী। কারণ তাঁর কাছে নাকি খুচরো নেই। কেউ খুচরো টাকা নেবেন না কারণ তা নাকি চলে না জলপাইগুড়ি শহরে। অনেকের কাছে আবার খুচরোই নেই। এ যেন রোজকার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও দোকানদার, টোটোচালক, আবার কখনও ক্রেতারাই খুচরো নিতে চাইছেন না। কিন্তু খুচরো টাকা তো বন্ধ করেনি সরকার। তাহলে কেন এই পরিস্থিতি? এই নিয়ে নানা জনের নানা মত। এই যেমন দিনবাজারের এক ক্রেতা শান্তনু সাহা বলেন, 'খুচরো এক-দুই টাকা পকেটে রাখলে পকেট ভারী হয়ে যায়। অসুবিধা হওয়াতে কেউ নেয় না।'

কিন্তু সবাই যে খুচরো নিতে অস্বীকার করছেন তেমনটা নয়। চা বিক্রেতা শ্যামলী কুণ্ডু ঠ্যালা নিয়ে ক্লাব রোডে রাস্তার পাশে দোকান চালান। চা খেতে এসে সকলের খরচ হয় ৫-৭ টাকা অথবা ১২ টাকা। শ্যামলীর কথায়, 'আমাদের খুচরো নিতেও হয়, দিতেও হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মহাজনরা আমাদের কাছ থেকে খুচরো নেন না। এখানেই মুশকিল। প্রশাসন এ ব্যাপারে নজর দিক।'

২০১১ সালের জুলাই থেকে ভারতে ২৫ পয়সা অথবা তার কম মূল্যের কয়েন বাতিল ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ২০১৯ সালে জুনে সার্কুলার জারি করে আরবিআই জানিয়েছিল, ১, ২, ৫ টাকার কয়েন বৈধ। কেউ না নিতে চাইলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে খুচরো নিয়ে নিজেদের মতো করে আইন তৈরি করছে শহরের ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ। পাহাড়পুর সংলগ্ন এক মন্দিরের পুরোহিত রঞ্জিত রায় বলেন, 'আমাদের দানবাক্স প্রতি মাসে খুলে দেখা যায় তাতে ভর্তি ১ টাকা ২ টাকার কয়েন। কিন্তু আমরা সেগুলো নিয়ে বাজারে গেলে দোকানদাররা সেগুলো নিতে চায় না। অনেকসময় ব্যাংকও খুচরো নেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করে।'

বর্তমানে শহরের এমন অবস্থা যে ভিক্ষাজীবী অনেক মানুষও ১-২ টাকা তো দূরের কথা, পাঁচ টাকার কয়েন নিতেও অস্বীকার করেন।

সমস্যা যেখানে

- কখনও দোকানদার, টোটোচালক, আবার কখনও ক্রেতারাই খুচরো নিতে চাইছেন না
- কিন্তু খুচরো টাকা বন্ধ করেনি সরকার
- সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে খুচরো নিয়ে নিজেদের মতো করে আইন তৈরি করা হয়েছে

রজত জয়ন্তী বর্ষে অনুষ্ঠান

মালবাজার, ১৭ মার্চ : ২১ এবং ২২ মার্চ ওদলাবাড়ি সুনীল দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে বিধানপল্লি মাঠে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা ধর বলেন, 'প্রথম দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নাচ-গান পরিবেশনের পাশাপাশি সংগীতশিল্পী অন্বেষা দত্ত গান করবেন। দ্বিতীয় দিন থাকবে দোহার ব্যান্ড। প্রাক্তনীদের সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান আলাদা মাত্রা নেবে বলে আশা করছি।'

রামনবমীর প্রস্তুতি

মালবাজার, ১৭ মার্চ : রামনবমী উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হল মালবাজারে। সোমবার স্টেশন রোডের একটি বেসরকারি ভবনে রামনবমী মহোৎসব কমিটির তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ৬ এপ্রিল শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে শুরু হবে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় রাম মন্দিরের অনুকরণে মূর্তি, ছত্রপতি শিবাজির মূর্তি সহ মহাকুম্ভের একটি ট্যাবলো থাকবে। অনুষ্ঠানের আনুমানিক খরচ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাল ব্লক সভাপতি দীপকুমার তিওয়ারি, রামনবমী মহোৎসব কমিটির সভাপতি সীমা সিং, সম্পাদক ওমনারায়ণ দাস, শেখর মাহাতো প্রমুখ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পবিত্রনগরে। মৃতের নাম দীপক বর্মন (৪২)। সোমবার দুপুরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়ির একটি ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দীপকের ভাই কার্তিক বর্মন বলেন, 'দাদার ঠিক কী হয়েছিল, সেটা ও আমাদের জানায়নি। তবে কয়েকদিন ধরে অবসাদে ভুগছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমাদের অনুমান, অবসাদ থেকেই এমন কাণ্ড ঘটাল।' তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাচীর ভাঙা, সুযোগ পেলেই ছুট

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৭ মার্চ : মাল বাজার শহরে আদর্শ বিদ্যা ভবনের প্রাচীরটি ভেঙে গিয়েছে অনেকদিন আগে। আর এর সুযোগ নিচ্ছে কিছু পড়ুয়া। তারা ওই ভাঙা প্রাচীর দিয়ে যখন-তখন স্কুল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। তাড়াতাড়ি প্রাচীরটি মেরামত করা হবে।

দেখতে দেখতে আদর্শ বিদ্যা ভবন স্কুলটির বয়স ৭৫ বছর পার হয়ে গিয়েছে। অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী স্কুলটি। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাঁদের পড়াশোনা ও কাজের মধ্য দিয়ে দেশবিদেশে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করছেন।

বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের সদস্য নবীন সাহা বলেন, স্কুল থেকে পড়ুয়ারা পালিয়ে যাওয়ার দায়ভার স্কুল কর্তৃপক্ষের। আগে শিক্ষকরা পড়ুয়াদের স্কুল পালানো আটকানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করতেন। প্রাচীরটি মেরামতের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সিপিএমের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সদস্য কামিনীমোহন রায় বললেন, 'পরিচালন কমিটির বৈঠক ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন বিল্ডিং তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালে মুখ্যমন্ত্রী স্কুলের মাঠ উন্নয়নে অর্থবরাদ্দ করেছিলেন। এছাড়াও স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তিতে অনেক প্রাক্তনী স্কুল উন্নয়নে অর্থসাহায্য করেছিলেন। এথেকে বোঝা যাচ্ছে স্কুলের আর্থিক দিকটা যথেষ্ট ভালো রয়েছে। তবুও কেন প্রাচীর তৈরিতে এমন অনীহা সেনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এসএফআইয়ের সদস্য শুভম নন্দী বললেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হল। অথচ একটা প্রাচীর তৈরি করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। এটা সত্যিই হাস্যকর। তাড়াতাড়ি প্রাচীরটির ব্যবস্থা করা উচিত। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের টাউন সভাপতি মৃন্ময় ব্যানার্জি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিক্ষা জগতে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পরিচালন কমিটিকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।'

বিষয়টি ছোট হলেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন মাল শহরবাসীরা। কারণ আদর্শ বিদ্যা ভবন শহরের ঐতিহ্য। স্কুলের প্রাক্তনী সুকান্ত দাস বলেন, 'স্কুলে বিগত দিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। ভাঙা প্রাচীরটি দিয়ে পড়ুয়ারা পালানোর সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দায়ভার কে নেবে। পরিচালন কমিটিকে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমস্যার সমাধান করা উচিত।'

ময়নাগুড়ি পুরসভার 'জন্মদিনে উপহার'

১০০ কোটির খসড়া

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ মার্চ : সোমবার ময়নাগুড়ি পুরসভার কাউন্সিলারদের শপথগ্রহণের তিন বছর পূর্তিতে কেক কাটা হল ঘটা করে। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী কেক কাটলেন। চলতি আর্থিক বছরের খসড়া বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার একটি খসড়া বাজেট তৈরি করা হয়েছে। কাজের প্রকল্প তৈরি করে পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরি করা হবে। সভায় সেই বাজেট অনুমোদন করিয়ে নিয়ে তবেই পাঠানো হবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। চূড়ান্ত বাজেট নিয়ে সভা ডাকা হয়েছে আগামী ২৬ মার্চ বুধবার।

ময়নাগুড়ি পুরসভার নোটিফিকেশন জারি হয় ২০২১ সালের ৬ জুলাই। আর ২০২২ সালের ১৭ মার্চ জনপ্রতিনিধিরা শপথগ্রহণ করেছিলেন। সেই হিসেবে পুরসভার 'জন্মদিনে' কাউন্সিলারদের বক্তব্যে এদিন নাগরিক পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন কথা উঠে আসে। ময়নাগুড়িতে পার্কিং জোন নেই। শহরের ভেতরে রাস্তাঘাটজুড়ে টোটো, সাইকেল, মোটরসাইকেল পার্ক করে রাখা হয়। পানীয় জলের তীব্র সমস্যা। অধিকাংশ রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, 'পুরসভার কাজের গতি বাড়াতে হবে। নাগরিকরা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।'

এদিন খসড়া বাজেট নিয়ে সভা

তিন বছর পূর্তিতে কেক কাটা হচ্ছে। সোমবার।

শেষে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'প্রায় ১০০ কোটি টাকার একটি বাজেট প্রাথমিক পর্যায়ে করা হয়েছে। তবে এর পরিবর্তন হতে পারে। আগামী ২৬ মার্চ চূড়ান্ত বাজেট তৈরি করা হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা তাঁদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের কাজের প্রকল্প জমা দিয়েছেন।' সেইসঙ্গে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শহরবাসী পানীয় জল পরিষেবা পাবেন। আম্রুত-২ প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার কাজ চলছে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, বেশ কয়েকটি নতুন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। খেলার মাঠের পাশে ফাঁকা জায়গায় পুরসভা একটি শেড নির্মাণ করবে। সেখানে পুরসভার যানবাহন এবং মেশিনপত্র রাখা হবে। তার পাশেই পার্কিং জোন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পুরসভার তরফে শহরে বেশ কয়েকটি তোরণ বানানো হবে। সেইসঙ্গে পুরোনো বাজারের ভেতরে সবজি বাজারের রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হবে।

পরিকল্পনা

- খসড়া বাজেটের কিছু রদবদল হতে পারে
- আগামী ২৬ মার্চ চূড়ান্ত বাজেট তৈরি করা হবে
- শহরে পার্কিং জোন নেই, রাস্তা বেহাল, পানীয় জলের তীব্র সংকট
- নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ কাউন্সিলরদের

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শহরবাসী পানীয় জল পরিষেবা পাবেন। আম্রুত-২ প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার কাজ চলছে।

মনোজ রায়, ভাইস চেয়ারম্যান

খসড়া বাজেট নিয়ে বৈঠক।

জরুরি তথ্য

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	- ১
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৩
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৩
ও নেগেটিভ	- ০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৫
ও পজিটিভ	- ৫
ও নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ৩

অনলাইন শপিংয়ে সাবধানতার পরামর্শ

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : ছোটখাটো যে কোনও জিনিস কেনার সময় অবশ্যই নিতে হবে বিল। তবেই জিনিস কিনে কোনও সমস্যায় পড়লে সমাধানের পথে হাঁটা সম্ভব। সোমবার ছিল বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস। সেই উপলক্ষ্যে প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই বার্তাই দেওয়া হল জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের তরফে। আলোচনা করা হল কনজিউমার ক্লাব নিয়েও।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলার কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'আমরা অনেক সময় দোকান থেকে বিল না নিয়ে শুধু টাকা দিয়ে জিনিস নিয়ে আসি। এরপর কোনওভাবে প্রতারণার শিকার হলে, বিল না থাকায় একচুলও এগোতে পারি না। কিন্তু যদি বিল থাকে তবে সহজেই ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে এসে অভিযোগ জানানো সম্ভব।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া শ্রাবণী শীল শর্মা বলেন, 'আজ অনেক কিছু জানলাম, যেগুলো ভবিষ্যতে প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচাবে।'

রেজিস্টার্ড অ্যাপ ছাড়া কোনওমতেই অনলাইন শপিং করা উচিত নয়। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে আসা বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে কেনাকাটার কথা চিন্তা না করাই ভালো।

- দেবাশিস মণ্ডল

কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর

ছাতা মাথায় বাড়ির পথে।। মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

গাড়ি অকেজো, সাফাই আটকে

মালবাজার, ১৭ মার্চ : মাল শহরের ১৫টি ওয়ার্ডের জন্য এখনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হয়নি। ওয়ার্ডগুলোর জঞ্জাল অপসারণের জন্য টোটোর ব্যবস্থা রয়েছে পুরসভার তরফে। ওই টোটোয় বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করা হয়। পরবর্তীতে সেই আবর্জনা ট্র্যাক্টরের মাধ্যমে অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ টোটোই অকেজো হয়ে গ্যারাজে পড়ে রয়েছে। ফলে এলাকার সাফাই কাজ বন্ধ।

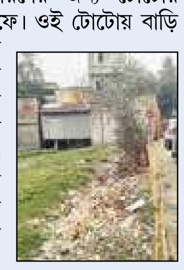

ওইসব ওয়ার্ডে যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে রয়েছে। শহরের বাসিন্দা কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন, 'রাস্তায় প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হাওয়া দিলেই সেসব উড়ে আমাদের বাড়িতেই পড়বে। আবর্জনার জন্য মশার উপদ্রব বেড়েছে।' পুরসভার সেনেটারি বিভাগের কনভেনার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'দ্রুত টোটো সারাই করে এলাকার আবর্জনা সাফাই করা হবে। সমস্যা সমাধানে টানা ভ্যান ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি

আবর্জনায় ভরেছে নিকাশিনালা

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : জলপাইগুড়ি শহরের জনবহুল এলাকা কদমতলা। ওই এলাকায় জলনিকাশির হাইড্রেন আবর্জনায় ভরে উঠছে। বিভিন্ন ফাস্ট ফুড, চায়ের দোকানের আবর্জনা প্রতিদিন ফেলা হচ্ছে হাইড্রেনে। ড্রেনের তলদেশ দেখা যাচ্ছে না। ড্রেনজুড়ে কাগজের চায়ের কাপ, প্লেট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহৃত পাউচ ও প্যাকেটে ভরে গিয়েছে হাইড্রেনগুলি। জল বের হওয়ার কোনও উপায় নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা সমীর হালদার বলেন, 'বিকেল থেকে কদমতলা মোড়ের ওই এলাকায় ভিড় হয়। আবর্জনাগুলি ডাস্টবিনে না ফেলে হাইড্রেনে ফেলছে। এতে ড্রেনগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। জলনিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। ভারী বৃষ্টি হলে ড্রেন দিয়ে জল না বেরিয়ে উপচে রাস্তায় চলে আসে।

ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুব্রত পাল বলেন, 'এক মাস আগে কদমতলার হাইড্রেন সাফাই করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ মানা না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে পুরসভা।'

শহরের কদমতলায় নালায় আবর্জনা।

ধূপগুড়ি

মশার আঁতুড়

ধূপগুড়ি, ১৭ মার্চ : আড়াই বছর ধরে কাউন্সিলারহীন শহরের অলিগলি পাড়া-মহল্লার দেখভালের অভাব ধরা পড়ল খালি চোখে। শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় কিছুটা সাফাই হলেও ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় বসতি এলাকাগুলিতে তা অনিয়মিত। যাঁদের আবর্জনা ফেলার জায়গার অভাব, তাঁরা চুপিসারে কাছের নালায় আবর্জনা ফেলেন।

সেই জমে থাকা আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। ঘন বসতিপূর্ণ শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে নালার আশপাশে রয়েছে পানীয় জলের স্ট্যান্ডপোস্ট। সেখান থেকে বাড়তি জল নালায় গিয়ে মেশে। কিন্তু জঞ্জালে ঠাসা নালা দিয়ে জল বইতে না পারায় জমা জল মশার প্রজননে সাহায্য করে।

তারপর সন্ধ্যা হলেই আবর্জনার স্তূপ থেকে মশার দল হানা দেয় ঘরে। ক্ষুব্ধ শহরবাসী সবিতা দেবনাথ বলেন, 'পুরসভার তরফে নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই হলে নালায় মশা জন্মাত না। দুর্গন্ধে আমাদের প্রাণও ওষ্ঠাগত হত না।'

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ, পূর্ণেন্দু সরকার, সপ্তর্ষি সরকার।

গাড়ির পাদানিতে ঝুলে যাতায়াত

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : অহরহ দুর্ঘটনা ঘটে। তবু মানুষের হুঁশ ফেরার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। জলপাইগুড়ির বৌবাজার এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট গাড়িগুলিতে সাধারণ মানুষ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে যাতায়াত করেন। ভিড় বাড়লে অনেকে আবার গাড়ির উপরে চড়ে বসেন। এভাবে গাড়ির পাদানিতে কিংবা উপরে চড়ে যাতায়াতের সময় বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাও মানুষ সচেতন হননি। এবিষয়ে প্রশাসনেরও কোনও হেলদোল না থাকায় প্রশ্ন উঠছে। ট্রাফিক ডিএসপি অরিন্দম পালচৌধুরী অবশ্য বলেন, 'আমরা সবসময় নজর দিচ্ছি। গাড়ির পাদানি কিংবা উপরে চড়ে যাতায়াত করা বেআইনি। তবে, সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। স্ট্যান্ড থেকে না উঠলে পরে অনেক যাত্রী জায়গা না থাকলে এভাবে যাতায়াত করেন। কিন্তু এতে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে।' তাই চালক-খালাসি সহ সকলকেই সচেতন হতে হবে বলে তিনি জানান।

শহরের বৌবাজার এলাকা থেকে ছোট গাড়িতে করে প্রতিদিন বহু মানুষ কর্মক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন। মণ্ডলঘাট, বেরুবাড়ি, কাশিয়াবাড়ি, ধাপগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় গাড়িগুলি যাত্রী নিয়ে যায়। গাড়িতে বসার জায়গা না পেলেই মানুষ গাড়ির পাদানিতে উঠে পড়ে। অনেকে আবার গাড়ির উপরেও চড়ে বসেন। এভাবে যাতায়াত করতে গিয়ে চলতি মাসেই নাগরাকাটা খাসবস্তির বাসিন্দা একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়। গাড়ির পাদানিতে চড়ে যাওয়ার সময় ঝাঁকুনি হতেই পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। বৌবাজার এলাকায় একটি ট্রাফিক বুথ রয়েছে। কিন্তু তাতে তালা ঝোলানো থাকে। এলাকায় কোনও ট্রাফিক পুলিশও থাকে না। তাই গায়ের জোরে নিয়মকে উপেক্ষা করেই দিনের পর দিন জীবন বাজি রেখে যাতায়াত চলছে।

বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা তমাল বসু বলেন, 'চালক কিংবা খালাসিরা কোনওরকম আপত্তি করেন না। যাত্রীরা চড়ে যান। আমার মনে হয় যদি ট্রাফিক পুলিশ থাকত, তাহলে এই ধরনের দৃশ্য দেখতে হত না।' অন্যদিকে, এবিষয়ে আরেক যাত্রী সুপ্রিয় রায় বলেন, 'এভাবে যেতে কোনও সমস্যা হয় না। জায়গা না পেলে গাড়ির উপরে কিংবা পাদানিতে চড়ে যাই। এতে অপেক্ষা করতে হয় না। তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে যাই।' যদিও এব্যাপারে বৌবাজার এলাকার ছোট গাড়িচালক কিংবা খালাসির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও তাঁরা মুখ খুলতে চাননি।

পুলিশ নজরদারি চালানোর আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কতটা কাজ হবে তাই নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। এভাবে যাতায়াত করলে চালক ও যাত্রী সকলকে জরিমানা করলে সমস্যার সুরাহা হতে পারে বলে কারও কারও দাবি।

রামির খোঁজে কুনকি নিয়ে তল্লাশি। গরুমারায় সোমবার। ছবি : শুভদীপ শর্মা

পিলখানা থেকে নিখোঁজ গর্ভবতী

প্রথম পাতার পর

প্রতিদিনের মতো রবিবারও তাকে মূর্তি নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মাহুত। ফেরার সময় হঠাৎই মেজাজ বিগড়ে যায় রামির। মাহুত কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সে। তারপর থেকেই শুরু হয় রামিকে খোঁজার পালা। রবিবার রাতের পর সোমবার দিনভর গরুমারার সমস্ত কর্মী, অন্য কুনকিদের নিয়ে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে চলে রামিকে খোঁজার পালা।

রামি নিখোঁজের ঘটনায় বন দপ্তরের কর্মীরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। দিনকয়েক আগে বন দপ্তরের নাথুয়া জঙ্গলে নিরাপত্তার জন্য রাখা কুনকি হাতি মিতালিও তার পিলখানা ছেড়ে লোকালয়ে চলে এসেছিল। অবশ্য তাকে সেইদিনই ফেরাতে সক্ষম হয় বন দপ্তর।

হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া বলেন, হাতিটি যেহেতু এর আগেও পিলখানা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাহলে ধরে নিতে হবে এই হাতির এটি সাধারণ স্বভাব। তবে সে যেহেতু অন্তঃসত্ত্বা, তাই যত দ্রুত সম্ভব সেটিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে বন দপ্তরকে।

‘সন্তান’ বিক্রি

প্রথম পাতার পর

গিয়েছে তাতে লাল্লা দেব গভর্নমেন্ট হাসপাতাল, শ্রীনগর লেখা থাকায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। যদিও পুলিশের কাছে রাজেশ ও অনীতা জানিয়েছে, তারা শ্রীনগরে কাজ করত।

রাজেশ ও অনীতা দুজনেই জানিয়েছে, তাদের বাড়ি বানারহাট ব্লকের কারবালা ও দেবপাড়া চা বাগানে। এদিন কারবালা চা বাগানের জিএম কোঠি লাইনে রাজেশের পরিবারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাজেশের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। চা বাগানের কোয়ার্টারে রাজেশের বাবা-মা ও দুই ভাই রয়েছেন। বড় ভাই বাগানের বাবু স্টাফ। অতিরিক্ত মদ্যপান ও নেশা করার কারণে পরিবারের সঙ্গে রাজেশের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, দেবপাড়া চা বাগানের প্রেমনগরে অনীতার বাড়ি। কয়েক বছর আগে স্বামীকে ছেড়ে সে রাজেশের সঙ্গে থাকে। দেবপাড়ার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অনীতার প্রথম পক্ষের দুটি ছেলে রয়েছে। অনীতার স্বামী তার কোনও খোঁজখবর নেন না। বছরের বেশিরভাগ সময় অনীতা বাইরে থাকে। প্রতিবেশীরা জানান, সপ্তাহখানেক আগে এলাকায় অনীতা ও রাজেশ আসে। তখন তাদের কাছে একটি ছোট বাচ্চা ছিল। সেটি তাদের সন্তান বলেই ধারণা প্রতিবেশীদের।

জেলা সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনা হলে পুলিশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিয়মমাফিক কাজগুলি করে সিডব্লিউসি-র হাতেই বাচ্চাটিকে তুলে দেবে পুলিশ।’

ভোগান্তি যাত্রীদের

ঝড়ে তার ছিঁড়ে বিঘ্ন ট্রেন চলাচলে

কল্লোল মজুমদার ও সানি সরকার

মালদা ও শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ হঠাৎ ঝড় বইতে শুরু করে। সঙ্গে ঘনঘন বিদ্যুতের চমকানি। যার জেরে মালদার চামাগ্রাম আর খালতিপুরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওভারহেড তার এবং যন্ত্রাংশ। বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল।

চরম দুর্ভোগে পড়েন দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল, আনন্দবিহার, সেকেন্দ্রাবাদ-শিলচর, হোলি স্পেশাল, কামরূপ, রাধিকাপুর, উত্তরবঙ্গ ও হাটেবাজারে এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীরা। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি বলে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। মেরামতি করতে প্রায় সকাল হয়ে যায়।

রেল সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ৫টার পর বিভিন্ন স্টেশনে আটকে থাকা ট্রেনগুলি পুনরায় যাত্রা শুরু করে। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রূপা মণ্ডল বলেছেন, ‘ঝোড়ো হাওয়ায় চামাগ্রাম আর খালতিপুরের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগে সাময়িক সমস্যা হয়েছিল। সেজন্য কিছু যাত্রীবাহী দূরপাল্লার ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য আটকে যায়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।’

দার্জিলিং মেল যখন নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে এল, তখন সময় দুপুর ১টা ১১ মিনিট। প্রায় ১৫ মিনিট পর স্টেশনে পৌঁছায় পদাতিক এক্সপ্রেস। যদিও ট্রেন দুটির পৌঁছানোর কথা ছিল সকালে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ট্রেন লেটে বিধ্বস্ত

ট্রেন দেরিতে আসায় ভোগান্তি যাত্রীদের। সোমবার এনজেপি স্টেশনে।

দেখাচ্ছিল যাত্রীদের। অনেকেই ভেবেছিলেন, সাতসকালে এনজেপি পৌঁছে দুপুরের মধ্যে পৌঁছাবেন পাহাড়ে। সেই পরিকল্পনায় জল ঢালে প্রকৃতি।

পদাতিক এক্সপ্রেসের যাত্রী অশোক চৌধুরীর কথায়, ‘ট্রেন লেটের জন্য আজ আর কালিম্পং পৌঁছে হোটেলের বাইরে বেরোনো যাবে না। দিনটাই নষ্ট।’ একইভাবে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস মালদায় রাত ২টা ১০ মিনিটের পরিবর্তে পৌঁছায় ভোর ৫টা ৪৭ মিনিটে। এনজেপি পৌঁছায় সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের বদলে বেলা ১০টা ১৮ মিনিটে।

রবিবার রাতে কামরূপ এক্সপ্রেস ধরে এনজেপি যাওয়ার কথা ছিল মালদা শহরের ব্যবসায়ী অচিন্ত্য হালদারের। কিন্তু মালদা টাউন স্টেশনে এসে বিপর্যয়ের কথা জানতে পারেন তিনি। অগত্যা বাড়ি ফিরে সোমবার সকালে মালদার গৌড়কন্যা থেকে বাস ধরে শিলিগুড়ি যান। গৌড়কন্যায় দাঁড়িয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘সকালের মধ্যে না পৌঁছাতে পেরে ব্যবসায় অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেল। কী করা যাবে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তো আর নেই।’ একই কথা শিক্ষক অমিতাভ দত্তর।

রাধিকাপুর রেলস্টেশনের ম্যানেজার সংগীত দত্ত বললেন, ‘কলকাতা থেকে রাধিকাপুরগামী (১৩১৪৫) আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর রাধিকাপুরে পৌঁছেছে। জঙ্গিপুর ও ফরাক্কার মাঝে কোথাও লেট করেছে ট্রেনটি। যেহেতু, ওই এলাকা মালদা ডিভিশনের অধীনে, তাই ট্রেন চলাচল ব্যাহতের আসল কারণ ওরাই বলতে পারবে।’ কী কারণে ট্রেন চলাচলে দেরি, তা বিস্তারিতভাবে না জানালেও কোন কোন ট্রেন লেটে চলেছে, সেই সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে পূর্ব রেল।

হাইড্রোজেনে নয়া দিশা

এনবিইউ-এর গবেষণায় শিল্পে সম্ভাবনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : বিজ্ঞান মানুষকে ভাবতে শেখায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষণাও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নিয়ে নতুন করে ভাবাচ্ছে গবেষক থেকে শিল্পপতি সকলকেই। জল থেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে সেই হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারে ইতিমধ্যেই সাড়াজাগানো সাফল্য পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। শুধু হাইড্রোজেন উৎপন্ন করাই নয়, কম খরচে কীভাবে বেশি পরিমাণ হাইড্রোজেন উৎপাদন করা যায় সেই কাজেও এসেছে সাফল্য। তবে এতদিন গোটা কাজটাই হয়েছে ল্যাবরেটরিভিত্তিক। এবার বাস্তবে শিল্পতালুকে জ্বালানি হিসাবে তাঁদের উৎপাদিত হাইড্রোজেন ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। সিঙ্গাপুরের একটি শিল্প সংস্থাকে হাইড্রোজেন সরবরাহ করবেন তাঁরা। সোমবার সেই মর্মেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সাস্টেনেবল ক্যাটালিসিস ল্যাবরেটরির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল সিঙ্গাপুরের একটি বেসরকারি সংস্থা।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তরে মউ স্বাক্ষরিত হয়। উপস্থিত ছিলেন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস, ক্যাটালিসিস ল্যাবরেটরির দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভাস্কর বিশ্বাস এবং সিঙ্গাপুরের সংস্থার চিফ টেকনলজি অফিসার গৌতম দলপতি। ২০২০ সাল থেকেই জল

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে হাইড্রোজেন ব্যবহারে মউ স্বাক্ষর।

থেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করার নানা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছিলেন ভাস্কর ও তাঁর গবেষক দল। তবে ‘ইলেক্ট্রো ক্যাটালিস্ট ডিজাইন’ পদ্ধতিতেই মেলে একের পর এক সাফল্য। ইতিমধ্যেই রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি সহ বিশ্বের নামকরা প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাদের একাধিক গবেষণাপত্র। সেই সূত্রেই বছরখানেক আগে সিঙ্গাপুরে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন ভাস্কর। সেখানে বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিকদের সামনে নিজেদের গবেষণার কথা বলেন তিনি। তা মনে ধরেছিল সিঙ্গাপুরের সংস্থাটির কর্তাদের। তাই দীর্ঘ আলাপ আলোচনা শেষে মউ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

ভাস্কর জানিয়েছেন প্রাথমিকভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে সিঙ্গাপুরের সংস্থাটি। তাঁর কথা, ‘মউ স্বাক্ষরকে সফলতার প্রথম ধাপ হিসাবেই দেখছি। আমাদের লক্ষ্য শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার সফল প্রয়োগ। তাতে যেমন গবেষণা এগোবে, তেমনি কমবে দূষণ। বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন জ্বালানি নতুন দিশা দেখাবে।’ সব ঠিক থাকলে পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মাইলস্টোন হবে বলেই মনে করছেন গৌতম।

জল থেকে বেশি পরিমাণ হাইড্রোজেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্ল্যাটিনাম কার্বন। যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। চিরাচরিত সেই পদ্ধতির পরিবর্তে কম খরচে তামানির্ভর অনুঘটক ব্যবহারের কাজেও ইতিমধ্যেই কয়েকধাপ এগিয়েছে ক্যাটালিসিস ল্যাবরেটরি। বিজ্ঞান ও গবেষণায় পিছিয়ে যাওয়ায় ন্যাকের বিচারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ‘এ’ থেকে ‘বি প্লাস প্লাস’ নেমে গিয়েছে। সব মিলিয়ে রসায়ন বিভাগের সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে অনেকটাই সহায়ক হবে বলেই আশাবাদী ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস।

ময়নাগুড়ি হাসপাতালে রোগীর ভিড়

আবহাওয়ার বদলে বাড়ছে রোগের প্রকোপ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৭ মার্চ : শীতের মরশুমে ময়নাগুড়ি হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন যত সংখ্যায় রোগী আসতেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হতেই এই বিভাগে জ্বর, সর্দি ও পেটের রোগ নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। শুধু ময়নাগুড়ি হাসপাতালই নয়, ময়নাগুড়ি ব্লকের গ্রামীণ এলাকার ছয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও গত কয়েকদিনে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা। শহরে প্রাইভেট চিকিৎসকদের চেম্বারগুলিও পিছিয়ে নেই।

মরশুম বদলের সময়ে ময়নাগুড়ি ব্লকে পেটের অসুখ, ভাইরাল জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সব স্তরের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে টানা জ্বর, সঙ্গে সর্দিকাশিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র এক অবস্থা। গত কয়েকদিন থেকে দিনের বেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ধ্যা নামতেই ফের তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। রাতের দিকে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনার জন্য বিভিন্ন রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে চিকিৎসকদের মত। তাঁরা জানাচ্ছেন, জ্বর ও সর্দিকাশিতে আক্রান্তদের বেশিরভাগেরই ‘আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট’, অর্থাৎ নাক, গলা ও শ্বাসনালিতে সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে ‘লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট’, অর্থাৎ ফুসফুসে সংক্রমণ বা নিউমোনিয়ায় আক্রান্তও মিলছে। এছাড়াও পেটের রোগে আক্রান্ত রোগীরা রয়েছেন।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে লাইনে রোগীরা। সোমবার।

সাবধানতার পরামর্শ

- জ্বর ও সর্দিকাশিতে আক্রান্তদের বেশিরভাগেরই নাক, গলা ও শ্বাসনালিতে সংক্রমণ
- কিছু ক্ষেত্রে ফুসফুসে সংক্রমণ বা নিউমোনিয়ায় আক্রান্তও মিলছে, পেটের রোগে আক্রান্তরাও রয়েছেন
- সমস্যা এড়াতে শিশু ও বয়স্কদের সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন

ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বর বললেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। প্রতিবছরই এই সময় রোগী সংখ্যা কিছুটা বেড়ে যায়। ঠান্ডার সময়ে মানুষ সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়। শীতের শেষে যখন তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে তখন অনেক সময়ে আমাদের শরীর তাপমাত্রার এই বৈষম্য নিতে পারে না। শিশু ও বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় তারা সহজে এই পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। তাছাড়া, তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রোগজীবাণুও সক্রিয় হয়ে ওঠে।’ ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে বিভিন্ন অসুখের আশঙ্কা বাড়ে বলে তিনি জানান। ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক চিরঞ্জিত মোহন্ত মনে করিয়ে দিলেন, ‘আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।’

মেলার ঐতিহ্য ফেরাতে যমুনায় খাল খনন

মানিকগঞ্জ, ১৭ মার্চ : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোনাপাড়া ব্রজপুরের ঢোলগ্রামে যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজ শুরু হল। এর ফলে সার্ধ শতাব্দীপ্রাচীন উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বারুণীমেলা নিজের ঐতিহ্য ফিরে পাবে বলে দাবি মেলা কমিটির। নদীর গতিপথ পরিবর্তনে প্রায় ৮০০ মিটার খাল কাটা হচ্ছে। ১২৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে গঙ্গা, কালী ও শিব মন্দিরে পুজো করে মেলার সূচনা হয়। এখানে যমুনা উত্তরবাহী ছিল। সেখানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পুণ্যার্থীরা তর্পণ করতেন।

মেলা কমিটির সদস্য পরেশ মালাকার, জয়চাঁদ সরকারের মতে, উত্তর স্রোতা নদীকে কেন্দ্র করেই মেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় বিভিন্ন অংশে ভাঙনের ফলে ২০০৩ সালে নদী পূর্ব দিকে গতিপথ বদলায়। এতেই মেলার ঐতিহ্য ও গুরুত্ব নষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হয়। মেলা কমিটির অন্যতম সদস্য নির্মল রায় জানিয়েছেন, মেলার গৌরব ফিরে পেতে নদীকে আগের খাতে ফেরানোর জন্য বালুচর কেটে ফেলা হচ্ছে। দুটি আর্থমুভার ও বেশ কয়েকটি ট্রলির মাধ্যমে মাটি কেটে খাল বানানো হচ্ছে। সেই মাটি দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণের গর্ত ভরাট করা হবে। মেলা কমিটির সদস্য গোপাল সরকারের কথায়, ‘খাল কাটা হলে নদী উত্তর দিকে শিব মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে পুনরায় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হবে। ফলে এবছর থেকে পবিত্র যমুনা নদীর উত্তর প্রবাহেই সকলে তর্পণ করতে পারবেন।’

অঙ্গনওয়াড়ির শিশুদের নিয়ে পরিকল্পনা

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : সাতদিন পরপর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে না আসা শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মহকুমা শাসক। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরের রিজিওনাল ট্রেনিং হলে আইসিডিএসের সুপারভাইজারদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী এমন নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া শিশুদের খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান যাতে ঠিক থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিন তিনি জানান, খাবারের মান নিয়ে কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে সেই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক বলেন, ‘আমাদের জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের উপস্থিতির হার প্রায় ৭৩ শতাংশ। তবুও অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নাম নথিভুক্ত করা শিশুরা কেন্দ্রে আসছে না। কিন্তু তাদের মায়েরা এসে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। সেই বিষয়টি সকলকে খতিয়ে দেখতে হবে। সেই সব শিশুরা কি অন্য কোথাও পড়াশোনা করছে নাকি পড়াশোনার সঙ্গে তাদের আদৌও কোনও সম্পর্ক নেই সেই ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে।’ এছাড়াও তিনি কেন্দ্রের সুপারভাইজারদের জানান, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁরা রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন। সেই রিপোর্ট আর্ট পেপারের মধ্যে সাজিয়ে আগামী মিটিংয়ে উপস্থাপন করতেও বলা হয়েছে।

পাশাপাশি পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপের মাধ্যমে বেশ ভালো সাড়া মিলেছে বলেও তিনি জানান। আরও ভালোভাবে সেইসব তথ্য কাজে লাগানোর কথাও বলা হয়।

বিচারকের পাশে উঠে পড়ল আসামি

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : বারবারই সংবাদের শিরোনামে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। কখনও আইনজীবীদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা তো আবার কখনও আসামির সঙ্গে আইনজীবীদের একাংশের ঝামেলা। তবে এবারের ঘটনা একদমই অন্যরকম। এবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে খোদ এসিজেএম আদালতের বিচারককে। আদালত কক্ষে ঢুকে সোজা এজলাসে উঠে মহিলা বিচারকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এক আসামি। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন ভয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে যান বিচারক।

ঘটনাটি ১৩ মার্চ অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের। দোলের আগের দিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। বিচারককে বাঁচাতে আইনজীবীরা তৎপর হন। কোর্ট ইনস্পেকটর সদলবলে গিয়ে অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন। এরপর আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়। পাঁচদিনের হেপাজত শেষে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ সোমবার অভিযুক্তকে ফের আদালতে পেশ করে। তবে, এদিন আর তাকে এজলাসে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কোর্ট কাস্টডিতে রেখে আদালতে কাগজ পাঠানো হলে বিচারক অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে জেল হেপাজতে পাঠান।

এই ঘটনার পর ফের শিলিগুড়ি আদালতের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগেই আদালত থেকে বন্দি পালানোর ঘটনায় নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করতে পুলিশকর্তারা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। এরপরেও এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, ‘মেডিকেল রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন কি না।’

গত ১৩ তারিখ আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা হজরত মুরতাজা নামে এক তরুণ আদালত কক্ষে ঢুকে পড়ে। ফাঁসিদেওয়া থানার একটি মামলার আসামি হওয়ায় তাকে পুলিশই আদালতে নিয়ে এসেছিল। এদিক ওদিক দেখার পর অভিযুক্ত সোজা চলে যায় এজলাসে। একলাফে এজলাসে উঠে বিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। বিচারক কী লিখছেন তা দেখতে থাকে ওই তরুণ।

প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি এসিজেএম মীনা চট্টোপাধ্যায়। পাশে তাকিয়ে ওই তরুণকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে যান তিনি। আদালত কক্ষে হইচই শুরু হয়ে যায়। কোর্ট পুলিশ প্রথমে ওই তরুণকে আটক করে। এরপর শিলিগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পাঁচদিনের হেপাজতে নেয়। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা যায়, তার মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়।

ঘটনাক্রম

- ফাঁসিদেওয়ার একটি কেসে অভিযুক্ত ওই তরুণকে আদালতে এনেছিল পুলিশ
- বৃহস্পতিবার আদালত কক্ষে ঢুকে সে হঠাৎ বিচারকের এজলাসে উঠে পড়ে
- বিচারক কী লিখছেন তা দেখতে থাকে ওই তরুণ

সমন্বয়ের বার্তা

প্রথম পাতার পর

আমি সকল স্তরের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠনের কাজ করব। আমাদের লক্ষ্য হবে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে জেলার আটটি আসনে জয়ী হওয়া। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, প্রথম দিনে যেভাবে কর্মী-সমর্থকরা সভায় উপস্থিত হয়েছেন তাতে আটটি বিধানসভাই বিজেপির দখলে থাকবে।’

বাপির সংগঠন পরিচালনা নিয়ে দলের পুরোনো কর্মীদের ক্ষোভ ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। যোগ্য সম্মান দেওয়া হয় না, এই অভিযোগ করে পুরোনো নেতা-কর্মীদের অনেকে সরে গিয়েছিলেন।

দলের দীর্ঘদিনের কর্মী বর্তমানে মহিলা মোর্চার শিলিগুড়ি বিভাগের কো-কনভেনার টিনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘জেলা নেতৃত্বের থেকে যোগ্য সম্মান পেতাম না। যে কারণে পার্টি অফিসে আসতাম না। শ্যামলদার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। উনি নিজে আমাকে বলেছেন আসার জন্য, তাই এসেছি। উনিও বলেছেন একসঙ্গে কাজ করার কথা।’ টিনার মতোই দলের প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক শুকদেব সরকার বলেন, ‘নতুন সভাপতি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মারফত আমাকে খবর দিয়েছিলেন আসার জন্য। তাই এসেছি। বোতলে যে রংয়ের জল ভরা যায় বোতলকে সেই রংয়ের মনে হয়। এখন দেখার বিষয় সভাপতি পদের ব্যক্তি পরিবর্তনে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আসে কি না। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি একই অবস্থা থেকে যায় তাহলে কোনও লাভ হবে না।’

এদিন নতুন সভাপতিকে ফুলের তোড়া দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় অলোক চক্রবর্তী বলেন, ‘সকলকে নিয়ে চলার আবেদন জানিয়েছি। এখন দেখার বিষয় উনি কীভাবে দল পরিচালনা করেন। উনি যদি কারও অঙ্গুলিহেলনে চলেন তাহলে আবার সমস্যা হবে।’

রাস্তায় তরুণের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ফের শহরে অমানবিকতার ছবি। রবিবার রাতে সেবকগামী জাতীয় সড়কে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কাছে পথ দুর্ঘটনায় জখম এক তরুণ রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রইলেন। তাঁকে দেখেও এগিয়ে আসেননি ফোর লেনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। দূর থেকে এলাকার এক তরুণ অজয় রাই ছুটে এসেছিলেন বটে। তবে তিনি পাশে পাননি ওই নির্মাণকর্মীদের কাউকেই। সহযোগিতা পাওয়ার জন্য অজয় ১০০ নম্বরে ফোন করলেও সংযোগ পাননি। অ্যাম্বুল্যান্সের নম্বরে ফোন করলেও সংযোগ হয়নি। অজয়ের এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। মরিয়া হয়ে তাঁকে ফোন করেছিলেন অজয়। সোমবার অজয় বলেন, ‘পুরো বিষয়টি শোনার পর ওই পুলিশকর্মী আমাকে বলেন, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।’

কীভাবে রক্তাক্ত ওই তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? অজয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক সেনাকর্মী। একটি গাড়িকে কোনওভাবে ওই দুজন দাঁড় করিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই তরুণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। চালক রাজি হওয়ায় অজয় আহত তরুণকে সেই গাড়িতেই সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে পেরিয়ে গিয়েছিল কুড়ি মিনিটেরও বেশি সময়। জখম ওই তরুণকে শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। মৃত্যু হয় বছর পঁচিশের জলেশ্বরীর বাসিন্দা বিক্রম রায়ের।

হতাশ অজয় বলেন, ‘ওই জায়গায় ফোর লেনের কাজ চলছে। কিন্তু কোনও নির্মাণকর্মীরা এগিয়ে এলেন না। কেউ এগিয়ে এলে আরও আগেই ছেলেটাকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসা যেত। হয়তো ছেলেটা বাঁচত।’

উত্তপ্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৭ মার্চ : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের উত্তেজনা।

কিছুদিন আগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে মেখলিগঞ্জের নাকারেরবাড়ি সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএসএফ-বিজিবি’র মধ্যে বৈঠক হয়। বিএসএফ ওই বেড়া দেওয়া নিয়ে সেবারে নিয়মবিরুদ্ধ কোনও কাজ না করলেও বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই কাজ থেকে বিরত থাকে। এরই মধ্যে এবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। ওই সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণে বিএসএফ বারবার আপত্তি জানিয়ে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের জন্য ডাক দিলেও বিজিবি’র আধিকারিকরা তাতে কর্ণপাত করেননি।

প্রতিবাদে ভারতীয়রা সোমবার সীমান্তের জিরো লাইনে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বিজিবি ও বাংলাদেশের বাসিন্দারা তাতে বাধা দিতে আসে। সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফের জওয়ানদের রীতিমতো লাঠিসোঁটা দিয়ে আক্রমণ করা হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন নাকারেরবাড়ি গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএসএফ জওয়ানদের নিয়ে চারটি গাড়ি সীমান্তে পৌঁছায়। তারপর বাংলাদেশিরা পালায়। পরবর্তীতে বিএসএফ-বিজিবি’র মধ্যে আলোচনা হয়। তাতে সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া ও সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বললেন, ‘বিজিবি’র অবৈধ সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ নিয়ে ওদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজিবি ওই কাজ বন্ধ রেখেছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে।’

আগে দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। তাই আগে এই সীমান্ত দিয়ে পাচার কাজের পাশাপাশি প্রায়ই অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটত। ১৮ কিলোমিটারের অনেকাংশে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হলেও এখনও প্রায় তিন কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েই গিয়েছে। সেখানে বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফের পাশাপাশি বাসিন্দারা মরিয়া। স্থানীয়দের দাবি, এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়েই পাচারকারীরা এদেশে প্রবেশ করছে। স্থানীয় বাসিন্দা ঘিশুরাম রায় বললেন, ‘খোলা সীমান্তে পাচার বাড়ছে। কাঁটাতারের বেড়া দিলে আমরা অনেকটা নিশ্চিতভাবে রাতে ঘুমোতে পারি। কৃষিকাজ, ফসল ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। দ্রুত ফাঁকা অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক।’

এরই মধ্যে বিজিবি’র সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণের বিষয়টি আলাদাভাবে সমস্যা তৈরি করে। স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ রায়ের বক্তব্য, ‘বিজিবি নিয়ম অমান্য করে ভুট্টাখেতের আড়ালে সেন্ট্রি পোস্ট তৈরি শুরু করেছে। বিএসএফ তাতে বাধা দিলেও বিজিবি ওই কাজ চালিয়েই যাচ্ছে। তাই আমরা নিজেরা খোলা সীমানায় অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিতে যাই। এর জেরে বাংলাদেশিরা আমাদের ওপর চড়াও হয়। নিরাপত্তার জন্য বিএসএফ আমাদের সীমান্ত থেকে হটিয়ে দেয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশিরা আবার বিএসএফ জওয়ানদের উপর চড়াও হয়। বিজিবি’র আধিকারিকরাও সেখানে এসে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়ান।’

এই পরিস্থিতিতে সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শেফালি বর্মন বললেন, ‘মাঝেমধ্যেই এলাকায় এমন উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।’

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

২০২৪ সালে তীরে এসে তরী ডুবেছিল। ফাইনাল দ্বৈরথে শাহরুখ খান ব্রিগেডের কাছে হার মানতে হয় চারমিনার শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। ট্রফি না এলেও প্যাট কামিন্সদের আগ্রাসী ক্রিকেট চমকে দিয়েছিল। আসন্ন লিগে ফের অভিষেক শর্মা, হেনরিচ ক্লাসেনরা ঝড় তোলার অপেক্ষায়।

ফের সূর্যোদয়ের হাতছানি

মাঝে আর সপ্তাহ খানেক। আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। ২২ মার্চ উদ্বোধনী দ্বৈরথে ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, খতিয়ে দেখতে আজ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ রানার্স

অধিনায়ক : প্যাট কামিন্স

ডিরেক্টর : ড্যানিয়েল ভেত্তোরি

স্পিন বোলিং কোচ : মুথাইয়া মুরলীধরন

পেস বোলিং কোচ : জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন

ঘরের মাঠ : রাজীব গান্ধি ক্রিকেট স্টেডিয়াম

প্রথম ম্যাচ : ২৩ মার্চ, রাজস্থান রয়্যালস

দামি ক্রিকেটার : হেনরিচ ক্লাসেন (২৩ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন

প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), হেনরিচ ক্লাসেন (২৩ কোটি), ট্রাভিস হেড (১৪ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি), নীতীশ কুমার রেড্ডি (৬ কোটি)।

নিলাম থেকে

ঈশান কিষান (১১.২৫ কোটি), মহম্মদ সামি (১০ কোটি), হর্ষল প্যাটেল (৮ কোটি), রাহুল চাহার (৩.২ কোটি), অ্যাডাম জাম্পা (২.৪ কোটি), জয়দেব উনাদকাত (১ কোটি)।

শক্তি

ঝোড়ো ব্যাটিং : অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ক্লাসেন, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা গতবার ঝড় তুলেছিলেন। দলে এবার ঈশান কিষানও। যে কোনও বোলিং ব্রিগেডের জন্য চ্যালেঞ্জ এই ব্যাটিংকে থামানো।

পেস ব্রিগেড : অভিজ্ঞ মহম্মদ সামির সঙ্গে ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ হর্ষল প্যাটেল, জয়দেব উনাদকাত রয়েছেন। নীতীশও কয়েক ওভার করে দেবেন। পেস ব্রিগেডের নেতৃত্বে স্বয়ং কামিন্স।

দুর্বলতা

স্পিনে দুর্বলতা

আগ্রাসী ব্যাটিং অস্ত্র টিম সানরাইজার্সের। তবে তুলনামূলক মন্থর, টার্নিং পিচে ক্লাসেন, হেডদের দুর্বলতা গতবার বেশ দৃষ্টিকটু। ফাইনালেও গৌতম গম্ভীরের স্পিন-স্ট্র্যাটেজিতে আটকে যায় হায়দরাবাদ।

এক্স ফ্যাক্টর

ঈশান কিষান

দলে নতুন মুখ। ভারতীয় দল থেকে বাতিল ঈশানের জন্য জবাবি মঞ্চ হতে চলেছে আসন্ন লিগ। প্র্যাকটিস ম্যাচে ইতিমধ্যেই যার প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন। তাগিদ ভেত্তোরিদের তুরুপের তাস হতে পারে আসন্ন লিগে।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৮৭/৩, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০২৪
সর্বনিম্ন : ৯৬, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (২০১৯)

বর্তমান দলের

সর্বাধিক রান : ১৩১৪, অভিষেক শর্মা
সর্বোচ্চ স্কোর : ১০৪, হেনরিচ ক্লাসেন (২০২৩, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)
সর্বাধিক ছক্কা : ৬৮, অভিষেক শর্মা

সর্বাধিক উইকেট : ১৮, প্যাট কামিন্স
সেরা বোলিং : ৪৩/৩, প্যাট কামিন্স (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০২৪)

থিম সং : গো গো গো... অরেঞ্জ আর্মি। **লোগো :** ঈগল

সম্ভাব্য একাদশ : অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষান, হেনরিচ ক্লাসেন, নীতীশ কুমার রেড্ডি, প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেল, রাহুল চাহার, জয়দেব উনাদকাত ও অ্যাডাম জাম্পা।

চাপমুক্ত সাজঘরে জোর ঋষভের

দিল্লি ক্যাপিটালসের নেটে ঝড় তুলেছেন ঋষভ পন্থ।

লখনউ, ১৭ মার্চ : বাইশ গজের যুদ্ধটা দলের সাজঘর থেকে শুরু করতে চান ঋষভ পন্থ। সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক চান, ভালোবাসায় ভরে উঠুক টিম লখনউয়ের সাজঘর। গতবার অধিনায়ক লোকেশ রাহুল, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মধ্যে বিতর্ক দলের পরিবেশ নষ্ট করেছিল। অতীতের ঘটনা না তুললেও সুস্থ পরিবেশ সাফল্যের জন্য আবশ্যিক তা পরিষ্কার ঋষভের কথায়।

গুরুত্ব দিচ্ছেন সিনিয়ারদের ভূমিকাকেও। নিকোলাস পুরান, আইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলারের মতো সিনিয়ার সতীর্থদের সেই বার্তাই দিলেন ঋষভ। চান, তরুণ ব্রিগেডকে দিশা দেখানোর দায়িত্ব নিক পুরানের মতো অভিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত তারকারা। পাশে থেকে তাঁরা জুনিয়ারদের ভরসা জোগাক।

লিডারশিপ গ্রুপ তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন ঋষভ। প্র্যাকটিসে মাঠের মধ্যেই নতুন সতীর্থদের সঙ্গে পরিকল্পনাও কষে নিচ্ছেন। পাশে চান লখনউ টিম ম্যানেজমেন্টকে।

দলের এক্স হ্যান্ডলে ঋষভ বলেছেন, 'প্রত্যেকেই নিঃসংকোচে নিজেদের মতামত দিতে পারবে, এমন একটা পরিবেশ দরকার। মুখে বলা যতটা সহজ, করে দেখানো ততটাই কঠিন। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া দরকার। শুধু টিম ম্যানেজমেন্ট চাইলে হবে না, ক্রিকেটারদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

লখনউ অধিনায়ক ঋষভ চান, পুরান, মার্করাম, মিলার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিক দলের জুনিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে। পাশে দাঁড়াক নতুনদের। উঠতি ক্রিকেটার এবং দলের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ।

টিনএজার বৈভবকে মেগা লিগের জন্য তৈরি করছেন রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। সোমবার জয়পুরে।

তেরোর বৈভবকে ভারতীয় দলে দেখছেন সঞ্জু

এমন একটা পরিবেশ দিতে চাই, যেখানে বৈভব চাপমুক্ত হয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারবে। সাজঘরে ইতিবাচক আবহ রাখতে চাই। দাদার মতো ওর পাশে থাকব সবসময়। প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ দেব।

সঞ্জু স্যামসন

রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন আবার ১৩ বছরের সতীর্থ বৈভব সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভারতীয় যুব দলের হয়ে ইতিমধ্যেই ছাপ রেখেছেন। রাজস্থানের নেটেও ঝড় তুলছেন। সঞ্জুর ভবিষ্যদ্বাণী- ভারতীয় জার্সিতে বৈভবের ঝড় তোলা সময়ের অপেক্ষা।

সঞ্জু বলেছেন, 'এমন একটা পরিবেশ দিতে চাই, যেখানে বৈভব চাপমুক্ত হয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারবে। সাজঘরে ইতিবাচক আবহ রাখতে চাই। দাদার মতো ওর পাশে থাকব সবসময়। প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ দেব। প্রতিভাবান। ওর বড় হিট নেওয়ার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই চর্চায়। কে বলতে পারে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ও ভারতীয় দলে খেলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আইপিএলের জন্য ও পুরোপুরি প্রস্তুত। আপাতত অপেক্ষা।'

জিতেশ শর্মা আবার মজে বিরাট কোহলিতে। পাঞ্জাব কিংস ছেড়ে এবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। টিম সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন বিরাটকে। গত কয়েকদিনের নতুন যে অভিজ্ঞতাই সমর্থকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার। জিতেশের যুক্তি, বাইরে কে কী ভাবে জানেন না। তবে দলের প্রত্যেকের কাছেই সবসময় উপলব্ধ বিরাট। প্রয়োজনে অনায়াসে বিরাটের কাছে যাওয়া যায়, নেওয়া যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।

গত বছরের স্মৃতি উসকে জিতেশ বলেছেন, 'ক্রিকেট নিয়ে আমরা ওর সঙ্গে কথা বলি। গতবার যেমন মোহালিতে পাঞ্জাব কিংস-আরসিবি ম্যাচের পর ওর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিই। বিরাটভাই বলে, আমাকে চেনে। ক্রিকেট নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। আমাকে দারুণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এবার একই দলে। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই।'

বিতর্কিত সময়ের স্মৃতিচারণ হার্দিকের

'জয় নয়, লড়াই ছিল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার'

মুম্বই, ১৭ মার্চ : একটা সময় ঠিকমতো খাবারও পর্যন্ত জুটত না।

আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন হাড়ভাঙা প্র্যাকটিস। লড়াইটা তাই প্রথম থেকেই তাঁর মজ্জাগত। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, ময়দান ছেড়ে পালাননি। বরং লক্ষ্যটাকে আঁকড়ে ধরে নতুন সময়ের অপেক্ষায় থেকেছেন। যেমনটা ঘটেছিল ২০২৪ সালের আইপিএলে। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিক পান্ডিয়াকে অধিনায়ক করা নিয়ে সমালোচনার সুনামি।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনও পালিয়ে যাইনি। কেরিয়ারে এমন সময় গিয়েছে, যখন জয় নয়, পায়ের নীচের জমি ধরে রাখা, টিকে থাকার লড়াই ছিল আমার কাছে। আশপাশে কী হচ্ছে, তা মাথায় রাখিনি। জানতাম পরিশ্রম করলে ঠিক প্রতিদান পাব। সেটাই ঘটেছিল। ওই ৬ মাসের মধ্যেই (আইপিএল বিতর্ক থেকে টি২০ বিশ্বকাপ জয়) ঘটেছিল।

হার্দিক পান্ডিয়া

টিম বন্ডিং সেশনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব ও তিলক ভার্মা। সোমবার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নতুন অধিনায়ক হার্দিক যে সুনামির অভিমুখ ছিলেন। কিন্তু প্রবল সমালোচনার মধ্যেও হারিয়ে যাননি। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ লড়াই চালিয়েছিলেন। ফল, ক্রমশ সমর্থকদের বিশ্বাস, আস্থা অর্জন। টি২০ বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে অন্যতম কারিগর হয়ে ওঠা। সাফল্যের দিনেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে গতবারের কঠিন লড়াইয়ের কথা ভোলেননি হার্দিক। মাঝে আর পাঁচদিন। রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান শুরু করবে মুম্বই। দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি ২০২৪ সালের বিতর্কিত পর্বের স্মৃতিচারণ হার্দিকের। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক বলেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনও পালিয়ে যাইনি। কেরিয়ারে এমন সময় গিয়েছে, যখন জয় নয়, পায়ের নীচের জমি ধরে রাখা, টিকে থাকার লড়াই ছিল আমার কাছে। আশপাশে কী হচ্ছে, তা মাথায় রাখিনি। জানতাম পরিশ্রম করলে ঠিক প্রতিদান পাব। সেটাই ঘটেছিল। ওই ৬ মাসের মধ্যেই (আইপিএল বিতর্ক থেকে টি২০ বিশ্বকাপ জয়) ঘটেছিল। বিশ্বকাপ জয়ের পর যে সমর্থন, ভালোবাসা পেয়েছিলাম সবার থেকে, তা সবকিছু বদলে দিয়েছিল।'

দেশের হয়ে জোড়া আইসিসি ট্রফি জেতার পর লক্ষ্য এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকদের হাফডজন আইপিএলের স্বপ্ন পূরণ করা। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেও দিলেন, দলের ভারসাম্য বেশ ভালো। গতবারের ভুল থেকে (২০২৪ সালে দশ দলের লিগে লাস্ট বয়) শিক্ষা নিয়েছে দল। নিলামে তারই প্রতিফলন পড়েছে। এবার বাইশ গজে স্ট্র্যাটেজির সঠিক বাস্তবায়নের অ্যাসিড টেস্ট।

ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যপূরণে হোম গ্রাউন্ড ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামকেই মূল চ্যালেঞ্জ মনে করছেন হার্দিক। যুক্তি, ওয়াংখেড়েতে হাইস্কোরিং ম্যাচ হয়ে থাকে। প্রচুর রান ওঠে। বোলিং স্ট্র্যাটেজি, কম্বিনেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গতি, সুইং, বাউন্সকে কাজে লাগানো আবশ্যিক। এবারের বোলিং লাইনআপ যে শর্তগুলি পূরণ করছে। বিশ্বাস, খাতায়-কলমেই শুধু নয়, বাইশ গজেও যার প্রতিফলন দেখা যাবে।

এদিকে, দিল্লি ক্যাপিটালস অক্ষর প্যাটেলের ডেপুটি হিসেবে বেছে নিয়েছে ফাফ ডুপ্লেসিকে। অতীতে তিনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ছিলেন।

বোর্ডকে এবার পালটা অনুষ্কার

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : বিদেশ সফরে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে রবিবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। এবার একই ইস্যুতে বিসিসিআই-কে পালটা দিলেন বিরাট ঘরনি অনুষ্কা শর্মা।

আজকাল সেলেব্রিটিরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য সামাজিক মাধ্যমের আশ্রয় নেন। অনুষ্কাও সেই পথে হেঁটেছেন। ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ হেঁয়ালিভরা পোস্টে নাম না করে ভারতীয় বোর্ডকে একহাত নিয়েছেন অনুষ্কা। লিখেছেন, 'আপনি যাঁদের চেনেন তাঁদের প্রত্যেকের মনে আপনার ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের অস্তিত্ব রয়েছে। 'আপনি' মানুষটার অস্তিত্ব শুধুমাত্র আপনার কাছেই। হয়তো কখনও আপনি বুঝতেও পারেন না সেই 'আপনি'টা আদতে কে? জীবনে যাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়, সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁরা প্রত্যেকে আপনার নিজস্ব ভার্সন মনে বানিয়ে নেয়।'

অনুষ্কা আরও যোগ করেছেন, 'আপনি আপনার বাবা, মা, ভাই-বোন, সহকর্মী, প্রতিবেশী- প্রত্যেকের কাছে এক মানুষ নন। এমনকি বন্ধুবান্ধবদের কাছেও না। আপনাকে নিয়ে প্রত্যেকের মনে আলাদা ধ্যানধারণা রয়েছে। কিন্তু আপনার নিজস্ব 'আপনি' কারও কাছেই হয়তো খুব একটা গুরুত্ব রাখে না।'

'রোহিত-বিরাটকে ছাড়াও জিতবে ভারত'

বুমরাহও অপরিহার্য নয়, দাবি সানির

অতীতেও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে ছাড়া ভারত জিতেছে। ওদের ছাড়া জেতার ক্ষমতা রাখে দল। তবে বিরাট-রোহিতের উপস্থিতিতে দল অনেক বেশি অপ্রতিরোধ্য, এই নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। -**সুনীল গাভাসকার**

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের প্রস্তুতিতে চলেছেন বিরাট কোহলি।

মুম্বই, ১৭ মার্চ : আগামীর ভাবনায় কড়া বার্তা সুনীল গাভাসকারের।

কিংবদন্তির দাবি, বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতা অনেক। দুই-একজনের ওপর দল মোটেই নির্ভরশীল নয়। জসপ্রীত বুমরাহও ভারতীয় দলে অপরিহার্য নয়। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে ছাড়াও জেতার ক্ষমতা রাখে ভারত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন। রোহিত শর্মা ফাইনাল ছাড়া নিজের ফর্মের ধারেকাছে ছিলেন না। কিন্তু তাতেও ভারতের দাপট আটকায়নি। বরুণ চক্রবর্তীদের মতো নতুনরা দায়িত্ব সামলেছেন। এরজন্য দলের শক্তিশালী রিজার্ভ বেঞ্চ, ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতাকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন।

গাভাসকারের কথায়, 'অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয়। পরের তিন টেস্টেই হার। সেখান থেকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানো। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই, টি২০ সিরিজ দাপট দেখিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহকে ছাড়া সাফল্য বুঝিয়ে দেয়, ক্রিকেটে কেউ অপরিহার্য নয়।'

এখানেই থেমে থাকেননি গাভাসকার। বিরাট-রোহিতদের প্রসঙ্গও টেনে আনেন। বলেন, 'অতীতেও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে ছাড়া ভারত জিতেছে। ওদের ছাড়া জেতার ক্ষমতা রাখে দল। তবে বিরাট-রোহিতের উপস্থিতিতে দল অনেক বেশি অপ্রতিরোধ্য, এই নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।'

বাড়তি খুশি বিদেশি ক্রিকেটারদের মুখে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রশংসা শুনে। গাভাসকার বলেছেন, 'ভালো লাগে, যখন দেখি একঝাঁক বিদেশি ক্রিকেটার প্রশংসা করে। বলে, যে কোনও প্রান্তে জেতার ক্ষমতা রাখে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পিছনে দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলা কোনও কারণ নয়।'

ডেল স্টেইন আবার জসপ্রীত বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ব্যক্তিগত কারণে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বোলিং কোচের দায়িত্ব ছেড়েছেন। তবে নজর থাকবে লিগে। তার অন্যতম কারণ ভারতীয় স্পিডস্টার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন স্পিডস্টার বলেছেন, 'বোলারদের ওপর চোখ রাখব। জসপ্রীত বুমরাহ যেমন। ও 'অল ইন অল' প্যাকেজ। কাগিসো রাবাদাও। ম্যাচের যে কোনও সময়ে বল করতে এসে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে দুইজনে। শুধু ১৫৫ গতি নয়, দরকার স্কিল। যে কোনও পরিস্থিতিতে যা অধিনায়কের তুরুপের তাস। যা ভীষণভাবে রয়েছে বুমরাহদের মধ্যে।'

রোনাল্ডোদের প্রতিপক্ষ ইয়োকোহামা

জেড্ডা, ১৭ মার্চ : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের ক্লাব ইয়োকোহামা এফ মেরিনোসের মুখোমুখি হবে আল নাসের।

সৌদি প্রো লিগের তিনটি ক্লাব টুর্নামেন্টের শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে। তিন দলের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নাসেরই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ পেয়েছে কোয়ার্টারে। জাপানের ক্লাবটি গতবারের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রানার্স। এর বাইরে আল হিলাল খেলবে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশ নেওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজু এফসি-র বিরুদ্ধে। এছাড়া আল আহলি প্রতিপক্ষ হিসাবে পাচ্ছে থাইল্যান্ডের ক্লাব বুরিরাম ইউনাইটেডকে। এছাড়া জাপানের আরেক ক্লাব কাওয়াসাকি ফ্রোন্টেল খেলবে কাতারের আল সাদের বিরুদ্ধে।

পিসিবি-র আইনি নোটিশ বশকে

লাহোর, ১৭ মার্চ : আইপিএল নিলামে নাম লিখিয়েও কোনও দলে জায়গা হয়নি। এরপর ড্রাফটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার করবিন বশকে নেয় পাকিস্তান সুপার লিগের দল পেশোয়ার জালমি। তবে পিএসএল শুরুর আগেই তিনি নাম লেখান আইপিএলে। তার জেরেই করবিনকে আইনি নোটিশ ধরাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া লিজাড উইলিয়ামসের পরিবর্তে বশকে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এবার আইপিএল এবং পিএসএল একই সময় চলবে। কাজেই পেশোয়ারের ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে না জানিয়ে কীভাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে তিনি নাম লেখালেন, আইনি চিঠির মাধ্যমে করবিনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে উত্তর না মিললে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পিসিবি।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে লাভের বদলে ক্ষতি হল পিসিবি-র। ভারতীয় মুদ্রায় তাদের ক্ষতির পরিমাণ ৮৬৯ কোটি টাকা।

আইএসএলের সুযোগ হারাতে পারে আই লিগ সেরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে কি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই শেষবারের জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার সুযোগ পেল?

পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে এরকম হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইতিমধ্যেই এফএসডিএলের কর্তাদের সঙ্গে দুইবার আলোচনায় বসেছেন এআইএফএফ কর্তারা। কিন্তু তাতে খুব একটা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। কারণ তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, গত দশ বছরে আইএসএল করে এফএসডিএল এবং ক্লাবগুলো কতটা ক্ষতি হয়েছে। যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ হাজার কোটিরও বেশি। তবে মজার কথা হল, এত ক্ষতির পরিমাণ যে লিগের, ভবিষ্যতে সেটার লভ্যাংশই দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে নতুন চুক্তিতে। লিগের জন্য একটি কোম্পানি করা হবে। যেখানে এফএসডিএল, এআইএফএফ ও অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি অংশীদার হবে। এই কোম্পানির লাভের ১৪ শতাংশ দেওয়া হবে এফএসডিএল-কে। যার ফলে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যে লিগের ক্ষতি পাঁচ হাজার কোটিরও বেশি, তার লাভের ১৪ শতাংশ কীভাবে পেতে পারে ফেডারেশন?

যদিও এই সব কোনও প্রশ্নই তোলার জায়গায় নেই এআইএফএফ। ফলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা সবকিছু চুপচাপ শুনেই চলে এসেছেন। সমস্যা হল, আগে প্রফুল প্যাটেল সভাপতি থাকার সময়ে তিনি প্রয়োজনে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে কথা বলতে পারেন জেনেই এফএসডিএলের নীচের সারির কর্তারা অনেককিছুই মেনে নিতেন। কিন্তু এখন মুকেশ আম্বানি দূরের কথা, ওইসব কর্তাই ফেডারেশনের পদাধিকারীদের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন মনে করেন না। তাই শেষপর্যন্ত এই নতুন চুক্তি কী হতে চলেছে এবং তাতে ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে এআইএফএফের কর্তাদের মধ্যেই।

নতুন চুক্তিতে শুধু আর্থিক বিষয়ই নয়, আরও অনেককিছুই ফেডারেশনকে মানতে বাধ্য করা হতে পারে বলে খবর। অবনমন চালু করা তো দূরের কথা, সম্ভবত আই লিগের থেকে চ্যাম্পিয়ন দলই আইএসএলে খেলার সুযোগ হারাতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। দল বাড়িয়ে আরও আর্থিক দায়ভার বাড়াতে নারাজ এফএসডিএল। তাছাড়া এই মরশুমে মহমেডানের খেলার ফল থেকে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সমস্যাও নতুন করে ভাবতে সাহায্য করছে এফএসডিএলকে। কারণ চার্চিল ব্রাদার্স উঠে এলেও যে একই পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেটা বুঝেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তবে ইন্টার কাশী এফসি-র ক্ষেত্রেও একইরকম মনোভাব এফএসডিএলের থাকে কিনা সেদিকেও তাকিয়ে অনেকেই। তবে ফেডারেশন এখন যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাতে তারা এখন যে কোনও শর্ত মেনে নিতে পারে দেশের সর্বোচ্চ লিগ চালাতে।

রাতে কলকাতায় পা বরুণ-হর্ষিতের ■ ফের ব্যর্থ রাহানে

বোলিং নিয়েও উদ্বেগে নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : দিনটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে পারদ।

২২ মার্চ কলকাতায় অষ্টাদশ আইপিএলের বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আসরে যেমন থাকছে বলিউডের নানা রংয়ের ছটা, তেমনই কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আসরও নানা উত্তাপ নিয়ে তৈরি।

কিন্তু তারপরও উঠছে প্রশ্নটা, ইডেন গার্ডেন্সে চূড়ান্ত প্রস্তুতির আসরে ইতিমধ্যেই ছয়দিন কাটিয়ে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। অনুশীলনের পাশে জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচও (দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল আজ) হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও জোড়া বিষয় নিয়ে রয়েছে উদ্বেগ। এক, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের ফর্ম। দুইদিন আগের অনুশীলন ম্যাচে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। আজ রাতের ইডেনে অনুশীলন ম্যাচের আসরে ওপেন করলেন কুইন্টন ডি ককের সঙ্গে। ডি কক রান পেলেও রাহানে ফের ব্যর্থ। অফস্টাম্প লাইনের ডেলিভারি কাট করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন তিনি। অধিনায়ক রাহানের অফ ফর্মের পাশে দলের বোলিং নিয়েও রয়েছে উদ্বেগ। এদিন ম্যাচের শুরুতে চোট পেয়ে উঠে যান নাইটদের আফগান ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ। তবে তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা নিয়ে দলের তরফে কিছু জানানো হয়নি। আনরিচ নর্তজে, বৈভব অরোরা, রোভমান পাওয়েলদের কেউই বল হাতে নজর কাড়তে পারেননি। তুলনায় গতকালই নেট বোলার থেকে কেকেআরের মূল স্কোয়াডে উমরান মালিকের পরিবর্তে সুযোগ পাওয়া বাঁহাতি পেসার চেতন সাকারিয়া বল হাতে নজর কেড়েছেন। তবে দীর্ঘসময় চোটের জন্য ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর চেতনের গতি বেশ কমে গিয়েছে। ১১০-১২০ কিলোমিটারের গতিতে বল করে আইপিএলের আসরে চেতন কতটা সফল হবেন, সেটা নিয়েও থাকছে সংশয়। তার মধ্যেই আজ রাতের ইডেনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চেতন বলেছেন, 'নাইটদের সংসারে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত। মনেই হচ্ছে না আমি বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম। যখনই সমস্যা হচ্ছে, আমি চান্দু স্যারের কাছে যাচ্ছি। (ডোয়েন) ব্রাভো স্যারের থেকেও প্রচুর পরামর্শ পাচ্ছি।'

> নাইটদের সংসারে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত। মনেই হচ্ছে না আমি বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম। যখনই সমস্যা হচ্ছে, আমি চান্দু স্যারের কাছে যাচ্ছি। ব্রাভো স্যারের থেকেও প্রচুর পরামর্শ পাচ্ছি।
>
> **চেতন সাকারিয়া**

কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর কেকেআর পেসার হর্ষিত রানা। সোমবার।

২০ বলে ৪৬ রানের ইনিংসে উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ভরসা জোগালেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

নাইটদের বোলিং আক্রমণের মূল ভরসা যাঁরা, সেই বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। হয়তো আগামীকাল সন্ধ্যার অনুশীলনেও তাঁদের দেখা যাবে। বরুণ-হর্ষিত কেকেআর-কে আগামীদিনে কতটা ভরসা দিতে পারবে, তার উপর নিশ্চিতভাবেই নাইটদের আইপিএল ভাগ্য নির্ভর করবে। অধিনায়ক রাহানের ফর্ম ও বোলিং নিয়ে কেকেআর সংসারে উদ্বেগ থাকলেও ব্যাটিং নিয়ে মনোভাবটা বেশ ফুরফুরে। শেষ ম্যাচের মতো আজও অনুশীলন ম্যাচে ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২০ বলে ৪৬), আন্দ্রে রাসেল (১৯ বলে ৪৫), রামনদীপ সিং (৭ বলে ১৯), রিঙ্কু সিংরা (২০ বলে ২৯) রান পেয়েছেন।

অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে শীর্ষে বার্সা

জোড়া গোলের পর বার্সেলোনার ফেরান টোরেস। রবিবার রাতে।

মাদ্রিদ, ১৭ মার্চ : ৭২ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলে পিছিয়ে। সেখান থেকে চার চারটি গোল এবং জয়।

শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতেই পারে। তবে রবিবার রাতে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মাঠ থেকে এভাবেই তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল বার্সেলোনা। নিজেদের মাঠে লা লিগার প্রথম লেগে হারতে হয়েছিল। ফিরতি লেগে মাদ্রিদের মাঠে ৪-২ গোলে জিতে সুদে-আসলে অ্যাটলেটিকোকে তা ফিরিয়ে দিল কাতালান জায়েন্টরা। জয়ের সিংহভাগ কৃতিত্ব অবশ্য ফেরান টোরেসকে দিতেই হয়।

ম্যাচে শুরু থেকেই বল নিজেদের দখলে রাখে অ্যাটলেটিকো। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে দিয়েগো সিমিওনের দলকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। ৭০ মিনিটে আরও একটি গোল করেন আলেকজান্ডার সরলথ। তা সত্ত্বেও বার্সা এতটুকুও আত্মবিশ্বাস হারায়নি। দ্বিতীয় গোল হজমের ঠিক দুই মিনিট পরই তার প্রমাণ মেলে। ইনিগো মার্টিনেজের বাড়ানো লম্বা বল ধরে তা জালে পাঠান রবার্ট লেওয়ানডস্কি। হ্যান্সি ফ্লিক আসল চালটা দেন টোরেসকে নামিয়েই। মাঠে নামার পরই ৭৮ মিনিটে গোল করে বার্সাকে সমতায় ফেরান তিনি। এরপর সংযুক্তি সময়ের শুরুতে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ লামিনে ইয়ামালের। একেবারে শেষমুহূর্তে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতলেন সেই টোরেস।

এই জয়ের পর লিগের দৌড়ে খানিক পিছিয়ে পড়ল অ্যাটলেটিকো। এক ম্যাচ বেশি খেলে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান ৪। এদিকে অ্যাটলেটিকোকে হারানোর পরই খেতাবের কথা ফ্লিক, ইয়ামালদের মুখে। বার্সা কোচ বলেছেন, 'এই ম্যাচ আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিল। ট্রফি জেতার চেষ্টায় আমরা কোনও খামতি রাখছি না।' জয়ের আরেক নায়ক ইয়ামাল বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিরতির আগে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল আমাদের কাছে। এক ম্যাচ কম খেলে এখন আমরা লিগ শীর্ষে। বলতে পারি শিরোপার দৌড়ে এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে।'

> এই ম্যাচ আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিল। ট্রফি জেতার চেষ্টায় আমরা কোনও খামতি রাখছি না।
>
> **হ্যান্সি ফ্লিক**, বার্সেলোনার কোচ

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে উচ্ছ্বাস বার্সেলোনার ফুটবলারদের। -এএফপি

চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনে মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেনা মেজাজেই তাঁকে দেখা গেল।

প্রথম ম্যাচের টিকিট নিয়ে শুরু হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : অপেক্ষার শেষ প্রহর। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে যাচ্ছে অষ্টাদশ আইপিএলের আসর। প্রথম ম্যাচেই পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

শনিবারের সেই ম্যাচের টিকিটকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে কলকাতাজুড়ে হাহাকার। অনলাইনে টিকিট প্রায় নেই। যতটুকু পড়ে রয়েছে, সেটা সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সাধ্যের বাইরে। সিএবিতেও টিকিটের চাহিদা সাংঘাতিক। কিন্তু কোথায় টিকিট? বাংলা ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিরা টিকিট চাই শুনলেই কার্যত পালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে চলেছে বলে খবর। বুধবার সন্ধ্যায় বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের আরসিবি কলকাতায় হাজির হচ্ছে। কোহলিদের কলকাতায় পৌঁছানোর সঙ্গেই টিকিটের হাহাকার গণ হিস্টিরিয়ায় পরিণত হতে পারে বলে মনে করছেন সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা। এর মধ্যেই শনিবারের কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচের টিকিট নিয়ে কালোবাজারিও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। কোহলি বনাম কেকেআর দর্শনের রাতে টিকিটের বিশাল চাহিদা আগামী কয়েকদিনে কীভাবে সামাল দেয় কেকেআর, সেটাই দেখার।

থাকছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও

এসবের মধ্যেই আসন্ন ক্রিকেট উৎসবের সুর কাটতে আসরে হাজির হতে পারে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের খবর, শুক্রবার থেকে কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যার রেশ শনিবারও থাকতে পারে। আজ সন্ধ্যাতেও কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে। সারাদিনের তীব্র গরমের পর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শুরু হওয়া বৃষ্টির কারণে নাইটদের অনুশীলন ম্যাচও শেষ হয়নি। ভেস্তে গিয়েছে ম্যাচ। আবহাওয়ার খামখেয়ালি মনোভাবের পাশে বৃষ্টির পূর্বাভাসের কারণে শনিবারের ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন থেকেই অশনিসংকেত দেখছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

১৩ শহরেই হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : মোট শহরের সংখ্যা ১৩। আর সেই ১৩টি শহরেই থাকছে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান!

ভাবনা ও পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল আগেই। আজ রাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গোপন বৈঠকও ছিল প্রতিযোগিতা নিয়ে। সেই বৈঠক শেষে রাতের দিকে জানা গিয়েছে, এই প্রথমবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আসরে দেশের ১৩ শহরের সর্বত্রই হতে চলেছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আসর। যেখানে ক্রিকেট ও বলিউডের মেলবন্ধন নতুনভাবে দেখবে দুনিয়া।

শনিবার সন্ধ্যায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে অষ্টাদশ আইপিএল। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে অন্তত ৪০ মিনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে ইডেন গার্ডেন্সে। যেখানে শ্রেয়া ঘোষাল গান গাইবেন। থাকবেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানিও। পাঞ্জাবের গায়ক করণ আউজলারেরও থাকার কথা। পাশাপাশি শনি সন্ধ্যার ইডেনে অষ্টাদশ আইপিএলের বোধনে থাকতে চলেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-ও। আজ রাতের দিকে বিসিসিআই সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের সব শীর্ষ কর্তাদেরও শনি সন্ধ্যার ইডেনে হাজির থাকার কথা।

শনিবার ইডেনে থাকছেন জয় শা

INDIAN PREMIER LEAGUE

সঙ্গে সামনে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। কলকাতার পাশাপাশি দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, লখনউ, চেন্নাইয়ের মতো শহরেও সেখানকার প্রথম ম্যাচের আগে অন্তত ২০-৩০ মিনিটের জমকালো ক্রিকেট ও বলিউডের ককটেল দেখা যাবে। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে জানিয়েছেন, 'এই প্রথমবার আইপিএলের মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশে দেশের সব শহরেই প্রথম ম্যাচের আগে হতে চলেছে অনুষ্ঠান। যেখানে বলিউডের নানা তারকা বিভিন্ন সময়ে পারফর্ম করবেন।' উল্লেখ্য, আইপিএলের দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের পাশে এবার ধরমশালা, গুয়াহাটি ও বিশাখাপত্তনমেও হতে চলেছে প্রতিযোগিতার ম্যাচ। সেই সব কেন্দ্রেও প্রথম ম্যাচের আগে দেখা যাবে ক্রিকেট ও বলিউডের জমকালো অনুষ্ঠান।

লেস্টারের বিরুদ্ধে মসৃণ জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

ভালো কিছুর আভাস পাচ্ছেন অ্যামোরিম

লেস্টার, ১৭ মার্চ : ইংল্যান্ডে বসন্ত এসে গিয়েছে আগেই। একটু দেরিতে হলেও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডেও বসন্ত ফেরার আভাস পাচ্ছেন রুবেন অ্যামোরিম।

২২ ম্যাচ পর রবিবার গোল পেলেন রাসমাস হোজলুন্ড। খরা কাটিয়ে গোল করলেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। গত ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা ব্রুনো ফার্নান্ডেজও গোল করলেন নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে। লেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রিমিয়ার লিগে এই নিয়ে টানা চার ম্যাচ অপরাজিত। ইউরোপা লিগে শেষ ম্যাচে বড় জয়। পরিসংখ্যান বলছে, প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত এটাই ম্যান ইউয়ের সবচেয়ে খারাপ মরশুম। তার মাঝেও এগুলোই যে আশার আলো। এই পরিস্থিতিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টারে ভালো কিছুর আভাস পাচ্ছেন অ্যামোরিমও।

রবিবার জয়ের পর লিগ টেবিলে ১৫ থেকে ১৩ নম্বরে উঠে এল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রথম চার বা পাঁচে থাকা সম্ভব নয়। তবে অবনমনের আশঙ্কা থেকে সম্মানজনক জায়গায় শেষ করলে সেটাই রেড ডেভিলদের বড় প্রাপ্তি হতে পারে। অ্যামোরিমও বলেছেন, 'আমার ধারণা, দলের পারফরমেন্সে উন্নতি হচ্ছে। যা ভালো কিছুরই লক্ষণ। হোজলুন্ড গোল করেছে। গারনাচোও নিজের খেলায় উন্নতি করছে। দলকে সাহায্য করছে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিকে এই মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে কার্যত একার কাঁধে টানছেন অধিনায়ক ব্রুনো। তবুও দলের প্রাক্তনী রয় কিনের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। ব্রুনো অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। বললেন, 'আমি নিজের পথেই এগোব। সমালোচনা শুনতে ভালো লাগে না ঠিকই। তবে এগুলো বাড়তি উদ্দীপ্তও করে। রয় কিনের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, সমালোচনা ইতিবাচকভাবেই নেওয়া উচিত।'

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে জেতানোর পর দিয়েগো ডালোটের কোলে উঠে পড়েছেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে।

মালদ্বীপ ম্যাচ থেকেই পরীক্ষা, বলছেন ভেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : প্রায় বছর দেড়েক হতে চলল জাতীয় দলের কোনও জয় নেই। স্বাভাবিকভাবে সিনিয়ার ফুটবলাররা সকলেই বুঝতে পারছেন এবার জয়ে ফেরাটা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে এবার না জিতলে এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করাই সমস্যা।

২০১১ সাল থেকে একবার ছাড়া প্রতিবারই যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। প্রাক্তন কোচ ইগর স্টিমাকের কোচিংয়ে গত দুইবার টানা খেলার সুযোগ তৈরি করে নেন সুনীল ছেত্রীরা। তাই এবার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে লজ্জার শেষ থাকবে না। মানোলো মার্কুয়েজ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কোনও জয় নেই। সম্ভবত সেই সব কারণেই এবার আর ঝুঁকি না নিয়ে ১২ দিনের শিবির এবং বাংলাদেশ ম্যাচের আগে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাতীয় দলের হেড কোচ। বুধবার মালদ্বীপের বিপক্ষে এই প্রীতি ম্যাচেই বোঝা যাবে, ফুটবলাররা কতটা তৈরি। এদিন রাহুল ভেকে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা শিবিরে বেশ ভালো শুরু করেছি। পরপর দিন তিনেক দুর্দান্ত ট্রেনিং হল। আরও একটা দিন পাব প্রীতি ম্যাচের আগে। যা ২৫ তারিখের ম্যাচের আগে প্রস্তুতি কতটা হল, সেটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। মালদ্বীপের খেলার ধরন অনেকটাই বাংলাদেশের মতো। তাই ওইদিনই সঠিক পরীক্ষা হবে আমাদের।'

মালদ্বীপ গত রবিবার শিলংয়ে এসে পৌঁছে গিয়েছে আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। তারাও দিন তিনেক অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে ম্যাচ খেলার আগে।

উত্তরের খেলা

আরএসএ-কে হারাল মডার্ন

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুপার সিক্সে সোমবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ৫ উইকেটে আরএসএ-কে হারিয়েছে। প্রথমে আরএসএ ৩৩ ওভারে ১৩৪ রানে অল আউট হয়। ভাস্কর রায় ৬৩ রান করেন। ধনঞ্জয় দেবনাথ ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নেতাজি ৫ উইকেটে ১৩৫ রান তুলে নেয়। অভিষেক মজুমদার ৬৩ রান করেন। মহম্মদ মাজিদ ২৩ রানে নেন ২ উইকেট।

৪ উইকেট সৌত্রিকের

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শুরু হল সোমবার। প্রথম ম্যাচে জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল ২৫ রানে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলকে হারিয়েছে। প্রথমে পাবলিক স্কুল ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১১ রান তোলে। মহম্মদ অমন ৩৫ রান করে। ৯ রানে ২ উইকেট নেয় ঈশান কর্মকার। জবাবে টেকনো ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৮৬ রানে আটকে যায়।

অন্য ম্যাচে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল ৩১ রানে সেন্ট পলস স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। জিলা স্কুল প্রথমে ৯ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। সংস্কার সাহা ২৬ রান করে। সৌত্রিক চক্রবর্তী ১৬ রানে নেয় ৪ উইকেট। জবাবে সেন্ট পলস ৯৪ রানে গুটিয়ে যায়। অধ্যয়ন থাপা ২৯ রান করে। হর্ষ তালুকদার ১২ রানে ২ উইকেট নেয়।

অমিতের দাপটে জিতল এসটি

মালবাজার, ১৭ মার্চ : সৎকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার এসটি ব্রাদার্স ৭ উইকেটে বারঘরিয়া স্ট্রাইকারকে হারিয়েছে। প্রথমে স্ট্রাইকার ১২ ওভারে ১১৩ রানে অল আউট হয়। অমিত কুমার ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে এসটি ব্রাদার্স ৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অমিত ৫২ রান করেন।

প্রথম শেখর

মেটেলি, ১৭ মার্চ : ইনডং স্পোর্টস কমিটির উদ্যোগে ও মেটেলি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ৬ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হলেন মালবাজারের শেখর দাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে নেওড়া চা বাগানের প্রশান্ত ওরাওঁ এবং মিনগ্লাস চা বাগানে রোশন মুন্ডা।

শিলিগুড়িতে শুরু পিঙ্ক বলের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : এসআরটি (শচীন রমেশ তেন্ডুলকার) ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সোমবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে শুরু হল পিঙ্ক বলের ম্যাচ। যেখানে টিম এসআরটি-র বিরুদ্ধে মাঠে নেমে চমকে দেন ডিজে এলিটের ওপেনার যুবরাজ সিং। তাঁর ১৫৬ রানের সুবাদে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে এলিট প্রথম ইনিংসে ২৮২ তুলেছে। সন্দীপ তরফদার ও রুদ্রবীর সিং ২৯ রান করেন। প্রতীক আগরওয়াল ৫২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে এসআরটি দিনের শেষে ২ ওভার খেলে প্রথম ইনিংসে ১/০ স্কোরে।

শিলিগুড়ির বুকে এর আগেও ম্যাচ আয়োজন করেছে এসআরটি। এসআরটি-র সভাপতি মণীশ টিব্রেওয়াল বলেছেন, 'দুই বছর আগে আমরা লাল বলের ম্যাচ করেছিলাম। তখন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে ৪টায় দিনের খেলা শেষ হয়েছিল। এবার আমরা বিকেল ৪টা থেকে পাঁচদিন খেলা শুরু করে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত চালাব। প্রতিদিন ৭০ ওভার করে খেলা রাখা হয়েছে। এই বছর আমরা হিন্দি হাইস্কুলের মাঠেই ১৮৯টি টি২০ ম্যাচ আয়োজন করেছি। যার সাফল্যই আমাদের এই নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস দিয়েছে।' আয়োজকদের দাবি, উত্তরবঙ্গের বুকে তাঁরাই প্রথম পিঙ্ক বলের ম্যাচ আয়োজন করছেন। মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে তাঁরা চা পানের বিরতিতে ক্রিকেটার-আম্পায়ারদের নিয়ে কেক কাটেন।

হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে চলছে গোলাপি বলের ক্রিকেট।

বল হাতে ম্যাচ শুরু করতে যাচ্ছেন দুই আম্পায়ার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা বিমল মাল - কে 26.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 73E 61336 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার এলাকায় এত জনপ্রিয়তা পেয়েছে যা আমাকে ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার জন্য আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে এবং এটি আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার আমার মতো সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্প কিছু নয়। আমি এখন আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।